ফোরকানিয়া ইন্দ্রমাদানীন সর্বত্রেরান — ৫

# কোর-আন শরিফ

## ছাইয়াকুল পারার বিস্তারিত তফছির

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ ইমামুল মিল্লাতে অদ্দিন, শাইখুল হুদা
মুজাদ্দিদে জামান সু-প্রসিদ্ধ পীর-শাহ সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

**মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী ( রহঃ )**

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।


জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
সুপ্রসিদ্ধ পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ
মুছান্নিফ ও ফাকিহ, আলহাজ্জ হজরত আল্লামা মাওলানা

**মোহাম্মদ রুহুল আমিন ( রহঃ )**

কর্ত্তৃক প্রণীত ও



আল্লামা হুজুর পীর কেবলাহর ছাহেবজাদা হজরত মাওলানা
**মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ ( পীরজাদা ) রহঃ এর পুত্র**
**মোহাম্মদ নূরুল আমিন কর্ত্তৃক তদ্বারা**
বশিরহাট "বঙ্গনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২য় সংস্করণ ✱ হিঃ ১৪১৮

ইং ১৯৯৭ বাং ১৪০৪

হাদিয়া—পঞ্চান্ন (৫৫) টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة و السلام علي
رسوله سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

# কোর-আন শরিফ

## ছাইয়াকুল

### দ্বিতীয় পারাহ—বিস্তারিত তফছির

## ২য় ছুরা আল-বাকারাহ

১৭শ রুকু, ৬ আয়ত।



(১৪২) سيقول السفهاء من الناس ما ولهم
عن قبلتهم التي كانوا عليها ط قل لله المشرق
و المغرب ط يهدي من يشاء الى صراط مستقيم *

১৪২। লোকদিগের মধ্যে নির্ব্বোধেরা সত্বরেই বলিবে, কোন্ বিষয়ে তাহাদিগকে তাহাদের সেই কেবলা হইতে ফিরাইয়া দিল যাহার উপর তাহারা ছিল; তুমি বল, আল্লাহরই পূর্ব্ব পশ্চিম; তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, সরল পথ প্রদর্শন করেন।

টীকা ;—

১৪২। হজরত নবি ( ছাঃ ) মক্কা শরিফে হেজরতের পূর্ব্বে বায়তুল মোকাদ্দছের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেন, হেজরত অন্তে মদিনা শরিফে ১৬কিম্বা ১৭মাস উক্ত দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে থাকেন ; তৎপরে আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে কা'বা শরিফের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়ার আদেশ নাজিল করেন। সেই সময় য়িহুদী ও মোনাফেকগণ বলিতে লাগিল, মুছলমানগণ বায়তুল মোকাদ্দছকে কেবলা করিয়া নামাজ পড়িতেন, এখন কি জন্য তাঁহারা উক্ত 'কেবলা' ত্যাগ করিয়া কা'বা শরিফকে কেবলা নির্দ্ধারণ করিলেন ? আল্লাহতায়ালা তদুত্তরে বলিলেন, হে মোহাম্মদ, তুমি বল, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক সমস্তই আল্লাহতায়ালার, তিনি যেদিকে ইচ্ছা হয় কেবলা স্থির করেন, আর তিনি ইচ্ছা করিলে, এক দিকের 'কেবলা' হওয়া রহিত করিয়া দিয়া অন্য দিক কেবলা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন ; কাজেই এই কেবলা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রশ্ন করা একান্ত অনভিজ্ঞতা ব্যতীত আর কি হইবে ? প্রভু দাসকে যে কোন কার্য্য করিতে হুকুম করিতে পারেন, ইহাতে কেহ দাসকে এই কথা বলিতে পারে না যে,তুমি এতকাল এক প্রকার কার্য্য করিতেছিলে, এখন তৎপরিবর্ত্তে অন্য প্রকার কার্য্য করিতেছ কেন ? প্রভুর ইচ্ছা ব্যতীত দাসের ইচ্ছানুযায়ী কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। আর যদি প্রশ্নকারী 'কেবলা' পরিবর্ত্তনের নিগূঢ়তত্ত্ব জানিবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিয়া থাকে, তবে ইহা বলা যাইতে পারে, নির্দ্দিষ্ট কেবলার দিকে মুখ করা মূল এবাদত নহে, অবশ্য ইহা এবাদতের প্রণালীবিশেষ, আল্লাহতায়ালা নিজ বান্দাগণকে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী শিক্ষা দিয়া থাকেন, আর তিনি যাহার জন্য ইচ্ছা করেন, তন্মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠতম প্রণালী প্রদর্শন

করিয়া থাকেন, শেষ পয়গম্বরের জন্য শ্রেষ্ঠতম কেবলা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

'কেবলা' قبلة শব্দের অর্থ—কোন দিকে মুখ করা, কিন্তু শরিয়তের ব্যবহারে নামাজের জন্য যে স্থানের দিকে মুখ করা হয়, তাহাকে কেবলা বলা হয়।

আল্লাহতায়ালার এবাদত করিতে গেলে, স্থির মনে নিবিষ্ট চিত্তে তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া একান্ত জরুরি বিষয়, কিন্তু ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত রোধ করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে অনিমেষনেত্রে অবলোকন করা ব্যতীত অন্তরের স্থিরতা ও মনোনিবেশ সম্ভব হইতে পারে না। এইজন্য নামাজ পাঠকালে কেবলার দিকে মুখ করা আবশ্যক হইয়াছে। উম্মতের সমস্ত লোকের একই কেবলা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত, ইহাতে যেরূপ তাহাদের মধ্যে বাহ্য একতা স্থাপিত হয়, সেইরূপ তাহাদের মধ্যে আভ্যন্তরিক ( বাতেনি ) একতা স্থাপিত হয়। যেরূপ কতকগুলি প্রদীপ এক স্থানে প্রজ্বলিত হইতে থাকিলে মহা জ্যোতি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সমস্ত লোকের এবাদতকার্য্যে আত্মিক একতা স্থাপিত হইলে তাহাদের অন্তরে মহা জ্যোতি ( নুর ) প্রকাশিত হয়।

আল্লাহতায়ালা হজরত আদম ও হজরত এবরাহিম ( আঃ ) এর জন্য শ্রেষ্ঠতম স্থান কা'বা শরিফকে কেবলা স্থির করিয়াছিলেন, ইহার কারণ এই যে, আল্লাহতায়ালা প্রথমেই কা'বাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎপরে উহার নিম্নদেশ হইতে মৃত্তিকাকে বিস্তৃত করিয়া জমিন সৃষ্টি করেন, আরও উক্ত মৃত্তিকা হইতে হজরত আদম ( আঃ )কে সৃষ্টি করা হয়, ইহাতে বুঝা যায় যে, মনুষ্যদের মূল—কা'বা শরিফের মৃত্তিকা। এই জন্য মনুষ্য নিজের রুহকে উক্ত সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে ও নিজের দেহকে উহার মুল উৎপত্তি স্থল কা'বা শরিফের দিকে ফিরাইয়া আল্লাহতায়ালার ধ্যানে নিমগ্ন হইবে।

হজরত মুছা ( আঃ )ও তাঁহার পরবর্ত্তী নবিগণ বায়তুল মোকাদ্দ-ছের শূন্য প্রস্তরকে কেবলা করিয়া নামাজ পাঠ করিতেন, উক্ত প্রস্তর-খণ্ড শরিয়ত অমান্যকারী য়িহুদীদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা উদ্দেশ্যে শূন্যমার্গে দণ্ডায়মান ছিল, তথায় কেয়ামতে আরশের তাজ্জালি নিক্ষিপ্ত হইবে, তথায় হিসাব ও নেকি বদী ওজন করা হইবে। উহার চারিদিকে কেয়ামতবাসীদিগের দাঁড়াইবার স্থান হইবে।

হজরত ছোলায়মান (আঃ) উহার উপর একটি চূড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, উহার চারি পার্শ্বে একটি মছজিদ নির্ম্মাণ ও মছজি-দের বহির্দ্দেশে বেহেশ্‌ত ও দোজখের ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কেয়ামতের হিসাব ও ভয়াবহ অবস্থা স্মরণ করার জন্য উক্ত স্থানকে কেবলা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল।

হজরত নবি ( ছাঃ ) পয়গম্বরী প্রাপ্তির পরে হজরত আদম ( আঃ ) ও হজরত এবরাহিম ( আঃ ) এর খেলাফত লাভ করিয়া-ছিলেন, এইজন্য প্রথমতঃ কা'বা শরিফকে কেবলা করিয়া নামাজ পাঠ করিতেন। তৎপরে তিনি মে'রাজের রাত্রে বায়তুল-মোকাদ্দছে উপস্থিত হইয়া তন্নিকটস্থ নবিগণের রুহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের খেলাফত লাভ করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি মক্কা শরিফে কিছু দিবস ও হেজরত অন্তে মদিনা শরিফে ১৬ কিম্বা ১৭ মাস বায়তুল-মোকাদ্দছের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাদের সমস্ত রুহানি কামালাত লাভ করিয়া অত্যুচ্চপদে উন্নত হইয়া শ্রেষ্ঠতম কেবলা কা'বার দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িতে আদেশ প্রাপ্ত হন, ইহাতে এবরাহিমি ও আদমি কামালাতের পূর্ণতা লাভ করেন।

য়িহুদী ও মোনাফেকেরা এই নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া অন্যায়ভাবে কেবলা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া নির্ব্বোধদিগের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল।—আঃ, ৫।১।৫।১৫। দোঃ, ১।১৪১।১৪২।

টিপ্পনী।

গোল্ডসেক সাহেব কোরআন শরিফের বঙ্গানুবাদের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।—(হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) য়িহুদিগণকে সন্তুষ্ট ও বাধ্য করার উদ্দেশ্যে একবার বায়তুল-মোকাদ্দছের দিকে এবং আরবের পৌত্তলিকদিগের মন আকর্ষণ করার ধারণায় দ্বিতীয় বার কা'বার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িয়াছিলেন। মুসলমান টীকা-কারেরা বলিয়াছেন যে, ইহা তিনি নিজের কল্পিত মতে করিয়া-ছিলেন। কাজেই আহলে-কেতাবদিগের এতৎসম্বন্ধে আপত্তি করা আদৌ অযৌক্তিক নহে, এস্থলে তিনি নিজ দাবি সমর্থনের জন্য জালালাএন ও মুজেহোল কোরআনের এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

## আমাদের উত্তর।

সাহেব বাহাদুর একেবারে মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন, কোন টীকাকার একথা লিখেন নাই যে, তিনি নিজের কল্পিত মতে এই-রূপ কেবলা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, বরং তাঁহারা স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন যে, খোদাতায়ালার হুকুমে এইরূপ কেবলা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি যে জালালাএনের এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও লিখিত আছে, তিনি হেজরত করিলে বায়তুল-মোকা-দ্দছের দিকে মুখ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপরে তিনি সেই দিকে ১৬ কিম্বা ১৭ মাস নামাজ পড়িলে, কেবলা পরিবর্ত্তিত হইল। ইহাতে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, কেবলা পরিবর্ত্তন আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমে হইয়াছিল। সাহেব বাহাদুর এস্থলে অনুবাদে তিনটি ভুল করিয়াছেন। (১) 'আদিষ্ট হইয়াছিলেন' স্থলে "আদেশ করিলেন," (২) "১৬ কিম্বা ১৭ মাস" স্থলে 'এক বৎসর বা ১৭ মাস,' (৩) 'পরিবর্ত্তিত হইল' স্থলে 'পরিবর্ত্তন করিলেন' লিখিয়াছেন।

তৎপরে তিনি 'মুজেহোল-কোরআন' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, "কাবার দিকে নামাজ পড়িতে হুকুম আইসে. এইজন্য তিনি আসমানের দিকে মুখ করিয়া থাকিতেন, যেন একজন ফেরেশ্তা কাবার দিকে নামাজ পড়িতে হুকুম লইয়া আইসে।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি নিজের ইচ্ছায় কেবলা পরিবর্ত্তন করেন নাই। তিনি যদি স্বেচ্ছায় এইরূপ পরিবর্ত্তন করিতেন, তবে কি জন্য আসমানের দিকে তাকাইয়া আল্লাহ তায়ালার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেন ?

এইরূপ সেল সাহেব কোর-আনের অনুবাদের ফুট নোটে "১৬ বা ১৭ মাস" স্থলে "৬ বা ৭ মাস লিখিয়া মহা ভ্রম করিয়াছেন।

যদি ইস্লাম ধর্ম্মের এইরূপ 'কেবলা' পরিবর্ত্তন দূষিত কার্য্য হয়, তবে আমরা বলিতে পারি, জগতের আদি কেবলা কা'বা ইহা হযরত আদম ও এব্রাহিম ( আঃ ) এর কেবলা, ইহার বহু পরে বায়তুল-মোকাদ্দছ কেবলা নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ইস্রাইল বংশধরগণ আদি কেবলা ত্যাগ করতঃ শেষোক্ত গৃহকে কেবলা স্থির করিয়াছিলেন। তৎপরে খ্রীষ্টান্‌গণ ইহা ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিককে কেবলা করিয়া লইয়াছেন। এক্ষেত্রে য়িহুদী ও খ্রীষ্টান্‌গণ প্রাচীন কেবলা ত্যাগ করিয়া দূষিত কার্য্য করিয়াছেন কিনা ?

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا - (১৪৩)

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ

مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ط

وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ط وَ مَا

كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ

رَحِيْمٌ ٥ (১৪৪) قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ج

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ص فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا

وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ط وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ

اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ط وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ *

১৪৩। এবং এইরূপ আমি তোমাদিগকে এইহেতু ন্যায়-পরায়ণ সম্প্রদায় করিয়াছি যে, তোমরা লোকদিগের পক্ষে সাক্ষী হও এবং রছুল তোমাদের পক্ষে সাক্ষী হয়, এবং তুমি যে কেবলার উপর ছিলে তাহা এই উদ্দেশ্য ব্যতীত কেবলা স্থির করি নাই যে, যে ব্যক্তি নিজের পদদ্বয়ের পশ্চাদ্দেশে ফিরিয়া যায় তাহা হইতে যে ব্যক্তি রছুলের অনুসরণ করে প্রভেদ করিতে পারি, এবং আল্লাহ (যাহাদিগকে) পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাদের উপর ব্যতীত উহা অবশ্য কঠিন; এবং আল্লাহ (এরূপ) নহেন যে, তিনি তোমাদের ইমান (নামাজ) নষ্ট করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ লোকের প্রতি অতিশয় কৃপালু ও দয়াশীল।

নিশ্চয় আমি আসমানের দিকে তোমার চেহারা প্রত্যাবর্তন দেখিতেছি; কাজেই আমি তোমাকে উক্ত কেবলার দিকে ফিরাইব যাহা তুমি পছন্দ করিতেছ, অনন্তর তুমি নিজের মুখমণ্ডলকে মছজিদোল-হারামের (সম্মানিত মছজিদের) দিকে ফিরাও; তোমরা (হে মুসলমানগণ) যে স্থানে থাক, অনন্তর নিজেদের মুখমণ্ডল উহার দিকে ফিরাও এবং যাহাদিগকে কেতাব দেওয়া হইয়াছে সত্য সত্য তাহারা অবগত আছে যে, এই কেবলা পরিবর্তন সত্যই তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে হইয়াছে, এবং তাহারা যাহা করিতেছে আল্লাহ তাহা হইতে বে-খবর (অনভিজ্ঞ) নহেন।

টীকা ;—

১৪৩। (১) এই আয়তে আরবি وسط শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, উহার এক অর্থ মধ্যম, দ্বিতীয় অর্থ সত্যপরায়ণ ও ন্যায়পরায়ণ, তৃতীয় অর্থ উৎকৃষ্ট ও চতুর্থ অর্থ দরজায় শ্রেষ্ঠ। এমাম রাজি বলেন, এস্থলে উহার চারিটি অর্থ প্রায় তুল্য ভাব প্রকাশ করে।

আয়তের এই অংশের অর্থ এই যে, যেরূপ আমি তোমাদিগকে কেবলা সম্বন্ধে সত্যপথ প্রদর্শন করিয়াছি, সেইরূপ তোমাদিগকে সত্যপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ বা শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় (উম্মত) স্থির করিয়াছি; উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা লোকদের সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রদানকারী হইবে এবং হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) তোমাদের অনুকূলে সাক্ষ্যপ্রদানকারী হইবেন।

(২) এমাম বোখারি, আহমদ, এবনোহাব্বান ও এবনো মাজা উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করিয়াছেন ;— আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিবস হজরত নূহ (আঃ) কে উপস্থিত করিয়া বলিবেন, তুমি কি নিজের উম্মতকে আমার আদেশ নিষেধ

শুনাইয়াছিলে ? তিনি বলিবেন, হাঁ শুনাইয়াছিলাম। তৎপরে আল্লাহতায়ালা তাঁহার উম্মতকে আনয়ন পূর্ব্বক বলিবেন, নূহ কি তোমাদের নিকট আমার 'অহি' (প্রত্যাদেশ) পৌঁছাইয়াছিল ? তৎশ্রবণে তাহারা বলিবে, আমাদের নিকট কোন পয়গম্বর আগমন করে নাই। আল্লাহ্‌ বলিবেন হে নূহ্‌, তুমি যে আমার 'অহি' তোমার উম্মতদিগের নিকট পৌঁছাইয়া ছিলে, ইহার সাক্ষ্যদাতা কে ? তিনি বলিবেন শেষ নবি হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উম্মত আমার সাক্ষ্যদাতা। তখন আল্লাহতায়ালা এই উম্মত দিগকে ডাকিয়া বলিবেন, নূহ্‌ যে দাবী করিতেছেন, এ সম্বন্ধে তোমরা কি জান ? তাঁহারা বলিবেন, হাঁ আমরা জানি, তাঁহার দাবী সত্য। অন্যান্য উম্মত বলিবে, হে আল্লাহ্‌, যাহারা আমাদের সমসাময়িক ছিলেন না, কিরূপে আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে ? আল্লাহ বলিবেন, হে শেষ উম্মত, তোমরা প্রাচীন উম্মতগণের সমসাময়িক না হইয়া কিরূপে তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিলে ? তাঁহারা বলিবেন, আমাদের নিকট শেষ পয়গম্বর আগমন করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার প্রতি কোরআন নাজিল করিয়া উহাতে হজরত নূহ্‌ (আঃ) এর ধর্ম্ম প্রচারের কথা উল্লেখ করিয়াছিলে এই জন্য আমরা তাহার দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি। তখন আল্লাহ্‌ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কে আনয়ন করিয়া শেষ উম্মতের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি তাহাদের সত্যপরায়ণতার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

এইরূপ এই উম্মত ও হজরত নবি (ছাঃ) প্রত্যেক নবীর অবাধ্য উম্মতের সম্বন্ধে কেয়ামতে খোদার নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

(৩) এমাম বোখারি, মোসলেম ও নাছায়ি উল্লেখ করিয়াছেন,

সাহাবাগণ একজনার জানাজায় উপস্থিত হইয়া তাহার সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, হজরত ( ছাঃ ) বলিলেন, ইহার জন্য ওয়াজেব হইয়াছে। তাঁহারা দ্বিতীয় একজনার জানাজায় উপস্থিত হইয়া তাহার দুর্ণাম করিতে লাগিলেন, হজরত (ছাঃ) বলিলেন, ইহার জন্যও ওয়াজেব হইয়াছে। ইহাতে হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন কি কি ওয়াজেব হইল? হজরত নবি (ছাঃ) বলিলেন, প্রথম লোকটির জন্য বেহেশ্ত ও দ্বিতীয় লোকটির জন্য দোজখ ওয়াজেব হইল। তোমরাই পৃথিবীতে খোদাতায়ালার সাক্ষ্যদাতা। হাকিম তেরমেজি বলেন, তৎপরে হজরত (ছাঃ) উক্ত আয়তটি পাঠ করিলেন।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, এই শেষ উম্মত পৃথিবী এবং কেয়ামতে সাক্ষ্যদাতারূপে স্থিরীকৃত হইয়াছেন।— দোঃ ১।১৪৪।১৪৫, বয়ঃ ১।১৯৫, আঃ, ৫১৬—৫২২ ও এবনো কছির, ১।৩৩১।৩৩২।

(৪) এমাম রাজি তফছিরে কবিরের ২।৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যখন আল্লাহতায়ালা এই উম্মতের সত্যপরায়ণ ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার সংবাদ দিয়াছেন, তখন সমস্ত উম্মত একমতে যে কার্য্যে ব্রতী হয়েন, নিশ্চয় উহা সত্যপথ হইবে, কাজেই ইহাতে স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে, উম্মতের এজমা শরিয়তের গ্রহণীয় দলীল। এইরূপ তফছিরে-মাদারেকের ১।৬৩ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল বয়ানের ১।১৯৩ পৃষ্ঠায়, হাশিয়ায়-জোমালের ১।১১৫ পৃষ্ঠায় আহমদীর ৩৭ পৃষ্ঠায়, বয়জবির ১।১৯৫ পৃষ্ঠায়, শাএখ জাদার ১।৪৪৬।৪৪৭ পৃষ্ঠায়, আজিজির ৫২২ পৃষ্ঠায় ও ছহিহ বোখারির ২।১০৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এজমা শরিয়তের একটি দলীল, বরং এমাম বোখারি লিখিয়াছেন যে, উক্ত আয়তে এজমা মান্য করা ওয়াজেব সপ্রমাণ হয়।

আরও এমাম রাজি লিখিয়াছেন যে, উক্ত আয়তে সপ্রমাণ হয় যে, মোশাব্বেহা, খারিজী ও রাফিজিদিগের এজমা গ্রাহ্য হইবে না।

তওজিহ ২৮৩ পৃষ্ঠা :—

(হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উম্মতের এমাম মোজতাহেদ গণের কোন সময়ে কোন শরিয়তের হুকুমের প্রতি একমত হওয়াকে এজমা বলা হয়।

(৫) এই আয়তের মধ্যমাংশে যে عقبيه শব্দ আছে, উহার অর্থ 'নিজের গোড়ালিদ্বয়।' নিজের গোড়ালি দ্বয়ের উপর ফিরিয়া যাওয়া বা পদদ্বয়ের পশ্চাদ্দেশের দিকে ফিরিয়া যাওয়ার অর্থ ইসলামচ্যুত বা মোরতাদ্দ হওয়া।

لنعلم শব্দের অর্থ 'যেন আমি জানিতে পারি' এস্থলে এই প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তায়ালা ত্রিকালজ্ঞ, কোন ব্যক্তি হজরতের অনুসরণ করিবে বা কোন, ব্যক্তি ইস্‌লামচ্যুত হইবে, ইহাত তিনি অনাদি-কাল হইতে অবগত আছেন, কাজেই 'আমি জানিতে পারি' বলিলে, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞ হওয়ার বিশেষত্ব লোপ পায়, এইজন্য হজরত আবদুল্লাহ, বেনে আব্বাছ (রাঃ) ঐ শব্দের অর্থে বলিয়াছেন, "যেন আমি প্রভেদ করিতে পারি।" একদল উহার অর্থে বলিয়া-ছেন, 'যেন আমার রাছুল ও ঈমানদারগণ জানিতে পারেন।'

মূলকথা, আল্লাহতায়ালা এস্থলে 'কেবলা' পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, হে মোহাম্মদ! তুমিপ্রথমে কা'বা গৃহকে কেবলা করিয়া নামাজ পড়িতেছিলে, তৎপরে আমি বায়তুল মোকাদ্দছকে কেবলা স্থির করিলাম, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, আরবদিগের অন্তরে কা'বারভক্তিপূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাদের পক্ষে নিজেদের পূর্ব পুরুষগণের সম্মানিত কেবলা ত্যাগ করা অতিশয় কঠোর বলিয়া বোধ হইবে, এমন কি কতকেকেবলা পরিবর্ত্তন দেখিয়া সন্দিহান হইয়া

পড়িবে. কিন্তু যাহারা খোদার সত্যপথ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই আদেশ পালন করা সহজ হইবে, ফল কথাইহাতে এতটুক পরিস্কার ভাবে রাছুল ও পয়গম্বরগণ বুঝিতে পারিবেন বা এতটুক্ পরীক্ষা হইয়া যাইবে যে, কোন্ ব্যক্তি রাছুলের বিশ্বাসী অনুগত, আর কেইবা তাঁহার উপর সন্দিহান হইয়া পড়ে। আর একদল বিদ্বান্ উহার অর্থে বলিয়াছেন, হে'মোহাম্মদ! তুমি প্রথমে মক্কা শরিফকে কেবলা স্থির করিয়া নামাজ পড়িতে, তৎপরে ১৬।১৭ মাস বায়তুল-মোকাদ্দছকে কেবলা করিয়া নামাজ পড়িতে' এখন আমি পুনরায় কা'বাকে তোমার কেবলা স্থির করিলাম। কতক নব ইস্‌লামধারী খৃষ্টান্ ইহাতে সন্দিহান হইয়া পড়িবে। আমি গাঢ় বিশ্বাসী কোন্ ব্যক্তি ও সন্দেহশীল কোন্ ব্যক্তি তাহা পরীক্ষা করিয়া লইব, অবশ্য নব ইস্‌লামধারিগণের পক্ষে ইহা কঠোর বলিয়াই অনুমিত হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা কেবলা পরিবর্ত্তনের নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছে, তাহারা বিশ্বাসে অটল রহিয়াছে।

কঃ. ২।১০-১৪, দো,১।৪৭।

(৬) এবনো-জরির, তেরমেজি, আহমদ ও হাকেম হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, যে সময় কা'বার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িবার আদেশ নাজিল হয়, সেই সময় সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আবু ওমামা, ছা'দ বেনে জোরারা, বারা বেনে আজেব, বারাবেনে মা'রুর প্রভৃতি বায়তুল-মোকাদ্দছের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে পড়িতে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নামাজের কি অবস্থা হইবে? সেই সময় আল্লাহতায়ালা নাজেল করেন, তিনি তোমাদের নামাজের উপর যে বিশ্বাস আছে তাহার ফল নষ্ট করিবেন না।

এস্থলে নামাজ স্থলে 'ইমান' শব্দ উল্লেখ করিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, উহা ইমানের প্রধান চিহ্ন ও শ্রেষ্ঠ ফল, ইহাতে একথা

বুঝা যায় না যে, নামাজ ইত্যাদি এবাদত মূল ইমানের অংশ।—দোঃ, ১।১৪৬। কঃ, ২।১২।১৩।

(৭) رَؤُفٌ শব্দ رَأْفَةٌ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ, বিপদ মোচনে অতিরিক্ত দয়া প্রকাশ করা। শেষ অংশটুকুর অর্থ,—যখন তিনি অতিরিক্ত দয়াশীল ও কৃপাবান, তখন তিনি কাহারও নামাজের ফল নষ্ট করিতে পারেন না। কঃ, ২।১৪।

১৪৪। হজরত নবি (ছাঃ) মদিনা শরিফে আগমন করিলে, বায়তুল মোকাদ্দছের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে আদিষ্ট হইয়া ১৬ কিম্বা ১৭ মাস ঐ অবস্থায় নামাজ পাঠ করেন; কিন্তু (১) কা,বা শরিফ দুনইয়ার অতি প্রাচীন কেবলা ; (২) হজরত এবরাহিম(আঃ) এই সম্মানিত গৃহের সংস্কার সাধন করেন এবং হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) তাঁহারই বংশধর; (৩) আরবেরা কা'বা গৃহের পরম ভক্ত, উহা কেবলা স্থির করিলে, তাহাদিগকে ইস্‌লামের দিকে আকর্ষণ করিতে মহা সুযোগ ঘটে। এই সমস্ত কারণে তাঁহার অন্তর কা'বা শরিফের কেবলা হওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত হইত। (৪) এক সময় য়িহুদীরা বিদ্রূপ ভাবে বলিতে লাগিল, হজরত মোহাম্মদ ছাঃ আমাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন, এদিকে আবার আমাদের কেবলার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িয়া থাকেন, যদি আমরা না থাকিতাম, তবে তিনি নামাজের কেবলা নির্ণয় করিতে পারিতেন না। ইহাতে হজরত নবি (ছাঃ) হজরত জিব্রাইল (আঃ) কে বলিলেন, আমরা ইচ্ছা করি, যেন এই কেবলা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। তিনি বলিলেন, আমি আপনার ন্যায় খোদার আজ্ঞাবহ সেবক (বান্দা) আপনি তাঁহার নিকট দোয়া করুন। সেই হইতে হজরত (ছাঃ) দোয়া করিতেন এবং হজরত জিব্রাইল (আঃ) এর 'অহি' আনয়ন করার আশায় আস-

মানের দিকে অনবরত দৃষ্টিপাত করিতেন, এমতাবস্থায় হজরত জিবরাইল (আঃ) এই আয়ত লইয়া নাজিল হইলেন।

আয়তের অর্থ এই যে; হে মোহাম্মদ (ছাঃ) তুমি যে কেবলা পরিবর্ত্তনের অপেক্ষায় আসমানের দিকে তাকাইতেছিলে, তুমি যে কেবলা পছন্দ করিতে, এখন আমি তোমার জন্য তাহাই স্থির করিলাম, এখন হইতে তুমি সেই সম্মানিত মছজিদের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়।

তৎপরে তিনি তাঁহার উম্মতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, ইহা কেবল তোমাদের নবির জন্য নির্দেশ করা হয় নাই, বরং তোমরাও যে স্থানে থাক, উক্ত মছজিদের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়।

এবনে-কছির বলেন, এক দিবস জোহরের সময় হজরত (ছাঃ) মিম্বরের উপর আরোহন করিয়া কেবলা পরিবর্ত্তনের হুকুম শুনাইয়া ছিলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, ছাহাবাগণ ও হজরত নবি (ছাঃ) মদিনা শরিফে প্রথমে জোহরের নামাজ কা'বা শরিফের দিকে ফিরিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধমতে প্রথমে আছরের নামাজ কা'বা শরিফের দিকে ফিরিয়া পড়া হইয়াছিল। মছজিদে বনি হারেছাতে জোহর কিম্বা আছরের নামাজ দুই রাক্‌য়াত পড়া হইয়াছিল, এমতাবস্থায় একজন লোক তথায় আগমন করিয়া কেবলা পরিবর্ত্তনের সংবাদ পৌঁছাইয়া দিলে, লোকে নামাজের মধ্যেই কা'বার দিকে ফিরিয়া গেলেন। কো'বার মছজিদে ফজরের নামাজের মধ্যে কেবলা পরিবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া লোকে কা'বা শরিফের দিকে মুখ করেন। য়িহুদিরা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) একবার এক দিক্‌কে ও দ্বিতীয়বার অন্যদিক্‌কে কেবলা স্থির করেন, ইহা তাঁহার কল্পিত মত। যদি তিনি আমাদের কেবলার উপর স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকিতেন,

তবে তাঁহাকে সেই প্রতিশ্রুতি নবি বলিয়া আশা করিতাম।

সেই সময় আয়তের এই অংশ নাজিল হয়,—নিশ্চয় য়িহুদী খ্রীষ্টান গ্রন্থধারিগণ (আহলে-কেতাব সম্প্রদায়) জানেন যে, তাঁহাদের কেতাব সমূহে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কা'বা অতি প্রাচীন ও হজরত এবরাহিম (আঃ) এর নির্দিষ্ট কেবলা এবং তাঁহার বংশধর শেষ নবি আল্লাহতায়ালার আদেশে বায়তুল মোকাদ্দছ নামক কেবলা ত্যাগ করতঃ কা'বাকে কেবলা স্থির করিবেন। য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণ শেষ নবি ও আল্লাহতালার প্রেরিত আদেশের সহিত যেরূপ অন্যায় আচরণ করিতেছে, খোদাতায়ালা তাহাদের এই ব্যবহার অবগত আছেন এবং ইহজগত ও পরজগতে ইহার প্রতিফল দিবেন। কা'বা গৃহকে মছজেদোল হারাম বলা হয়, হারাম শব্দের এক অর্থ সম্মানিত, অন্য অর্থ অবৈধ, উক্ত গৃহ আল্লাহতায়ালার নিকট সম্মানিত, কিম্বা তথায় প্রাণীহত্যা, যুদ্ধ ইত্যাদি হারাম, এই জন্য উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে।

বিদ্বানগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কা'বা শরিফকে স্বচক্ষে দেখিয়া নামাজ পড়ে, তাহার পক্ষে ঠিক কা'বা শরিফের দিকে মুখ করা ফরজ, আর কা'বা শরিফ অলক্ষ্যে থাকিলে উহা যে দিকে অবস্থিত, সেই দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়া ফরজ। যদি কেহ কা'বা গৃহের ভিতরে নামাজ পড়ে, তবে এমাম মালেক ব্যতীত সকলের মতে ফরজ ও নফল সমস্ত নামাজ জায়েজ হইবে। এক্ষণে কা'বা গৃহের দালান ইত্যাদিকে কা'বা বলা হইবে কিম্বা যে শূন্য স্থানে উক্ত গৃহ অবস্থিত, সেই শূন্য স্থানকে কা'বা বলা যাইবে, ইহাই বিবেচ্য বিষয়। এমাম রাজির সিদ্ধান্ত মতে উক্ত শূন্য স্থানটি প্রকৃত কা'বা, এই জন্য (মোয়াজাল্লাহ্‌) যদি কা'বা শরিফের নির্ম্মিত অট্টালিকা বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তবে উক্ত শূন্যের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়া জায়েজ হইবে।

এবনো কছির বলিয়াছেন, পৃথিবীর সমস্ত লোকের পক্ষে উক্ত দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়া ফরজ। কেবলা তিন সময় অন্য দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়া জায়েজ হইবে।

১। বিদেশে যেদিকে উট ইত্যাদি চলিতে থাকে, সেই দিকে ফিরিয়া নফল পড়া জায়েজ।

২। শত্রু-সম্মুখে যুদ্ধ করা কালে যেদিকে সুযোগ হয়, সেই দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়া জায়েজ।

৩। যে ব্যক্তি কেবলার দিক স্থির করিতে না পারে, সে ব্যক্তি অনুমান করতঃ অন্য দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িলেও জায়েজ হইবে। —কঃ, ২।১৪—২৪, এবনো-কছির, ১।৩৩৪—৩৩৬ সেরাজ, ১।৭৮ ও দোঃ ১।১৪৬।১৪৭।

(১৪৫) وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ج وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ج وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ (১৪৬) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ ط وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

(১৪৭) الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ع

১৪৫। এবং যদি তুমি যাহারা কেতাব প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদিগের নিকট প্রত্যেক প্রকার নিদর্শন উপস্থিত কর, তবু তাহারা তোমার কেবলার অনুসরণ করিবে না এবং তুমি তাহাদের কেবলার অনুসরণ-কারী নও এবং তাহাদের একদল অন্য দলের কেবলার অনুসরণকারী নহে, এবং তোমার নিকট যে (নিশ্চিত) জ্ঞান আসিয়াছে ইহার পর যদি তুমি তাহাদের প্রবৃত্তিসমূহের অনুকরণ কর, তবে তুমি এমতা-বস্থায় সত্যই অত্যাচারিদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ১৪৬। আমি যাহাদিগকে কেতাব প্রদান করিয়াছি তাহারা তাঁহাকে (হজরত মোহাম্মদকে) এরূপ চিনিতে পারিতেছে যেরূপ নিজের পুত্রদিগকে চিনিয়া থাকে এবং তাহাদের একদল যদিও অবগত আছেন তথাপি নিশ্চয়ই সত্য গোপন করিতেছে। ১৪৭। তোমার প্রতিপাল-কের পক্ষ হইতে সত্য (আসিয়াছে), কাজেই তুমি সন্দেহকারি-গণের অন্তর্গত হইও না।

**টীকা :—**

১৪৫। মদিনার য়িহুদিগণ ও নাজরানের খ্রীষ্টানগণ বলিয়া-ছিল, "হে মোহাম্মদ, (ছাঃ) কা'বা গৃহের কেবলা হওয়ার প্রমাণ আমাদের নিকট পেশ করুন" সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়— য়িহুদি ও খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ সন্দেহ মোচন উদ্দেশ্যে এইরূপ কথা বলে নাই, বরং হঠকারিতা হেতু এইরূপ বলিয়াছে, কাজেই হে মোহাম্মদ, তুমি কা'বা গৃহের কেবলা হওয়া সম্বন্ধে যত প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করনা কেন, তাহারা কিছুতেই কা'বা শরিফকে কেবলা নির্দ্দিষ্ট করিবে না। য়িহুদী ও খ্রীষ্টান্ এই উভয় সম্প্রদায়ের কেবলা পৃথক পৃথক, প্রথম দল জেরুজালেম (বায়তুল-মোকাদ্দেছ-

কে ) ও দ্বিতীয় দল পূর্ব্ব দিক্‌কে কেবলা স্থির করিয়া লইয়াছে, যদি তুমি জেরুজালেমকে কেবলা স্থির করিয়া লও, তবে দ্বিতীয় দল তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইবে, আর যদি তুমি পূর্ব দিক্‌কে কেবলা মনোনীত কর, তবে প্রথম দলের বিরক্তিভাজন হইবে, কাজেই তুমি তাহাদের কেবলা ত্যাগ করিয়া ( হজরত ) এবরাহিম ( আঃ ) ও অন্যান্য পয়গম্বরগণের কেবলা—কা'বা শরিফকে নিজের কেবলা স্থির করিয়া লও। আমি তোমাকে 'অহি' প্রেরণ করিয়া 'হানাফি' কেবলার অনুসরণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছি, এখন যদি তুমি এই সত্যজ্ঞান প্রাপ্তির পরে য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের কেবলার অনুসরণ কর, তবে মহা গোনাহগার হইয়া যাইবে, এস্থলে হজরত নবি (ছাঃ)কে উপলক্ষ্য করিয়া বলা হইলেও তাঁহার উম্মত-কে য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের কামনার অনুসরণ করিতে তীব্র নিষেধ করা হইয়াছে। —কঃ, ২।২৪—২৬, এবং জঃ, ২।১৫।

১৪৬। এই আয়তের দুই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে—(১) য়িহুদীদিগের তওরাতে ও খ্রীষ্টানদিগের ইঞ্জিলে শেষ নবি হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর এরূপ লক্ষণ সকল উল্লিখিত আছে—যদ্দারা তাহারা হজরত নবি (ছাঃ)এর নবুয়তের সত্য হওয়া এরূপ বুঝিতে পারে যেরূপ তাহারা আপন আপন পুত্রকে চিনিতে পারে।

হজরত ওমার ( রাঃ ) মদিনা শরিফে আগমন করিয়া হজরত আবহুল্লাহ, বেনে ছালামকে ( যিনি পূর্বে য়িহুদীদিগের শাস্ত্র তত্ত্ব-বিদ্ পণ্ডিত ছিলেন ) বলিয়াছিলেন, হে আবহুল্লাহ, কোর-আন শরিফে উল্লিখিত হইয়াছে যে, য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণ হজরত মোহাম্মদ ( ছাঃ ) কে নিজেদের পুত্রগণের তুল্য চিনিতে পারেন, ইহার অর্থ কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমাদের কেতাবে তাঁহার যে যে রূপ লক্ষণ লিখিত আছে তদ্দারা আমরা তাঁহাকে নিঃসন্দেহরূপে সেই প্রতিশ্রুত শেষ নবি বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া

থাকি। আমি যেরূপ বহু বালকদের মধ্য হইতে নিজের পুত্রকে দেখা মাত্র চিনিয়া লইতে পারি, সেইরূপ হজরত মোহাম্মদ ( ছাঃ ) কে প্রথম দেখা মাত্র চিনিয়া লইয়াছি, বরং নিজের পুত্র অপেক্ষা হজরত মোহাম্মদ ( ছাঃ ) এর প্রতি আমার সমধিক বিশ্বাস আছে। হজরত ওমার ( রাঃ ) বলিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ইনি যে আল্লাহতায়ালার প্রকৃত রাছুল, তাহার লক্ষণ আল্লাহ্‌ কেতাবে প্রকাশ করিয়াছেন, আর পুত্রের মাতার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ হইতেও পারে।

( ২ ) য়িহুদী ও খৃষ্টান পণ্ডিতগণ যেরূপ নিজেদের পুত্রগণকে চিনিয়া থাকে, সেইরূপ তাহারা নিজেদের কেতাব পাঠে অবগত আছে যে, কা'বা প্রাচীন কেবলা।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, একদল য়িহুদী ও খৃষ্টান জানিয়া শুনিয়া (হজরত) মোহাম্মদ ( ছাঃ )এর নবুয়ত (প্রেরিতত্ব) ও কা'বা গৃহের কেবলা হওয়ার কথা গোপন করিয়া থাকে।

তৎপরে আল্লাহ বলিয়াছেন, হে মোহাম্মদ। আল্লাহ তোমাকে অবগত করাইয়াছেন যে, কা'বা (হজরত) এবরাহিম ও অন্যান্য নবিগণের কেবলা, তাহাই সত্য, য়িহুদী ও খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ তদ্বিপরীতে যাহা কিছু বলে, তাহা সত্য নহে, কাজেই উক্ত সত্যের প্রতি সন্দিহান হইও না। এস্থলে হজরতকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার উম্মতকে সন্দেহ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।—দোঃ ১।১৪৭ ১৪৮, এবং জঃ, ২১১৫।১৬ ও কঃ, ২।২৪-২৮।

১৮শ রুকু, ৫ আয়ত।

( ১৪৮ ) وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ط

اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا ط اِنَّ اللّٰهَ

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ০ (১৪৯) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ

مِنْ رَّبِّكَ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ০ (১৫০)

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ لا

لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ق اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

مِنْهُمْ ق فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ

وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ০ (১৫১) كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا

مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ

وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ০ৃ (১৫২)

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ع

(১৪৮) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক এক দিক্‌ আছে—যেদিকে সেই সম্প্রদায় মুখ করিয়া থাকে, কাজেই তোমরা সৎ কার্য্যগুলির দিকে অগ্রগামী হও ; তোমরা যেস্থানে থাক, আল্লাহ্‌ তোমাদের

সকলকে একত্রিত করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সক্ষম।

(১৪৯) এবং তুমি যে কোন স্থান হইতে বাহিরে যাও, নিজের মুখমণ্ডল ( চেহারা ) কে মছজিদোল হারামের দিকে ফিরাও ; এবং নিশ্চয়ই ইহা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সত্য এবং তোমরা যাহা করিতেছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নহেন।

( ১৫০ ) এবং তুমি যেস্থান হইতে বাহিরে যাও, তোমার চেহারাকে মছজিদোল হারামের দিকে ফিরাওএবং তোমরা যেস্থানে থাক,তোমাদের মুখমণ্ডলকে উহার দিকে ফিরাও, উদ্দেশ্য এই যে, যেন উক্ত লোকদের মধ্যে যাহারা অত্যাচারী হইয়াছে তাহাদের ব্যতীত ( অন্য ) লোকের তোমাদের উপর আপত্তি করার সুযোগ না থাকে, কাজেই তোমরা তাহাদিগকে ( অত্যাচারিদিগকে ) ভয় করিও না এবং আমাকে ভয় কর, এবং ( দ্বিতীয় ) উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ ( নেয়ামত ) পূর্ণ করিব এবং আশা করা যায় যে, তোমরা সত্য পথ প্রাপ্ত হইবে।

( ১৫১ ) যেরূপ আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের শ্রেণী হইতে এরূপ একজন রাছুল প্রেরণ করিয়াছি—যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়ত সমূহ পাঠ করেন ও তোমাদিগকে বিশুদ্ধ করেন ও তোমাদিগকে কেতাব ও সূক্ষ্মতত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করেন এবং তোমরা যাহা না জানিতে, তাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দেন।

( ১৫২ ) অনন্তর তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও আমার অকৃতজ্ঞ হইও না।

**টীকা —**

১৪৮। এই আয়তের কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে—(১) প্রথম এই যে, আহলে-কেতাব সম্প্রদায় শরিয়তের আদেশ অনু-

সারে এক এক দিককে কেবলা স্থির করিয়া সেইদিকে মুখ করিয়া থাকে, আবার মোশরেক সম্প্রদায়েরা নিজেদের মনোক্তি মতে এক এক দিক্‌কে কেবলা করিয়া লইয়াছে, কাজেই জগতের সমস্ত লোকের কোন নির্দ্দিষ্ট দিক্ কেবলা হওয়া অসম্ভব, এই হেতু বাহ্ কেবলার চিন্তা ত্যাগ করিয়া নামাজ, রোজা, জাকাত, কোরআন পাঠ, লোকের উপকার, দরিদ্রদিগের সহানুভূতি, খোদার প্রেম ও কাম, ক্রোধ বর্জ্জন ইত্যাদি মূল লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হও। তোমরা পূর্ব, পশ্চিম, ইসলাম, কোফর, এবাদত, গোনাহ যে দিকে যেভাবে থাক, আল্লাহ্ কেয়ামতে তোমাদিগকে একত্রিত করিয়া ইহার সুবিচার করিবেন।

(২) য়িহুদীরা এক দিককে খ্রীষ্টানেরা অন্যদিককে এবং মুছলমানেরা কা'বাকে কেবলা করিয়া লইয়া নামাজ পড়িয়া থাকে, প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কেবলার প্রতি আনন্দিত. কিছুতেই উহা ত্যাগ করিতে রাজি হইবে না, তাহাদের ধর্ম্ম ( দীন ) বিভিন্ন হওয়ার জন্য সকলের এক কেবলা নির্দ্ধারণ করার উপায় নাই, কাজেই তোমরা হে মুছলিম সম্প্রদায়, তোমাদের কেবলার প্রতি স্থির-প্রতিজ্ঞ থাক, ইহাতে তোমাদের ইহ জগতে ও পর জগতে মহা কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহা ( হজরত ) এবরাহিম ( আঃ ) এর কেবলা, এইজন্য তোমরা পৃথিবীতে গৌরবান্বিত, আর তোমরা আল্লাহ তায়ালার সমস্ত হুকুমের অনুসরণ করিয়া থাক, এইজন্য পরকালে মহাসুফল প্রাপ্ত হইবে। তোমরা প্রত্যেক সম্প্রদায় পৃথিবীর যে অংশে থাকনা কেন, আল্লাহতায়ালা হাশর প্রান্তরে তোমাদিগকে একস্থানে সমবেত করিয়া তোমাদের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায় সত্যপরায়ণ ও আজ্ঞাবহ এবং কোন্ সম্প্রদায় বাতীল মতাবলম্বী ও অবাধ্য তাহা পরীক্ষা করিয়া লইবেন।

(৩) আল্লাহতায়ালা বায়তুল মোকাদ্দছ ও কা'বা এই উভয়

স্থানকে কেবলা স্থির করিয়াছেন, তিনি যাহাদের জন্য যেটি উপযুক্ত বলিয়া জানেন, তাহাদের জন্য সেইটি কেবলা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তোমরা আল্লাহতায়ালার আদেশ পালনে অগ্রসর হও, ইহাই তোমাদের পক্ষে অশেষ কল্যাণ. যাহারা কেবলা পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে দোষারোপ করিতেছে তাহাদের উক্ত দোষারোপের দিকে ভ্রুক্ষেপ করিও না, আল্লাহ তোমাদিগকে ও উক্ত দোষারোপকারিদিগকে হাশর প্রান্তরে একত্রিত করিয়া ইহার সুবিচার করিবেন।

৪। মুছলমানগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী হওয়ার কারণে কা'বা-গৃহের ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িয়া থাকেন. কন্‌ষ্টান্টিনোপল (রুম), শাম ও মদিনার অধিবাসিগণ দক্ষিণ দিকে, ইয়মেন ও আদনের অধিবাসিগণ উত্তর দিকে. ইরাক, পারস্য, সিন্ধু ও হিন্দুস্থানের অধিবাসিগণ পশ্চিম দিকে ও জেদ্দা ও মরক্কো (মগরেব) অধিবাসিগণ পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িয়া থাকেন, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ করিলেও তাহাদের লক্ষ্যস্থল এক. ইহাতে তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও একতা স্থাপিত হইবে. ইহাতে বহু কল্যাণ সাধিত হইবে, এইজন্য আল্লাহ বলিতেছেন. তোমরা কল্যাণ সমূহ লাভ করিতে অগ্রগামী হও, আল্লাহ তোমাদের নিয়তের (শুদ্ধ সঙ্কল্পের) জন্য হাশরে তোমাদের নামাজগুলিকে একই ভাবাপন্ন করিবেন।

৫। একদল টীকাকার আয়তের প্রথম অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন. 'মোকার্‌'রব' ফেরেশতাগণের কেবলা' আরশ, 'রুহানি' ফেরেশতাগণের কেবলা কুরছি. করুবিন' ফেরেশতাগণের কেবলা 'বায়তুল-মা'মুর, বানি-ইস্রায়েল বংশীয় নবিগণের কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দছ, (হজরত) আদম, (হজরত) এবরাহিম ও হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর কেবলা কা'বা শরিফ, হজরতের রুহ মোবারকের কেবলা আল্লাহতায়ালা।

৬। একদল তফছির কারক আয়তের মধ্যমাংশের অর্থে বলিয়াছেন, তোমরা পৃথিবীর যে কেন্দ্রে থাকনা কেন, আল্লাহতায়ালা সকলকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিবেন। অবশেষে আল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহ সকলকে মারিয়া ফেলিয়া তৎপরে হাশর প্রান্তরে জীবিত করিতে ও একত্রিত করিতে সক্ষম। এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা এই আয়তে সৎকার্য্য সমুহের দিকে অগ্রগামী হইতে আদেশ করিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক নামাজ প্রথম ওয়াক্তে পড়া উত্তম, পক্ষান্তরে এমাম আবু হানিফা (রঃ) তাহার বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন। এমাম আবু হানিফা (রঃ) নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য ছহিহ, হাদিছ পেশ করিয়াছেন, অন্যস্থলে ইহা বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে।—কঃ, ২।২৮—৩০, রু, মাঃ, ১।৩৩১—৩৩৭, আঃ, ৫৩৯—৫৪১।

১৪৯। তুমি যে স্থান হইতে বিদেশ যাত্রা কর, নামাজে মছজিদোল-হারামের দিকে মুখ ফিরাও, এই কা'বার দিকে মুখ করা সত্যই আল্লাহতায়ালার আদেশ। তোমরা যে কা'বার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেছ, আল্লাহ ইহার সুফল (ছওয়াব) দিতে যত্নবান হইবেন।

১৫০। আল্লাহ বলেন, তুমি যে স্থানে যাও ও তোমার উম্মত যে স্থানে থাকে, সকলেই উক্ত সম্মানিত মছজিদের দিকে মুখ ফিরাও, ইহাতে য়িহুদী ও মোশরেকদিগের আপত্তি খণ্ডন হইয়া যাইবে, য়িহুদীরা বলিয়া থাকে যে, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) আমাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন, আবার কি জন্যই বা আমাদের কেবলার অনুসরণ করেন? তাহাদের একদল বলিত, যদি আমরা পথ প্রদর্শন না করিতাম, তবে তিনি নামাজের কেবলা স্থির করিতে পারিতেন না। আর একদল বলিত, তওরাতে যে প্রতিশ্রুত শেষ নবীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহার কেবলা কা'বা

হইবে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, আর (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) বায়তুল মোকাদ্দছকে কেবলা করিয়া লইয়াছেন, কাজেই তিনি কিরূপে সেই প্রতিশ্রুত নবী হইবেন? আর একদল বলিত, ইনি শরিয়ত প্রবর্ত্তক নবী বলিয়া দাবী করেন, আর এইরূপ নবীর কেবলা পৃথক হইয়া থাকে, কিন্তু (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) আমাদের কেবলার অনুসরণ করিয়া থাকেন, যদি তিনি শরিয়ত প্রবর্ত্তক নবী হইতেন, তবে কি জন্য আমাদের কেবলার অনুসরণ করিতেন? মোশরেকেরা বলিত, তিনি এবরাহিমি দীনের অনুসরণকারী বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন, আবার কা'বা শরিফকে ত্যাগ করতঃ অন্য কেবলা স্থির করিলেন, কাজেই তাঁহার ঐরূপ দাবি বাতীল।

আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, আমি কেবলা পরিবর্ত্তনের আদেশ এইজন্য নাজিল করিলাম যে, উহাতে য়িহুদী ও মোশরেকগণের উপরোক্ত আপত্তি খণ্ডন হইয়া যাইবে, কিন্তু ইহা সত্বেও একদল অত্যাচারী এইরূপ অভিযোগ করিতে থাকিবে যে, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এবরাহিমী দীনের অনুসরণ করার জন্য এইরূপ করেন নাই, বরং মাতৃভূমির প্রেমে ও পিতৃগণের মতের আকর্ষণে পড়িয়া এইরূপ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলিবে, এখন তিনি আমাদের কেবলার দিকে ফিরিয়া গেলেন, কিছু দিবস পরে আমাদের প্রতিমা পূজার দিকে ঝুকিয়া পড়িবেন, ইহা তাহাদের অত্যাচার ও হঠকারিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আল্লাহ বলেন, তোমরা এইরূপ আপত্তি ও অভিযোগের ভয় করিও না, কেবল আমার ভয় করিয়া আমার আদেশ পালন কর।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, আমি তোমাদের উপর অনুগ্রহ পূর্ণ করার ও তোমাদের সুপথ প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে কা'বাকে কেবলা করিতে ও আমার ভয় করিতে আদেশ করিয়াছি।

## টিপ্পনী।

এই পারায় তিন বার বলা হইয়াছে যে, তুমি মছজিদোল-হারামের দিকে মুখ ফিরাও, একই মর্ম্মবাচক আয়ত তিনবার উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ আছে ;—

১। মনুষ্যের তিন প্রকার অবস্থা হইতে পারে, প্রথম-মছজিদোল-হারামের মধ্যে থাকে। দ্বিতীয়-মছজিদোল হারাম হইতে বাহির হইয়া শহরের মধ্যে থাকে। তৃতীয়-শহর হইতে বাহির হইয়া পৃথিবীর কোন অংশে থাকে। উপরোক্ত তিন অবস্থার জন্য তিনবার উহা কথিত হইয়াছে।

২। প্রথমবার সমস্ত অবস্থার জন্য, দ্বিতীয়বার সমস্ত স্থানের জন্য ও তৃতীয়বার সমস্ত কালের জন্য কথিত হইয়াছে।

৩। প্রথমবারে বলা হইয়াছে যে, কা'বা শরিফের কেবলা হওয়া তওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়বারে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহতায়ালা 'অহি' প্রেরণ করিয়া উহার সত্যতা অবগত করাইয়াছেন। তৃতীয়বারে বলা হইয়াছে যে, কেবলা পরিবর্ত্তনে বিপক্ষ দলের আপত্তি খণ্ডন করা হইয়াছে।

৪। আল্লাহতায়ালা হজরত মোহাম্মদ ( ছাঃ )কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রথমবারে কা'বার দিকে ফিরিতে বলিলেন,—যেহেতু তিনি এবরাহিমি কেবলা পছন্দ করিতেন, এইজন্য তাঁহার জন্য উক্ত কেবলা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়বারে বলিলেন, প্রত্যেক শরিয়ত-প্রবর্ত্তক নবীর জন্য পৃথক কেবলা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কাজেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম কেবলার দিকে মুখ করিতে আদেশ করা হইল। তৃতীয়বারে বিপক্ষ দলের আপত্তি খণ্ডন উদ্দেশ্যে উহার হুকুম করিলেন। কঃ ২।২৮—৩২, আঃ ৫৩৯—৫৪৪ পৃষ্ঠা।

১৫১। আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, আমি 'কেবলা' সম্বন্ধে তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করিয়াছি, যেরূপ তোমাদের

মধ্যে তোমাদের শ্রেণী হইতে একজন রাছুল প্রেরণ করিয়া অনুগ্রহ পূর্ণ করিয়াছি—তিনি একজন 'উম্মি' নবি হইয়া কোর-আন শরিফের এরূপ আয়তসমূহ পাঠ করেন যাহার ভাষার লালিত্য, ব্যাকরণের বাঁধুনি, শব্দ বিন্যাস, উভয় জগতের কল্যাণজনক উপদেশাবলী ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশে অতুলনীয় ও মানবের সাধ্যাতীত, ইহাই তাঁহার নবুয়তের জ্বলন্ত নিদর্শন স্বরূপ. তিনি ২৩ বৎসরের মধ্যে একটি অসভ্য, বর্ব্বর, পাপাচার, নিষ্ঠুর ও ধর্ম্মহারা জাতিকে সভ্য, নিষ্ঠাবান, ধার্ম্মিক, দয়াশীল ও বিশুদ্ধ জাতিতে পরিণত করিলেন—যাহা দ্বিতীয় নিদর্শন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। তিনি একটি অশিক্ষিত জাতিকে কোর-আন, হাদিস, ফেক্‌হ ইত্যাদি—শরিয়তের যাবতীয় এলম শিক্ষা দিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ে পরিণত করিলেন, যেরূপ তাহাদিগকে শরিয়তের আহকাম শিক্ষা দিলেন, সেইরূপ তরিকত, মা'রেফাত ও হকিকতের নিগূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া জাহিরি ও বাতিনি এলমে পারদর্শী করিয়া তুলিলেন।

পথহারা দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য পথিকের ন্যায় সত্য পথভ্রষ্ট আরব জাতিকে তিনি প্রাচীন নবিগণের সংবাদ, প্রাচীন লোকদের ইতিহাস, কেয়ামতের লক্ষণ সমূহ, গোরের অবস্থা, হাশরের ঘটনাবলী, হিসাব, পুলছেরাত, বেহেশ্‌ত, দোজখ, ছওয়াব ও আজাব ইত্যাদি অজ্ঞাত বিষয়গুলির শিক্ষা দান করিলেন।

এই আয়তে জেক্‌র ذكر ও শোকর شكر এই দুইটি শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে. জেকর শব্দের অর্থ স্মরণ করা, এই জেকর কয়েক প্রকার হইতে পারে—১) মৌখিক জেকর, যথা-তছবিহ, তকবির, কলেমা পাঠ, আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করা ও কোর-আন পাঠ। ২) আন্তরিক জেকর, যথা—আল্লাহতায়ালার জাত ও ছেফাত সংক্রান্ত দলীলগুলিতে মনোনিবেশ করা, শরিয়তের আহকাম, আদেশ, নিষেধ, আখেরাতের ওয়াদা (অঙ্গীকার) ও ভীতি

সংক্রান্ত দলীলগুলিতে গাঢ় চিন্তা করা ও আল্লাহতায়ালার সৃষ্টির নিগূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করা। ৩) শারীরিক জেকর, যথা—সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা আল্লাহতায়ালার আদিষ্ট বিষয়গুলি পালন করা ও তাঁহার নিষিদ্ধ বিষয়গুলির অনুষ্ঠান না করা। এই হিসাবে নামাজকে জেকর বলা হইয়াছে।

"তোমরা আমার জেকর কর, আমি তোমাদের জেকর করিব, ইহার নিম্নোক্ত কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে—১) তোমরা আমার এবাদত কর, আমি তোমাদের উপর দয়া করিব ও তোমাদের গোনাহ মাফ করিব। ২) তোমরা আমার নিকট দো'য়া কর, আমি তোমাদের দো'য়া কবুল করিব। ৩) তোমরা আমার প্রশংসা ও এবাদত কর, আমিও তোমাদের প্রশংসা ও তোমাদিগ-কে অনুগ্রহ দান করিব। ৪) তোমরা দুনইয়াতে আমার নামোচ্চারণ কর, আমি আখেরাতে তোমাদিগকে স্মরণ করিব। ৫) তোমরা নির্জ্জনে আমার নাম স্মরণ কর, আমি ফেরেশতাগণের মজলিশে তোমাদিগকে স্মরণ করিব। ৬) তোমরা সুখশান্তিতে আমাকে স্মরণ কর, আমি বিপদ কালে তোমাদিগকে স্মরণ করিব। ৭) তোমরা আমার এবাদত কর, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব। ৮) তোমরা আমার পথে সাধ্য সাধনা কর, আমি তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিব। ৯) তোমরা সত্যতা ও শুদ্ধ সঙ্কল্পসহ আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে উদ্ধার ও বিশেষত্ব প্রদান করিব। ১০) 'তোমরা 'ফাতেহা'তে আমাকে প্রতিপালক বলিয়া স্মরণ কর, আমি শেষ অবস্থায় তোমাদের উপর রহমত করিব ও তোমাদিগকে বান্দা বলিয়া সম্বোধন করিব।

ছইদ বেনে মনছুর ও বয়হকি এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার আদেশ পালন করে, যদিও তাহার নামাজ, রোজা ও কোর-আন পাঠ কম হয়, তবু সে ব্যক্তি

আল্লাহকে স্মরণ করিল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার আদেশ অমান্য করে, যদিও তাহার নামাজ রোজা ও কোর-আন পাঠ অধিক হয়, তব্ সে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলিয়া গেল।"

এমাম বোখারি, মুছলিম ও তেরমেজি এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—"আল্লাহ বলিয়াছেন, আমার বান্দা আমাকে ( ক্ষমা-শীল বা ) যেরূপ ধারণা করে, আমিও তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে, আমার রহমত তাহার উপর পতিত হয়। যদি সে ব্যক্তি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও একাকী তাহাকে স্মরণ করি, যদি সে ব্যক্তি এক জামায়াতের মধ্যে আমার জেকর করে, আমিও তাহাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট জামায়াতে তাহাদের সমালোচনা করি। যে ব্যক্তি এক বিঘত আমার নৈকট্য লাভ করে, আমার রহমত এক হাত তাহার দিকে অগ্রসর হয়, যে ব্যক্তি এক হাত আমার নৈকট্য লাভ করে, চারি হাত আমার রহমত তাহার দিকে অগ্রসর হয়। যদি সে ধীরে ধীরে আমার দরবারে উপস্থিত হয়, তবে আমার রহমত দ্রুতগতিতে তাহার দিকে অগ্রসর হয়।"

তেবরানি ও বয়হকি এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন ;—"মোয়াজ বেনে জাবাল বলিয়াছেন, আমি হজরত নবি ( ছাঃ )এর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণকালে শেষ এই কথা বলিয়াছিলাম, কোন্ কার্য্য আল্লাহতায়ালার নিকট সমধিক প্রীতিজনক? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি এই অবস্থায় মরিতে চেষ্টা কর যে, তোমার রসনা আল্লাহতায়ালার জেকরে নিযুক্ত থাকে।

তেরমেজি ও এবনো মাজা উল্লেখ করিয়াছেন;—"একজন লোক বলিল; ইয়া রাছুলাল্লাহ, শরিয়তের আহকাম আমার প্রতি অনেক বেশী হইয়াছে, এখন এরূপ একটি বিষয়ের উপদেশ দান করুন—যাহা আমি দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে পারি। হজরত

বলিলেন, তোমার রসনা অবিরত আল্লাহতায়ালার জেকরে সংলিপ্ত রাখ।"

বয়হকি এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন :—"প্রত্যেক বস্তুর শানযন্ত্র আছে, অন্তরের শান-যন্ত্র আল্লাহতায়ালার জেকর, আল্লাহ-তায়ালার শাস্তি হইতে সমধিক মুক্তিদায়ক তাঁহার জেকরের তুল্য অন্য বস্তু নাই।"

এমাম বোখারি এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন ;—"যে ব্যক্তি নিজের প্রতিপালকের জেকর করে, সে ব্যক্তি জীবিত লোকের তুল্য। আর যে ব্যক্তি তাঁহার জেকর হইতে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি মৃত লোকের তুল্য।"

তেবরানি ও বয়হকী নিম্নোক্ত হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন ;— "বেহেশতবাসিরা কোন বিষয়ে অনুতপ্ত হইবে না, কেবল পৃথিবীতে যে সময়টি আল্লাহতায়ালার জেকর ব্যতীত অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার জন্য অনুতপ্ত হইবে।"

আহমদ, তেরমেজি ও এবনো মাজা এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন :—কোন দল একত্রিত হইয়া বসিয়া আল্লাহতায়ালার জেকর করিতে থাকিলে, ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন, রহমত তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহাদের উপর শান্তি নাজিল হয় এবং আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাগণের নিকট তাহাদের সমালোচনা করিতে থাকেন।"

এমাম আহমদ এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন ;—"আমি তোমাদিগকে একটি কার্য্যের সংবাদ দিতেছি—যাহা উৎকৃষ্ট আমল, খোদার নিকট অতি বিশুদ্ধ, দরজায় অতি উর্দ্ধ, স্বর্ণ, রৌপ্য দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও জেহাদ অপেক্ষা উত্তম, উহা আল্লাহতায়ালার জেকর।"

আহমদ ও তেরমেজি একটি হাদিছে জেকরের মজলিশকে

বেহেশতের উদ্যান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শোকর شكر শব্দের অর্থ আল্লাহতায়ালার প্রদত্ত দান পাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

তেবরানি ও আবুনঈম উল্লেখ করিয়াছেন ;- "আল্লাহতায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি যে সময় আমাকে স্মরণ কর, আমার শোকর করিলে, আর যে সময় তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও, আমার অকৃতজ্ঞতা করিলে।"

আহমদ ও বয়হকী উল্লেখ করিয়াছেন :—"(হজরত) মুছা (আঃ) বলিয়াছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, যখন আমার সমস্ত সৎকার্য্য তোমার একটি ক্ষুদ্র দানের বিনিময় হইতে পারে না, তখন আমি কি প্রকারে তোমার শোকর আদায় করিব? তখন আল্লাহ তাঁহার নিকট অহি প্রেরণ করিলেন যে, হে মুছা, তুমি এই বাক্যেই আমার শোকর আদায় করিলে।"

জোনাএদ বলিয়াছেন, শোকর শব্দের অর্থ আল্লাহতায়ালার কোন নেয়া'মতকে গোনাহ কার্য্যে পরিচালিত না করা।

আবদুর রহমান বলিয়াছেন, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, শরীর, জীবিকা আল্লাহতায়ালার নেয়া'মত, তৎসমস্ত আল্লাহতায়ালার আদেশ পালনে নিয়োজিত করাকেই শোকর বলা হয়।

এক ব্যক্তি আবু হাজেমকে বলিয়াছিল, চক্ষুদ্বয়ের শোকর কি? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যদি তুমি কোন হিতজনক কার্য্য দেখ, তবে উহা প্রকাশ কর, আর কোন দুষিত কার্য্য দেখিলে, উহা গোপন কর। তিনি বলিলেন, কর্ণদ্বয়ের শোকর কি? ইনি বলিলেন, কোন ভাল কথা শুনিলে, উহা স্মরণ করিয়া রাখ, আর কোন অহিত কথা শুনিলে উহা গোপন করিও। তিনি বলিলেন, হস্তদ্বয়ের শোকর কি? ইনি বলিলেন, উক্ত হস্তদ্বয় দ্বারা কোন অহিত কার্য্য করিও না, দান খয়রাত করিতে বিরত হইও না।

তিনি বলিলেন, উদরের শোকর কি? ইনি বলিলেন, উহার নিম্ন অংশ খাদ্য ও উপরি অংশ এলম হইবে। তিনি বলিলেন, গুপ্তাঙ্গের শোকর কি? ইনি বলিলেন, স্ত্রী ও হালাল দাসী সংসর্গ ব্যতীত হারাম সংসর্গে উহা কলুষিত করিও না। তিনি বলিলেন, পদদ্বয়ের শোকর কি? ইনি বলিলেন, জীবিত ও মৃত লোকের যে কার্য্যের প্রশংসা করিয়া থাক, সেই কার্য্য করিতে পদদ্বয় পরিচালিত করিবে, আর যে কার্য্যের দুর্ণাম করিয়া থাক, সেই কার্য্য করিতে পদদ্বয় পরিচালিত করিবে না। যে ব্যক্তি মৌখিক শোকর আদায় করে, কিন্তু শরীরের সমস্ত অংশ দ্বারা উহা আদায় না করে, সে ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তির তুল্য—যে একখানা চাদর পরিধান না করিয়া উহার এক কিনারা ধরিয়া থাকে, ফলতঃ ইহাতে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় না।"

আমের বলিয়াছেন, ঈমানের অর্দ্ধেকাংশ শোকর ও অবশিষ্টাংশ ছবর (ধৈর্য্য)। আবদুল মালেক বলিয়াছেন, নিম্নোক্ত কথাটি শোকর আদায় করিতে সমধিক ফলপ্রদ :—

الحمد لله الذي انعم علينا و هدانا للاسلام

"আলহামদো লিল্লাহেল লাজি আনয়ামা আলায়না অহাদানা লিলইছলাম।" আয়তের শেষাংশের অর্থ তোমরা আমার যাবতীয় সম্পদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিও না।—দোঃ, ১।১৫২—১৫৪, কঃ, ২।৩৪—৩৬, রুঃ, মাঃ, ১।৫৩৯,৩৪০।

১৯শ রুকু, ১১ আয়ত।

يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر (১৫৩)

و الصلوة ط ان الله مع الصابرين ۝ (১৫৪)

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ ط

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ○ (১৫৫) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ

مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِينَ لا (১৫৬) الَّذِينَ إِذَا

أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ لا قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رٰجِعُونَ ط

(১৫৭) أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (قف○)

وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ○

১৫৩। হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজসহ সাহায্য প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্য্যশীলগণের সঙ্গী। ১৫৪। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে হত হইয়াছে তোমরা তাহাদিগকে মৃত বলিও না, বরং (তাহারা) জীবিত; কিন্তু তোমরা অবগত নও। ১৫৫। এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে কিছু পরিমাণ ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং অর্থ ও প্রাণ এবং ফল শস্য সমূহের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করিব এবং তুমি সহিষ্ণুদিগকে সুসংবাদ দাও। ১৫৬। এই রূপ গুণ বিশিষ্ট যে, যদি তাহাদের উপর বিপদ উপস্থিত হয়, তবে তাহারা বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র (দাস) এবং আমরা তাঁহার

দিকে প্রত্যাবর্ত্তনকারী। ১৫৭। তাহাদের উপর তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ ও অনুগ্রহ (রহমত) এবং তাহারাই সত্যপথ প্রাপ্ত।

টীকা—

১৫৩। ছবর صبر শব্দের অর্থ ধৈর্য্য, ইহা কয়েক প্রকার হইয়া থাকে:—১) শারীরিক, আর্থিক বা মানসিক কষ্ট ও বিপদ কালে অটল অচল ভাবে থাকা। ২) এবাদত কার্য্য সম্পাদন করিতে কঠোর পরিশ্রম করা। ৩) অসৎ কার্য্য-কলাপ হইতে নিজেকে বিরত রাখা। একদল বিদ্বান্ এস্থলে 'ছবর' শব্দের মর্ম্ম রোজা বা জেহাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আয়তের সার মর্ম্ম এই যে, তোমরা পরকালে মুক্তি প্রাপ্তির জন্য উপরোক্ত তিন প্রকার ধৈর্য্য ধারণ কর, রোজা, জেহাদ এবং বিশুদ্ধ বিনীত ভাবে নামাজ সম্পাদন কর। আল্লাহ ধৈর্য্যধারিদিগের সাহায্য করিয়া থাকেন।

হজরত নবি (ছাঃ) কোন বিপদ বা বৃহৎ কার্য্য উপস্থিত হইলে, মছজিদে উপস্থিত হইয়া নামাজ পাঠ করিতেন। হজরত ছারা বিবি অত্যাচারী বাদশাহ, কর্ত্তৃক ধৃতা হওয়াকালে হজরত এবরাহিম (আঃ) নামাজ পড়িয়াছিলেন। ইস্রাইল বংশধর জোরাএজ নামক দরবেশ ইস্রাইল সন্তানগণ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হওয়া কালে নামাজ পড়িয়াছিলেন। কঃ. ২।৩৬ অঃ।

১৫৪। ১২ জন মোহাজের (হেজরতকারী) ছাহাবা ও ৮ জন মদিনাবাসী আনছার বদর যুদ্ধে শহিদ হন, সেই সময় মোশরেকেরা বলিতে লাগিল, অমুক অমুক ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণ নষ্ট করিল, তাহাদের ইহজগত ও পরজগতের সুখ সম্পদ বিনষ্ট হইয়া গেল, তাহারা বৃথা নিজেদের জীবন নষ্ট করিয়া ফেলিল, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল। আল্লাহ বলিতেছেন, যাহারা

আল্লাহ্‌র পথে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে অন্যান্য মৃতদের ন্যায় মৃত ধারণা করিও না, বরং তাহারা আল্লাহ্‌-তায়ালার নিকট জীবিত রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা ইহা অবগত হইতে পারিতেছ না। এবনো-জরির লিখিয়াছেন, শহিদগণের রূহ (আত্মা) সবুজ বা শ্বেত বর্ণের পক্ষীর রূপ ধারণ করতঃ বেহেশতের যে কোন স্থানে উড়িয়া বেড়াইয়া থাকে, বেহেশতের যে কোন প্রকার ফল ইচ্ছা করে ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাদের স্থান 'ছেদরাতল মোন্তাহা' হইবে। ছহিহ মোছলেমে হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ) কর্ত্তৃক উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, শহিদগণের রূহ (আত্মা) সবুজ পক্ষী দলের উদরে থাকে, আরশের ফানুছগুলি তাহাদের আবাস স্থল, বেহেস্তের যে কোন স্থলে তাহারা ইচ্ছা করে বিচরণ করিতে ও ফল ভক্ষণ করিতে থাকে, তৎপরে উক্ত ফানুছগুলিতে অবস্থিতি করে। আল্লাহতায়ালা তাঁহাদিগকে বলেন, তোমাদের কিছু কামনা-বাসনা আছে কি? তাঁহারা বলেন, যখন আমরা বেহেশতের যে কোন স্থানে ইচ্ছা হয় ভ্রমণ ও ফল ভক্ষণ করি, তখন আর কিসের কামনা বাসনা রাখিব? আল্লাহতায়ালা তাঁহা-দিগকে এইরূপ তিনবার বলেন। অবশেষে তাঁহারা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের প্রাণ আমাদের দেহে প্রবেশ করাইয়া দিয়া (আমাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ কর), তাহা হইলে আমরা দ্বিতীয়বার জেহাদে শহিদ হইয়া যাইব। আল্লাহ ইহা অনাবশ্যক বোধে তাঁহাদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া দেন।

আবু দাউদ উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) ছাহাবাগণকে বলিয়াছেন, যখন ওহোদ যুদ্ধে তোমাদের ভ্রাতাগণ শহিদ হইয়াছিলেন, তখন আল্লাহ্‌ তাঁহাদের রূহকে সবুজ বর্ণের পক্ষী দলের উদরে স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহারা বেহেশতের নদীগুলির পানি

পান, উহার ফল ভক্ষণ করিয়া থাকেন এবং আরশের ছায়ায় লট্‌কান স্বর্ণের ফান্নুছগুলিতে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। যখন তাঁহারা নিজেদের উপাদেয় খাদ্য, পানীয় ও শান্তিদায়ক বিশ্রাম স্থল প্রাপ্ত হইলেন, তখন বলিতে লাগিলেন, আমরা সত্যই বেহেশতের মধ্যে জীবিত, এই সংবাদ কোন্ ব্যক্তি আমাদের ভাই-গণের নিকট পৌঁছাইবে, তাহা হইলে তাঁহার বেহেশ্‌ত লাভে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন না এবং যুদ্ধকালে শৈথিল্য করিবেন না। আল্লাহ বলিলেন, আমিই তোমাদের এই সংবাদ তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিব। তখন এই আয়ত নাজিল হয়,—"যাহারা খোদার পথে শহিদ হইয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে মৃত ধারণা করিও না বরং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত, তাহাদিগকে জীবিকা প্রদান করা হয়, আল্লাহ তাহাদিগকে যে অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা আনন্দিত, যাহারা পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাহাদের সহিত মিলিত না হইয়াছে, তাহারা তাহাদিগকে এই সুসংবাদ প্রদান করেন যে, তাহাদের পক্ষে কোন আশঙ্কা নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।"

তেরমেজি ও এবনো-মাজা উল্লেখ করিয়াছেন,—'শহিদ ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিকট নিম্নোক্ত কয়েকটি দরজা লাভে সৌভাগ্য-বান হইবে, ১) তাহার প্রথম রক্তবিন্দু মৃত্তিকায় পতিত হওয়া মাত্র তাহার গোনাহ মার্জ্জনা হইয়া যায়। ২) ( মৃত্যুকালে ) তাহাকে তাহার বেহেশতের স্থান প্রদর্শন করান হয়। ৩) সে ব্যক্তি গোরের শাস্তি ও কেয়ামতের মহা আতঙ্ক হইতে নিরাপদ ও নির্ভীক থাকিবে। ৪) তাহার মস্তকে গৌরবসূচক টুপি স্থাপন করা হইবে যাহার ইয়াকুত প্রস্তরটি পৃথিবী অপেক্ষা সমধিক মূল্য-বান হইবে। ৫) তাহাকে ৭২টি হুরের সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে। ৬) ৭০ জন আত্মীয়ের সম্বন্ধে তাহার সুপারিশ গ্রহ-

পীয় হইবে। আবুদাউদ, মালেক ও নাছায়ি একটি হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন, প্রকৃত শহিদ ব্যতীত আরও কয়েক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা শাহাদতের দরজাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ১) যে ব্যক্তি কোন মহামারীতে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে। ২) যে ব্যক্তি নৌকা ডুবি কালে পানিতে ডুবিয়া মরিয়া যায়। ৩) যে ব্যক্তি উদরের পীড়ায় মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ৪) যে ব্যক্তি অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া মরিয়া যায়। ৫) যে ব্যক্তি গৃহের ছাদ বা প্রাচীরের চাপে পড়িয়া মরিয়া যায়। ৬) যে স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব কালে বা নেকাহ্ কালে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।

এমাম জালালুদ্দিন এইরূপ ৯ জন শাহাদতের দরজা প্রাপ্ত লোকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যাহারা কাশ রোগগ্রস্ত, জ্বেন, দৈত্যগ্রস্ত হইয়া, এলম শিক্ষা কৰা অবস্থায়, সর্প দংশনে, হিংস্র জন্তুর আঘাতে, হজ্জ করাকালে, মক্কা, মদিনা ও বায়তুল মোকাদ্দেছে প্রবাসে বা জুমার দিবসে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহারাও শাহাদতের দরজা প্রাপ্ত হইবে। উপরোক্ত আয়তে ইহা বুঝা যায় না যে, শহীদ ব্যতীত আর কেহ জীবিত থাকেনা, বরং পয়গম্বরগণ সমধিক বিশেষত্বের সহিত এন্তেকালের পর জীবিত থাকেন। আবু দাউদ, নাছায়ি ও এবনো-মাজা উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা নবিগণের দেহ নষ্ট করা জমির উপর হারাম করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার নবি জীবিত, জীবিকা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মেশকাত, ১২০।১২১।১৬৬।৩৩০।৩৩৩।৩৩৪ ৩৩৫, এবনো-জরির, ২।২৩, কবির, ২।৩৬ পৃষ্ঠা।

১৫৫।১৫৬ প্রথম আয়তের অর্থ কি তাহাই বিবেচ্য বিষয়। কাফ্ফাল বলিয়াছেন ছাহাবাগণ যুদ্ধ কালে শত্রুদের ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, হেজরত অন্তে প্রথম অবস্থায় খাদ্যাভাবে ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, জেহাদ কালে অর্থ ব্যয় ও প্রাণ বিসর্জ্জন

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার জন্য ফল শস্য উৎপাদন করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন বা বিদেশী ঈমানদারগণের সেবা করার জন্য উহা ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, আমি এই সমস্ত ব্যাপারে তাঁহাদের ঈমান পরীক্ষা করিয়া লইব।

এমাম শাফিয়ি বলিয়াছেন, ভয়ের অর্থ খোদার ভয়, ক্ষুধার অর্থ রোজা, অর্থ হ্রাস করার অর্থ জাকাত ও ছদ্‌কা দেওয়া, প্রাণের ক্ষতির অর্থ পীড়া ও ফলের ক্ষতির অর্থ সন্তানগণের মৃত্যু। এক্ষেত্রে আয়তের অর্থ এইরূপ হইবে,—আমি মুছলমানদিগকে আমার ভয় করিতে, রোজার যন্ত্রণা সহ্য করিতে, জাকাত খয়রাতের কঠোর আদেশ পালন করিতে, শরীরের ব্যাধির নির্য্যাতন অম্লান বদনে বরণ করিয়া লইতে ও সন্তান বিয়োগের নিদারুণ শোক সম্বরণ করিতে হুকুম করিয়া তাহাদের ঈমান পরীক্ষা করিয়া থাকি।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যাহারা উপরোক্ত প্রকার বিপদের সম্মুখীন হওয়া কালে ধৈর্য্যসূচক শব্দ 'ইন্নালিল্লাহে অইন্না ইলায়হে রাজেউন' উচ্চারণ করে এবং অন্তরে আনুগত্য স্বীকার করিয়া বলে, আমরা তোমার অনুগত দাস ( বান্দা ), তুমি সমস্ত প্রকার হুকুম আমার প্রতি জারি করিতে পার। এবং আমরা পরজগতে তোমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিব, কাজেই তোমার প্রেরিত প্রত্যেক বিপদে রাজি আছি, তাহাদিগকে মহা অনুগ্রহ ও বহু কল্যাণের সুসংবাদ প্রদান কর।

এই আয়তে যে 'মছিবত' শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, উহার অর্থ ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কষ্টকর বিষয়, এমন কি কণ্টক বিদ্ধ হওয়া, মশক দংশন, জুতার সেলাই ছিন্ন হওয়া ও প্রদীপ নির্ব্বাপিত হওয়াকে 'মছিবত' বলা যাইবে। জনাব নবি ( ছাঃ ) এইরূপ বিষয়েও উক্ত শব্দ ব্যবহার করিতেন। উক্ত শব্দের পরে—

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِي فِي مُصِيْبَتِي وَ اخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

"আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি মুছিবাতি অখ্‌লুফ লি খায়রাম মিন্‌হা" বলা সুন্নত। এই অংশটুকুর অর্থ এই :—"হে আল্লাহ, আমার বিপদে তুমি আমাকে সুফল প্রদান কর এবং আমার পক্ষে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিনিময় প্রদান কর।"

ছহিহ্‌ মোছলেমে উল্লিখিত হইয়াছে, হজরত উম্মে-ছাল্‌মা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি জনাব নবি (ছাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি যে ব্যক্তি বিপদ কালে 'ইন্না লিল্লাহে' হইতে 'অখ্‌লুফ্‌ লি খায়রাম মিনহা' পর্য্যন্ত পাঠ করে, আল্লাহ তাহাকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিনিময় প্রদান করেন। হজরত উম্মে-ছাল্‌মা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার প্রথম স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, আমি হজরতের উপদেশ অনুযায়ী উক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলাম। খোদাতায়ালা অনুগ্রহ করিয়া হজরত নবি (ছাঃ) কে আমার স্বামীপদে বরণ করাইয়াছিলেন—তিনি প্রথম স্বামী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।

তেরমেজি উল্লেখ করিয়াছেন, যখন বান্দার সন্তান বিয়োগ ঘটে, আল্লাহ্‌ ফেরেশতাগণকে বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের প্রাণ বাহির করিয়াছ? তাঁহারা বলেন, হাঁ। পুনরায় আল্লাহ বলেন, তোমরা কি তাহার অন্তরের ফলটি বিনাশ করিয়াছ? তাঁহারা বলেন, হাঁ। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি বলিয়াছে? তাঁহারা বলেন, তোমার সুখ্যাতি করিয়াছে এবং 'ইন্না লিল্লাহে অ ইন্না ইলাইহে রাজেউন' পাঠ করিয়াছে। আল্লাহ বলেন, তাহার জন্য বেহেশতের মধ্যে একটি গৃহ প্রস্তুত কর এবং উহার নাম 'বায়তুল হামদ' (প্রশংসাগৃহ) রাখিয়া দাও।

তেবরাণি উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, "ইন্না

লিল্লাহে অ-ইন্না ইলাইহে রাজেউন" আমার উম্মতের বিশিষ্ট দান, ইহা অন্য কোন উম্মতের প্রতি নাজিল করা হয় নাই, নচেৎ হজরত ইয়াকুব (আঃ) সন্তান বিচ্ছেদে 'ইয়া-আছাফা-আলা ইউছুফা' বলিতেন না।

(১৫৭) ছালাওয়াত صلوات এর এক বচন 'ছালাত' صلوة ছালাতের আভিধানিক অর্থ দোওয়া, আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে হইলে, উহার অর্থ রহমত ও মার্জনা করা। কেহ কেহ উহার অর্থ প্রশংসা করা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আয়তের অর্থ এই :—খোদাতায়ালার ধৈর্য্যধারিগণের গোনাহ মার্জনা করিবেন, তাহাদের প্রশংসা করিবেন এবং তাহাদের উপর রহমত করিবেন। তাহারা আল্লাহতায়ালার আদেশের প্রতি রাজি হইয়া সত্যপথ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন, ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রাণ, অর্থ ও সন্তানগণের উপর সর্ব্বদা বিপদ উপস্থিত হইতে থাকে এমন কি যখন সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করে, তখন তাহার কোন গোনাহ বাকি থাকে না। ছহিহ, বোখারি ও মোছলেমে উল্লিখিত হইয়াছে, কোন মুছলমান কোন দুঃখ, শোক, চিন্তা ও কষ্টে পতিত হয়, এমন কি কণ্টক বিদ্ধ হইলেও আল্লাহ তাহার গোনাহ (ছগিরা) গুলি মাফ করিয়া দেন।

ছহিহ, বোখারিতে উল্লিখিত হইয়াছে, "আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, আমি যাহার চক্ষুদ্বয় অন্ধ করিয়া ফেলি, যদি সে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করে তবে আমি উহার বিনিময়ে তাহাকে বেহেশত প্রদান করিয়া থাকি।"

ছহিহ, বোখারি ও মোছলেমে বর্ণিত হইয়াছে, একটি কাফ্রী (হাবশী) স্ত্রীলোক হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হুজুর আমি মিরগী রোগগ্রস্তা, (উক্ত পীড়া উপস্থিত হইলে),

আমি উলঙ্গ হইয়া পড়ি, আপনি আমার (পীড়া আরোগ্যের) জন্য দো'য়া করুন। হজরত বলিলেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বেহেশত প্রাপ্ত হইবে, আর যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমি আল্লাহতায়ালার নিকট তোমার আরোগ্য লাভের জন্য দো'য়া করিতে পারি। স্ত্রীলোকটি বলিল, আমি ধৈর্য্য ধারণ করিব, আপনি দো'য়া করুন যেন আমি উলঙ্গ না হই। হজরত তাহার জন্য ঐ দো'য়া করিলেন।

তেরমেজি ও আহমদ উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির তিনটি নাবালেগ সন্তান মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা তাহার পক্ষে দোজখের সুদৃঢ় অন্তরাল হইয়া দাঁড়াইবে। হজরত আবুজার বলিলেন, আমার দুইটি শিশু সন্তান প্রাণত্যাগ করিয়াছে, হজরত বলিলেন, হাঁ দুইটি সন্তান (দোজখের অন্তরাল হইবে)। হজরত ওবাই বেনে কা'ব বলিলেন, আমার একটি শিশু সন্তান মরিয়া গিয়াছে। হজরত বলিলেন, হাঁ একটি সন্তানও) দোজখের অন্তরাল হইবে)।"

এবনো-মাজা উল্লেখ করিয়াছেন, যে সন্তান মৃত ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল সেও নিজের পিতা মাতাকে দোজখে নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া আল্লাহতায়ালার সহিত বিরোধ করিবে, আল্লাহ বলিবেন, হে বিরোধকারী বৎস, তুমি তোমার পিতা মাতাকে বেহেশতের মধ্যে দাখিল কর, ইহাতে সে নিজের নাড়ী দ্বারা তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া বেহেশতে দাখিল করিয়া দিবে।

তেরমেজি উল্লেখ করিয়াছেন, যখন বিপদগ্রস্ত লোকদিগকে কেয়ামতের দিবস সুফল (ছওয়াব) প্রদান করা হইবে, তখন সুস্থ লোকেরা আকাঙ্খা করিয়া বলিবে, যদি তাহাদের চর্ম্ম পৃথিবীতে কাঁচী দ্বারা কর্ত্তন করা হইত, তবে ভাল হইত।

"এমাম জয়নোল আবেদীন (রাঃ) বলিয়াছেন যখন আল্লাহ

কিয়ামতের দিবস সমস্ত লোককে একত্রিত করিবেন, তখন এক-জন ঘোষণাকারী বলিবে, ধৈর্য্যধারিগণ কোথায় ? তাঁহারা হিসাবের পূর্ব্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবেন। এমতাবস্থায় একদল লোক দণ্ডায়মান হইবেন। ফেরেশতাগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিবেন, হে আদম সন্তানগণ, তোমরা কোথায় যাইতেছ ? তাঁহারা বলিবেন বেহেশতের দিকে যাইতেছি। ফেরেশতাগণ বলিবেন, তোমরা কিরূপ গুণধারী ছিলে ? তাঁহারা বলিবেন, আমরা এবাদত কার্য্য সম্পাদন করিতে ও গোনাহ হইতে বিরত থাকিতে ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিলাম। ফেরেশতাগণ বলিবেন, হাঁ, তোমরা বেহেশতে দাখিল হও।"

মেশকাত, ১৩৪।১৫৩, দোঃ, ১।১৪৬।১৫৭, রু নাঃ, ১।৩৪২।৩৪৩ এবং কঃ, ১।৩৪২।

(১৫৮) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ج فَمَنْ حَجَّ

الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ط

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ *

( ১৫৮ ) নিশ্চয় 'ছাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত, অতএব যে ব্যক্তি কা'বা গৃহের হজ্জ কিম্বা ওমরা করে তাহার পক্ষে এতদুভয়ের মধ্য তওয়াফ ( যাতায়াত ) করাতে কোন গোনাহ নহে, আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন সৎকার্য্য করে, নিশ্চয় আল্লাহ সুফল প্রদানকারী মহাজ্ঞাতা।

টীকা :–

ছাফা ও মারওয়া মক্কা শরিফের দুইটি পাহাড়ের নাম,

উহা হজ্জ সংক্রান্ত এবাদতের নিদর্শন স্বরূপ। মোহাম্মদ বেনে ইছহাক বলেন, 'এছাফ' ও 'নায়েলা' নামক পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাহারা কা'বা গৃহে ব্যভিচার করায় দুইটি প্রস্তররূপে পরিবর্ত্তিত হয়। কোরাএশগণ লোকের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কা'বা গৃহের সম্মুখে উক্ত প্রস্তরদ্বয়কে স্থাপন করেন। এইরূপ বহু-কাল হওয়ায় লোকে উভয়ের পূজা করিতে আরম্ভ করে, তৎপরে এছাফ'কে ছাফার উপর এবং 'নায়েলা'কে মারওয়ার উপর স্থানান্তরিত করা হয়। ইসলামের পূর্ব্ব জামানায় মোশ রেকেরা ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বতদ্বয়ে প্রদক্ষিণ করা কালে উক্ত প্রস্তরদ্বয়কে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিত। ইস্‌লাম প্রকাশ হওয়ার পরে প্রতিমাগুলি ধ্বংস করা হয়, সেই সময় আনছারগণ উক্ত পর্ব্বতদ্বয়ে যাতায়াত করা গোনাহ ধারণা করিয়া উক্ত কার্য্য হইতে বিরত থাকেন। এইহেতু কোরআন শরিফের উপরোক্ত আয়ত নাজিল হয়। আয়তের সার মর্ম্ম এই যে, ছাফা ও মারওয়া খোদার দীনের বা হজ্জ সংক্রান্ত এবাদতের নিদর্শন স্বরূপ, যে কেহ হজ্জ কিম্বা ওমরা করা কালে কা'বা গৃহে তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিয়া ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যস্থলে গমনাগমন করে, ইহাতে কোন দোষ হইবে না। হজ্জ বলিতে গেলে নিয়তসহ কা'বা গৃহের প্রদক্ষিণ করা ও আরফাত প্রান্তরে দণ্ডায়মান হওয়া বুঝা যায়। আর ওমরা বলিলে, নিয়ত করিয়া কা'বা গৃহের তওয়াফ ও ছাফা মারওয়ার মধ্যে কয়েকবার গমন করা বুঝিতে হইবে। এমাম শাফেয়ি ও মালেক (রাঃ) বলিয়াছেন, হজ্জ করা কালে ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে গমনাগমন করা ফরজ, আর এমাম আবু হানিফা (রঃ) উহা ওয়াজেব বলিয়াছেন। তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদি কেহ ছাফা ও মারওয়ার

মধ্যে যাতায়াত সমাপন করার পরে অতিরিক্ত ভাবে উহা সমাধা করে তবে আল্লাহ্ উহা অবগত আছেন এবং উহার সুফল প্রদান করিবেন।

হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) লোকদিগকে ছাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে দ্রুতগমন করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন ইহা ইছমাইলের মাতার ছুন্নত।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে উল্লিখিত হইয়াছে,—

"হজরত এবরাহিম (আঃ) তদীয় স্ত্রী হাজেরা (আঃ) ও তদীয় পুত্র ইছমাইল (আঃ) কে কা'বা গৃহের সংলগ্ন স্থানে ত্যাগ করিয়া গেলেন, সেই সময় মক্কা শরিফে কোন লোকের বাস বা পানি ছিল না। তিনি একটি পাত্রে কিছু খোর্মা এবং একটি মশকে কিছু পানি রাখিয়া গেলেন। এমতাবস্থায় হজরত হাজেরা (আঃ) উক্ত পয়গম্বরের পশ্চাদ্ধাবিতা হইয়া বলিলেন, হে নবি আপনি এই বিজন ও খাদ্যপানীয় বিহীন প্রান্তরে আমাদিগকে ত্যাগ করতঃ কোথায় গমন করিতেছেন? ইনি তিনবার এইরূপ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু হজরত এবরাহিম (আঃ) তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। হজরত হাজেরা বলিলেন, আল্লাহ কি আপনাকে এইরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন; তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ। তখন হজরত হাজেরা বলিলেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন না, ইহা বলিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হজরত এবরাহিম (আঃ। তাহাদের দৃষ্টির অগোচর স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দোয়া করিয়া বলিলেন হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার পরিজনকে মরুময় প্রান্তরে ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, তুমি ইহাদের জীবিকা সংগ্রহ করিয়া দিও। (হজরত) হাজেরা ইছমাইলকে দুগ্ধ পান করাইতে এবং উক্ত পানি পান করিতে লাগিলেন, এমন কি মশকের পানি নিঃশেষিত হইয়া

গেলে তাঁহারা উভয়ে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলেন. তিনি পুত্রকে তৃষ্ণায় মৃত্তিকার উপর পদাঘাত করিতে দেখিয়া ছাফা পর্ব্বতের উপর আরোহণ পূর্বক কোন লোককে দেখিতে না পাওয়ায় অবতরণ করিলেন, ক্লান্ত মনুষ্যের ন্যায় উপত্যকা ভূমি সবেগে অতিক্রম করতঃ 'মারওয়া' পর্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া কাহাকেও না দেখিয়া নামিয়া আসিলেন । এইরূপ সাতবার করিয়া একটি শব্দ শ্রবণ করিতে পাইলেন । তৎপরে একজন ফেরেশ.তাকে পদাঘাত বা বাজুর আঘাত করিতে দেখিলেন, হঠাৎ তথা হইতে পানি প্রবাহিত হইতে লাগিল. তিনি হাওজ প্রস্তুত করিলেন এবং গণ্ডুষ করিয়া পানি উঠাইয়া পাত্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ইহাই জমজম কুপ নামে অভিহিত হইয়াছে । হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন হজরত হাজেরার প্রতি খোদাতায়ালা দয়া করুন, যদি তিনি জমজমকে ঐ অবস্থায় ত্যাগ করিতেন তবে উহা প্রবাহিত ঝরণা হইয়া যাইত ।"

হজরত হাজেরা ছাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে যেরূপ বিপন্না হইয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন এবং খোদাতায়ালার মর্জ্জির উপর আত্মনির্ভর করিয়াছিলেন, পরক্ষণেই আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ তাহার উপর প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইরূপ প্রত্যেক হজ্জযাত্রী ধৈর্য্য ধারণ করা ও খোদার উপর আত্মনির্ভর করা শিক্ষা লাভ করিবে, এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাঁহাদের উপর এই কার্য্যের আদেশ করিয়াছেন । এবঃ কঃ, ১।৩৪৫—৩৪৭, রু, মা, ১।৩৪৪—৩৪৫, রিয়াজোছ-ছালেহিন, ৩৭৬।৩৭৭ ।

(১৫৯) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ
الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى

الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۙ

(১৬০) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا وَ بَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ

اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ج وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ o (১৬১) اِنَّ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ

اللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۙ (১৬২) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج

لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ o (১৬৩)

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ o

(১৬৪) اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ

الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا

يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا

بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ص

وَ تَصْرِيفِ الرِّيحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ٥

( ১৫৯ ) নিশ্চয় আমি যে প্রকাশ্য বাক্যগুলি এবং হেদাএত ( সত্যপথ ) অবতারণ করিয়াছি, আমার উহা লোকদের পক্ষে কেতাবে ( ধর্ম্মগ্রন্থে ) স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার পরে যাহারা তাহা গোপন করে, আল্লাহ্ এইরূপ লোকদের উপরে অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারিগণ তাহাদের উপর অভিসম্পাত করেন। ( ১৬০ ) কিন্তু যাহারা তওবা করিয়াছেন, ও সংশোধন করিয়াছে এবং স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছে, আমি এইরূপ লোকদের তওবা গ্রহণ করি ( গোনাহ মাফ করি ) এবং নিশ্চয় আমি মহা মার্জ্জনাকারী পরম দয়ালু। ( ১৬১ ) নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী ( কাফের ) হইয়াছে এবং ধর্ম্মদ্রোহী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এইরূপ লোকদের প্রতি আল্লাহ্, সমস্ত ফেরেশতা ও মনুষ্যের অভিসম্পাত হয়। ( ১৬২ ) ( তাহারা ) উক্ত অভিসম্পাতে চিরকাল থাকিবে, তাহাদিগ হইতে শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং তাহাদিগকে অব কাশ দেওয়া হইবে না। ( ১৬৩ ) এবং তোমাদের উপাস্য (মা'বুদ) অদ্বিতীয় ( বা অংশবিহীন ) উপাস্য, তাঁহা ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, ( তিনি ) রহমান রহিম।

টীকা :—

( ১৫৯ ) আল্লাহতায়ালা তওরাত ও ইঞ্জিলে স্পষ্টভাবে শেষ তত্ত্ববাহক হজরত মোহাম্মদ ( ছাঃ ) ও তাঁহার ধর্ম্ম ইস্লামের সংবাদ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণ নিজেদের সম্মান লাঘব ও আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় উপরোক্ত স্পষ্ট কথা

ও উপদেশগুলি গোপন করিয়া ফেলিয়াছে। আল্লাহ বলেন, এই সত্য গোপনকারী দলের উপর আল্লাহতায়ালা ফেরেশ্‌তাগণ ও বিশ্বাসিগণ অভিসম্পাদ প্রদান করেন। এস্থলে যে 'লা'নত' শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, উহার অর্থ খোদাতায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হওয়া। আয়তের মূল অর্থ এইরূপ হইবে, আল্লাহ তাহাদিগকে নিজের দয়া অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করেন, ফেরেশতাগণ ও বিশ্বাসী মনুষ্যগণ তাহাদের খোদার দয়া ও অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হওয়ার দোয়া করেন। একদল টীকাকার সমস্ত প্রকার জীবকে অভিসম্পাতকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, পশুপক্ষীরা বলিতে থাকে, হে খোদা, আদম সন্তানদিগের গোনাহ কার্য্যের জন্য মেঘমালা হইতে বারিপাত হইতেছে না জমি শস্যহীন অবস্থায় রহিয়াছে, আল্লাহ, তুমি উক্ত অবাধ্য আদম সন্তানগণের উপর অভিসম্পাত প্রেরণ কর।

তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের ২৮ অধ্যায় ১৫—২০ পদে য়িহুদীগণের প্রতি এরূপ অভিসম্পাতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

যদিও উপরোক্ত আয়ত য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণের সত্য কথা গোপন করা সম্বন্ধে নাজিল হইয়াছিল, তবু যে কোন মুছলমান বিদ্বান সত্য গোপন করে, তাহার উপর এই হুকুম প্রবর্ত্তিত হইবে। হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি কোন এল্‌ম অবগত হইয়া জিজ্ঞাসিত হওয়ার পরে উহা গোপন করে, কেয়ামতের দিবস তাহার মুখে অগ্নির লাগাম স্থাপন করা হইবে।

( ১৬০ ) কিন্তু যাহারা সত্য গোপন করার পরে অনুতপ্ত হইয়া তওবা করে, আল্লাহ ও মনুষ্যের হক যাহা নষ্ট করিয়াছে তাহার প্রতিকার ও সংশোধন করে এবং যাহা গোপন করিয়াছিল, তাহা প্রকাশ্য ভাবে লোক সমাজে ব্যক্ত করে, তবে আল্লাহতায়ালা তাহাদের গোনাহ মাফ করিবেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, কোন

আদেশ সত্য গোপন করতঃ একদল লোককে বিপথগামী করিলে, যতক্ষণ সত্য প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন না করে ততক্ষণ তাহার তওবা কবুল হইবে না।—রু. মা. ১।৩৪৫।৩৪৬, এবং জ: ২।৩১।৩২।

১৬১।১৬২। যাহারা সত্য গোপন করিয়া কাফের হইয়াছে, এবং উক্ত কাফেরী অবস্থায় মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে; আল্লাহ, ফেরেশ্‌তাগণ ও মনুষ্যগণ তাহাদের উপর অভিসম্পাত করেন, তাহারা চিরকাল অভিসম্পাতগ্রস্ত থাকিবে, তাহাদের আজাব কম হইবে না এবং তাহাদিগকে শাস্তি হইতে অবকাশ দেওয়া হইবে না।

১৬৩। কোরাএশ কাফেরেরা বলিয়াছিল, হে মোহাম্মদ! তুমি তোমার প্রতিপালকের গুণ প্রকাশ কর, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়।—তোমাদের খোদা অংশবিহীন অদ্বিতীয় উপাস্য, তাঁহা ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কেহ নাই, তিনি রহমান ও রহিম। এই শব্দ দ্বয়ের অর্থ ছুরা ফাতেহাতে লিখিত হইয়াছে।

২০ রুকু, ৪ আয়ত।

(১৬৪) اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ

اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا

يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَا

بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ص

وَ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

( ১৬৪ ) "নিশ্চয়ই আসমান সকল ও জমির সৃষ্টিতে ও রাত্রি এবং দিবসের পরিবর্ত্তনে ও অর্ণবযান সমূহে যে সমস্ত লোকের উপকার সাধনের জন্য সমুদ্রে প্রবাহিত হইতে থাকে ( ভাশিয়া চলিতে থাকে ) ও উক্ত পানিতে যাহা আল্লাহ্‌, আসমান হইতে অবতারণ করিয়াছেন, তৎপরে তিনি তদ্দ্বারা জমিকে উহার শুষ্ক হওয়ার পরে সঞ্জীব করিয়াছেন ও প্রত্যেক প্রকার প্রাণীতে—যাহা তিনি উহাতে বিস্তৃত করিয়াছেন ও বায়ুরাশির পরিবর্ত্তনে এবং মেঘে যাহা আসমান ও জমির আবদ্ধ রহিয়াছে, উক্ত লোকদের পক্ষে নিদর্শন সকল আছে—যাহারা বুঝিবার শক্তি রাখেন।

টীকা ;—

( ১৬৪ ) ছুইদ বলিয়াছেন, কোরাএশগণ য়িহুদিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, হজরত মুছা ( আঃ ) কি কি অলৌকিক কার্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ? তদুত্তরে তাহারা তাঁহার যষ্টি ও শুভ্র হস্তের ( ইয়াদেবয়জার ) কথা উল্লেখ করিলেন। তাঁহারা হজরত ইছা ( আঃ ) এর অলৌকিক কার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, তিনি জন্মান্ধ ও শ্বেত-কুষ্ঠ রোগদিগকে আরোগ্য করিয়া দিতেন এবং আল্লাহতায়ালার হুকুমে মৃতদিগকে জীবিত করিতেন। তৎশ্রবণে কোরাএশগণ হজরত নবি ( ছাঃ ) কে বলিলেন আপনি আল্লাহতায়ালার নিকট দো'য়া করুন যেন তিনি আমাদের জন্য 'ছাফা' পর্ব্বতটি স্বর্ণ করিয়া দেন, ইহাতে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হইবে। হজরত নবি ( ছাঃ ) আল্লাহতায়ালার নিকট দো'য়া করিলেন। আল্লাহ 'অহি' প্রেরণ করিয়া বলিলেন, আমি

তাহাদের জন্য ছাফাকে স্বর্ণ করিয়া দিতে পারি, কিন্তু যদি তাহারা অসত্যারোপ করে, তবে তাহাদিগকে এরূপ শাস্তি প্রদান করিব যাহা কাহাকেও প্রদান করি নাই। তখন হজরত নবি (ছাঃ) বলিলেন, তুমি আমার সহিত আমার উম্মতকে ত্যাগ কর, আমি তাহাদিগকে আহ্বান করিব। সেই সময় উক্ত আয়ত নাজিল হয়। উক্ত আয়তে আল্লাহ বলিতেছেন, আমি আসমান সমূহ ও জমি সৃষ্টি করিয়াছি, রাত্রি দিবার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকি, ইহা কি ছাফাকে স্বর্ণ করিয়া দেওয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহে? ইহাতে কি বুদ্ধিমানগণের বিশ্বাস দৃঢ় হইবে না?

বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন, কা'বা গৃহের চারি পার্শ্বে ৩৬০টি প্রতিমা ছিল, যখন মোশরেকেরা উল্লিখিত একত্ববাদ সূচক আয়ত শ্রবণ করিল, তখন তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে আপনার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ নিদর্শন পেশ করুন। তখন এই আয়ত নাজিল হয়।

আল্লাহতায়ালা এই আয়তে কয়েকটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম তিনি আসমান ও জমি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, এস্থলে 'ছামাওয়াত' শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহতে একাধিক আসমান হওয়া বুঝা যায়। হাদিছ শরিফ পাঠে বুঝা যায় যে, যেরূপ আসমানের সংখ্যা সাত, সেইরূপ জমির সংখ্যা সাত, কিন্তু ইহা সত্বেও এস্থলে আরজ শব্দের উল্লেখ হইয়াছে যাহাতে জমির একাধিক হওয়া বুঝা যায় না। আবুহিয়ান বলিয়াছেন, উহার বহুবচন, উচ্চারণে অতি কঠিন, এইজন্য এক বচন ব্যবহৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় তিনি রাত্রির পরে দিবার এবং দিবার পরে রাত্রির আবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনি বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কিম্বা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাত্রি দিবার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া থাকেন

কিম্বা আলোক অন্ধকারের হিসাবে দিবা রাত্রির তারতম্য ঘটাইয়া থাকেন।

তৃতীয় তিনি নৌকা, জাহাজ প্রস্তুত করার উপকরণগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন, সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার জোয়ার ভাটার সৃষ্টি করিয়াছেন, নৌকা ও জাহাজ তরঙ্গময় সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় পরিচালিত করেন, লোকদের উপকারার্থে বা লোকদের লাভজনক বস্তুগুলি সহ অর্ণবযানগুলি সমুদ্রে যাতায়াত করিতে থাকে। এক দেশের বস্তু অন্য দেশে পৌঁছাইয়া দিবার এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসির কার্য্য সরবরাহ করার ইহা অতি সহজ উপায়।

চতুর্থ তিনি আসমান কিম্বা মেঘমালা হইতে বারিবর্ষন করেন, জমি শুষ্ক হওয়ার পরে উহাতে বারিপাত হইলে, উহাতে তরু, লতা, ফল শস্য উৎপন্ন হয়—যদ্দারা মনুষ্যজাতির খাদ্য, পরিচ্ছদ ও যাবতীয় জন্তুর খাদ্য সরবরাহ করা হয়, তখন জমি সজীব বলিয়া পরিগণিত হয়। আল্লাহ অন্য আয়তে বলিয়াছেন, তোমরা যে পানি পান করিয়া থাক, উহা মেঘ হইতে তোমরা অবতারণ করিয়াছ না আমি অবতারণ করিয়াছি? আমি পানি দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে সজীব করিয়াছি।

পঞ্চম তিনি উক্ত জমিতে প্রত্যেক প্রকার জীব প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহাদের এক এক প্রকারের সৃষ্টি প্রণালী পৃথক পৃথক তাহাদের আকৃতি বর্ণ, ভাষা ও প্রকৃতি পৃথক পৃথক। তিনি কত প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে।

ষষ্ঠ তিনি জগতে বায়ু পরিচালিত করেন, ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে কখন শীতল, কখন গরম, কখন মৃদু মন্দ, কখন প্রবল ঝটিকা, কখন রহমত, কখন আজাব, এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বায়ুর পরিবর্ত্তন করা কেবল তাঁহার আজ্ঞাধীন। হজরত কা,ব বলিয়া-

ছেন, যদি তিন দিবস বায়ু পৃথিবী হইতে তিরোহিত করা হইত, তবে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু দুর্গন্ধময় হইয়া যাইত। হজরত বলিয়াছেন, তোমরা বায়ুকে গালি দিওনা ও অভিসম্পাত করিও না, কেননা উহা খোদার হুকুমে পরিচালিত হয়। যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কোন বস্তুকে অভিসম্পাত করে, সেই অভিসম্পাত তাহার উপর পতিত হয়। বায়ু ও ঝটিকা প্রবাহিত হওয়া কালে নিম্নোক্ত প্রকার দোয়া পাঠ করার হুকুম করা হইয়াছে ;—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَ خَيْرِ مَا فِيْهَا وَ

خَيْرِ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا

اُرْسِلَتْ بِهٖ *

"হে আল্লাহ, আমরা এই বায়ুর, উহাতে যাহা কিছু আছে তাহার এবং যেজন্য উহা প্রেরিত হইয়াছে তাহার কল্যাণ তোমার নিকট চাহিতেছি। হে আল্লাহ, উহার অপকার এবং যে জন্য উহা প্রেরিত হইয়াছে তাহার অপকার হইতে তোমার নিকট নিষ্কৃতি চাহিতেছি, কোর-আন শরিফে যে যে স্থলে উহা একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে, উহা (আজাব) সূচক প্রবল ঝটিকা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, আর যে যে স্থলে বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে, উহা রহমত সূচক বায়ু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, বায়ু প্রবাহিত হওয়া কালে হজরত নবি (ছাঃ) দুই জানুর উপর উপবেশন করিয়া বলিতেন ;—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَّ لَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا

وَ يَاحًا وَ لَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا

"হে খোদা, তুমি উক্ত বায়ুকে রহমত কর এবং উহাকে আজাব করিও না, হে খোদা, তুমি উহা মৃদু বাতাস কর এবং উহা প্রবল ঝটিকা করিও না।"

সপ্তম তিনি আসমান ও জমির মধ্যস্থলে মেঘমালাকে ভাসমান অবস্থায় রাখিয়াছেন, উহা আল্লাহতায়ালার আজ্ঞাবহ, মেঘ সূক্ষ্মাকারে হইলে উহার উর্দ্ধগামী হওয়া এবং উহা স্থূলাকারে হইলে, উহার অধোগামী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া মধ্য পথে অবস্থিতি করে, ইহা কাহার আদেশে? সেই খোদার আদেশে। অবিরত মেঘমালা হইতে বারিবর্ষণ হইলে বা বারিপাত বন্ধ হইয়া গেলে, পৃথিবীর সমূহ ক্ষতি হইয়া পড়ে, কাজেই উহা হইতে পরিমিতভাবে বারিপাত হওয়া, আবশ্যক হইলে বারিপাত হওয়া, অনাবশ্যক স্থলে উহা বন্ধ হওয়া এবং যে যে স্থলে যখন আবশ্যক হইবে, সেই সেই স্থলে উপযুক্ত সময়ে বায়ু কর্তৃক উহার পরিচালিত হওয়া কাহার আদেশে হইতেছে? সেই খোদার আদেশে হইতেছে, এইজন্য বায়ুকে আজ্ঞাবহ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যাহাদের বুদ্ধি ও গবেষণা শক্তি আছে, তাহারা উপরোক্ত নিদর্শনগুলি দেখিয়া খোদাতায়ালার সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বময় কর্ত্তা ও প্রকৃত উপাস্য হওয়া অস্বীকার করিতে পারিবে না। কঃ, ২।৬৭ ৭৩, রু, মা, ১।৩৪৮—৩৫০, বঃ, ১।২৮৪, দোঃ, ১।১৬৬-১৬৯, এবং জঃ, ২।৩৭।

(১৬৫) وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا

يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط

وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ

لِلَّهِ جَمِيعًا وَّأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝ (১৬৬) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ

اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ

بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝ (১৬৭) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ

لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ط كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ

اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

( ১৬৫ ) এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে এরূপ কতক লোক আছে—যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত ( অন্যদিগকে ) অংশী সকল করে, তাহারা আল্লাহতায়ালার সহিত প্রীতি করার ন্যায় উহাদের সহিত প্রীতি করে, আর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহারা আল্লাহ-তায়ালার সমধিক প্রেমিক ; এবং যাহারা অত্যাচার করিয়াছে যদি তাহারা জানিত যে, নিশ্চয় সমস্ত শক্তি আল্লাহতায়ালার ও নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা - যে সময় তাহারা শাস্তি দর্শন করিবে, ( তবে তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদিগকে অংশী সকল করিত না।

( ১৬৬ ) ( তোমরা স্মরণ কর ) যে সময় যাহাদের অনুসরণ করা হইয়াছিল তাহারা অনুগামিদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে ও তাহারা শাস্তি দেখিতে পাইবে ও তাহাদের মধ্যস্থিত সম্বন্ধ সকল ছিন্ন হইয়া যাইবে। ১৬৭। এবং অনুগামি দল বলিবে, হায়! যদি আমাদের ( পৃথিবীতে ) প্রত্যাগমন করা ( সম্ভব ) হইত, তবে যেরূপ তাহারা আমাদিগকে ত্যাগ করিল, আমরাও সেইরূপ তাহা-

দিগকে ত্যাগ করিতাম। এইরূপ আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের কার্য্যগুলি তাহাদের পক্ষে আক্ষেপজনক করিয়া দেখাইবেন এবং তাহারা দোজখ হইতে মুক্ত হইবে না।

টীকা :—

১৬৫। মোশরেকেরা প্রতিমাগুলিকে উপাস্য স্থির করিয়া উহাদিগকে ভালমন্দের বিধাতা ধারণা করিত, উহাদের নিকট মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার আশা আকাঙ্ক্ষা রাখিত এবং মানসা করিত, ইহা অধিকাংশ টিকাকারের মত। কেহ কেহ উক্ত অংশের অর্থে বলেন, মোশরেকেরা তাহাদের নেতাগণের অনুসরণ করিয়া আল্লাহ তায়ালার হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করিত।

ছুফিগণ উক্ত অংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তুমি আল্লাহ ব্যতীত যে কোন বিষয়ের খেয়াল ধারণা অন্তরে স্থান দাও, ইহাতেই তুমি তোমার অন্তরে আল্লাহতায়ালার সহিত অংশী স্থাপন করিবে। নিম্নোক্ত আয়তে এই প্রকার মর্ম্ম প্রকাশিত হয় ;—"তুমি কি উক্ত ব্যক্তির সংবাদ রাখ—যে নিজের কামনাকে নিজের উপাস্য স্থির করিয়াছে।"

উক্ত মোশরেকেরা তাহাদের পক্ষে আল্লাহতায়ালার যেরূপ সম্মান, ভক্তি ও আদেশ পালন করা উচিত ছিল, তাহাদের নেতা-গণের বা প্রতিমাগুলির সেইরূপ সম্মান, ভক্তি ও আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে, কিন্তু ইমানদারগণ আল্লাহতায়ালার যেরূপ ভক্তি, সম্মান ও আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে, তাহা অতি স্থায়ী, আর মো-শরেকেরা স্বার্থের খাতিরে উপাস্য দেবতাগুলির ভক্তি সম্মান করিয়া থাকে, স্বার্থসিদ্ধ হইলে, তাহা ত্যাগ করিয়া থাকে, মহাসঙ্কট ও বিপদ দেখিলে, তাহাদের উপাসনা ত্যাগ করিয়া আল্লাহকে ডাকিতে থাকে এবং কখন একটি প্রতিমা ত্যাগ করিয়া অন্য প্রতিমার পূজা করিয়া থাকে।

এই আয়তের মধ্যের অংশটুকুর অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। তফছির বয়জবি ও রুহোল মায়ানিতে উহার এইরূপ অর্থ লিখিত হইয়াছে ঃ—(১) যাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদিগকে তাহার সহিত অংশী স্থাপন পূর্ব্বক অত্যাচার ও অপকর্ম্ম করিয়াছে, তাহারা যদি জানিত যে তাহারা কেয়ামতের দিবস যখন শাস্তি দর্শন করিবে, তখন সমস্ত শক্তি আল্লাহতায়ালার হইবে এবং আল্লাহ তায়ালা কঠিন শাস্তিদাতা হইবেন, তবে তাহারা বর্ণনাতীত পরিতাপ ও ক্ষোভে পতিত হইত (২) যদি উক্ত অংশী স্থাপনকারী অত্যাচারীরা অবগত হইত যে, কেয়ামতে শাস্তি পরিদর্শন কালে তাহাদের উপাস্য দেবতাগুলি কোন উপকার করিতে পারিবে না, তবে জানিত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহতায়ালারই, তাঁহা ব্যতীত অন্য কেহ উপকার অপকার করিতে সক্ষম নহে।

এমাম রাজি তৃতীয় প্রকার অর্থ লিখিয়াছিন,—".যদি অত্যাচারিরা আল্লাহতায়ালার কঠিন শাস্তি ও শক্তি দর্শন করিত, তবে তাহা ব্যতীত অন্যদিগকে তাঁহার সহিত অংশী স্থাপন করিত না।"

কঃ, ২।৭৪—৭৭, বঃ, ১।২০৬।২০৭, রু, মাঃ ১।৩৫১।৩৫২।

মোশরেকেরা ফেরেশতা, জ্বেন, দেতা, দানব ও নেতাদের উপাসনা ও আজ্ঞাপালন করিত, কেয়ামতে যখন সকলে আল্লাহতায়ালার ভয়াবহ শাস্তি দর্শন করিবে এবং পরস্পরের আত্মীয়তা, প্রীতি প্রণয়, ওয়দা অঙ্গীকার শপথ, মান মর্য্যাদা ও কার্য্য কলাপ সমস্তই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, তখন ফেরেশতাগণ বলিবেন' হে খোদা! তুমি পবিত্র, আমাদের মিত্র, এই মোশরেকরা আমাদের উপাসনা করিত না, বরং জ্বেনদিগের উপাসনা করিত, তাহাদের অধিকাংশ জ্বেন জাতির ভক্তি সম্মান করিত। জ্বেন দৈত্যেরা তাহাদের শত্রু হইয়া বলিবে, খোদা আমরা তাহাদিগকে আমাদের উপাসনা করিতে বলি নাই, তাহারা যে আমাদের উপাসনা করিত, তাহা

পৃথিবীতে আমরা অবগত ছিলাম না। শয়তান বলিবে, আল্লাহ-তায়ালা যে ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহাই সত্য, আমার ওয়াদা সত্য নহে, যদিও আমি তোমাদিগকে ধর্ম দ্রোহিতার দিকে আহ্বান করিয়াছিলামএবং তোমরা আমার আহ্বানে আমার অনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলে, তথাচ আমি তোমাদের উপর বল প্রয়োগ করিয়াছিলাম না, এখন তোমরা আমাকে ভৎ'সনা করিও না, বরং নিজে-দিগকে ভৎ'সনা কর।

অনুগামীদল নেতাদিগকে বলিবে, তোমাদের আদেশ মতে আমরা খোদার প্রতি ইমান অনিতে পারি নাই, তখন নেতাগণ বলিবে, সত্য পথ প্রকাশ হওয়ার পরে আমরা কি তোমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছিলাম? তোমরা নিজেই অবাধ্য হইয়া এই সমস্ত কুকর্ম' করিয়াছিলে। ১৬৭। সেই সময় অনুগামী মোশ-রেকেরা বলিবে, যদি আমরা দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করার সুযোগ পাইতাম, তবে ইহারা যেরূপ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন' আমরাও সেইরূপ তাহাদের উপাসনা ও আনুগত্য ত্যাগ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতাম।

যেরূপ আল্লাহ তাহাদিগকে ভয়াবহ শাস্তি প্রদর্শন করিবেন, সেইরূপ তাহাদের কার্য্যগুলিকে মহা আক্ষেপজনক করিয়া দেখা-ইবেন। মোশরেকদিগকে বেহেশ্‌তের স্থান ও গৃহগুলি দেখাইয়া বলা হইবে যে, যদি তোমরা সৎকার্য্য করিতে এবং আল্লাহতায়ালার আদেশ পালন করিতে, তবে ইহ তোমাদের অধিকারভুক্ত হইত, তখন তাহারা মহাক্ষোভ ও আক্ষেপে নিমগ্ন হইবে। ইহা এক দলের মত। অন্য দলের মতে আয়তের এইরূপ অর্থ হইবে, তাহারা যখন দেখিবে যে, তাহাদের অসৎকার্য্য-কলাপের জন্য তাহারা দোজখের মহাশাস্তিতে ধৃত হইতেছে, তখন আক্ষেপ করিয়া বলিবে, কেন এই অপকর্ম'গুলি করিয়াছিলাম যদি সৎকার্য্য করিতাম, তবে

আল্লাহতায়ালার প্রীতি-ভাজন হইতে পারিতাম।

মোশরেকেরা পৃথিবীতে যে সমস্ত হিতকর কার্য্য করিয়াছিল, তাহাদের কাফিরির জন্য তৎসমস্ত বাতীল বলিয়া পরিগণিত হইবে সেই সময় তাহাদের মহা আক্ষেপ।

মোশরেকেরা পৃথিবীতে তাহাদের নেতাদের যে ভক্তি, সম্মান ও আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল, তাহা আমল নামায়ে ( নেকি বদির খাতায় ) দেখিয়া সুফলের আশা করিবে, কিন্তু যখন তৎসমস্ত বৃথা বাতীল বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং সুফল প্রাপ্তির আশা তিরোহিত হইবে, তখন তাহাদের মহাঅনুশোচনা ও পরিতাপ উপস্থিত হইবে।

মোশরেক কাফেরেরা চিরকাল দোজখে থাকিবে কখনও তথা হইতে বাহির হইতে পারিবে না। কাদিয়ানি মিষ্টার মোহাম্মাদ আলি ছাহেব যে কাফেরদের জন্য অনন্ত দোজখের কথা স্বীকার করেন নাই, তাঁহার সেই মত এই আয়াত দ্বারা বাতিল প্রতিপন্ন হইল।—কঃ ২।৭৮।৭৯ এবং কঃ ১।৩৭২।৩৫৩ এবং জঃ ২।৪০—৪৩।

## ২১ শ রুকু ও আয়ত।

(১৬৮) يـايها الناس كلوا مما فى ارض حلالا طيبا ز

و لا تتبعوا خطوات الشيطان ط انه لكم عدو مبين ٥

(১৬৯) انما يامركم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا

على الله ما لا تعلمون ٥ (১৭০) و اذا قيل لهم اتبعوا

مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ط أَوَلَوْ

كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ٥ (১৭১)

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا

دُعَاءً وَّنِدَاءً ط صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ٥

(১৬৮) হে লোক সকল ! পৃথিবীর মধ্যে যাহা হালাল ( বৈধ ) পবিত্র, তাহাই তোমরা ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদ চিহ্ন সমুহের অনুসরণ করিও না ; নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৬৯) সে তোমাদিগকে কেবল অপকর্ম্ম ও লজ্জাজনক কার্য্য ও তোমরা যাহা না জান তাহা আল্লাহতায়ালার উপর আরোপ করিতে আদেশ করে।

( ১৭০ ) এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, আল্লাহ যাহা অবতারণ করিয়াছেন তোমরা তাহার অনুসরণ কর, তখন তাহারা বলে, বরং আমরা আমাদের পিতৃগণকে যে বিষয়ের উপর প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারই অনুসরণ করিব—যদিও তাহাদের পিতৃগণ কিছুই বুঝিতে পারিত না এবং সত্যপথগামী ছিল না। ( ১৭১ ) এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদের ( আহ্বানকারীর ) দৃষ্টান্ত উক্ত ব্যক্তির ন্যায়—যে এরূপ পশুকে আহ্বান করে—যে আহ্বান ও ধ্বনি ব্যতীত শ্রবণ করে না ; ( তাহারা ) বধির, বোবা, অন্ধ, কাজেই তাহারা বুঝিতে পারে না।

টীকা—

( ১৬৮) হজরত এবনো-আব্বাছ ( রাঃ ) বলিয়াছেন, কতিপয়

মোশরেক কতক হালাল পশুকে হারাম স্থির করিয়া লইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উটের মাংস য়িহুদীদিগের প্রতি হারাম ছিল, হজরত এবনোমছউদ (রাঃ) মুছলমান হওয়ার পরে উহা হারাম ধারণা করিতে লাগিলেন, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল। একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, কতিপয় লোক খোর্শ্মা ও 'পনির' নিজেদের উপর হারাম করিয়া লইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল। এই আয়ত দুইটি শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, প্রথম حلال হালাল শব্দ, শরিয়তে যে বস্তু নিষিদ্ধ হয় নাই, উহা হালাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় طيب 'তাইয়েব' শব্দ, যে হালাল বস্তু উৎকোচ, সুদ, চুরি ও লোকের হক (স্বত্ব) ইত্যাদি দোষে দোষান্বিত না হয় উহা 'তাইয়েব' (পবিত্র) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতে-ছেন, তোমরা হালাল পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পথ সমূহের অনুসরণ করিওনা; কেননা শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। হজরত ছা'দ বেনে অক্কাছ (রাঃ) বলিয়াছিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আপনি আল্লাতায়ালার নিকট দো'য়া করুন যেন তিনি আমাকে 'মগবুলে-বারগাহ' (বাক্‌ সিদ্ধ) করেন, তৎশ্রবণে হজরত বলিয়াছিলেন, তুমি হালাল পাক খাদ্য ভক্ষণ কর, তাহা হইলে, তোমার দোয়া কবুল (গৃহীত) হইবে। যে খোদার আয়ত্বা-ধীনে আমার প্রাণ আছে তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহার উদরে একমুষ্টি হারাম খাদ্য প্রবেশ করে, চল্লিশ দিবস তাহার দোয়া মঞ্জুর হইবে না। এ স্থলে শয়তানের কার্য্য, কুমন্ত্রণা, প্রত্যেক প্রকার গোনাহ ও ক্রোধমূলক শপথ ও মানশাকে শয়তানের পথ সমূহ বলা হইয়াছে। হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, কোর-আন শরিফের বিপরীত প্রত্যেক প্রকার কার্য্য শয়তানের

পথ। রাগের বশীভূত হইয়া যে কোন শপথ ও মানশা করা হয়, তাহা শয়তানের প্ররোচনা ও পথ। একজন লোক দুগ্ধ পান ও লবণ ভক্ষণ না করার মানশা করিয়াছিল, হজরত এবনো মছউদ (রাঃ) বলিয়াছিলেন, ইহা শয়তানি পথ, তুমি উহা পান ও ভক্ষণ করিয়া 'কাফ্ফারা' প্রদান কর।

প্রত্যেক প্রকার মন্দ কথা, কার্য্য ও মতকে سوء বলা হয়, তন্মধ্যে লজ্জাজনক বিষয়গুলিকে فحشاء বলা হয়; যথা—ব্যভিচার ইত্যাদি। আল্লাহ যাহা হারাম করেন নাই তাহা হারাম বলা আর যাহা হালাল করেন নাই তাহা হালাল বলা ও আল্লাহ-তায়ালার সহিত অংশী স্থাপন করা, ইহাতে অজ্ঞাতভাবে আল্লাহ-তায়ালার উপর দোষারোপ করা হয়, ইহা শয়তানের উত্তেজিত সমস্ত প্রকার অসৎ কর্ম্মের মধ্যে সমধিক কঠিন। আল্লাহ বলেন, শয়তান তোমাদিগকে কেবল অসৎ কর্ম্ম, লজ্জাজনক কর্ম্ম ও আল্লাহতায়ালার প্রতি অযথা দোষারোপ করিতে উত্তেজিত করে? বঃ, মাঃ, ১।৩৫৪।৩৫৫, এঃ, কঃ, ১।৩৫৪, দোঃ, ১।১৬৭, কঃ, ২।৮০, আঃ, ৫৯৮ কোন অলি উল্লাহ বলিয়াছেন, শয়তান কখন কখন লোককে অসৎ কার্য্যের দিকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে সৎকার্য্য করিতে উত্তেজিত করে। উপরোক্ত আয়তে সমস্ত প্রকার কাফেরি ও বেদয়াতমূলক মজহাবের নিন্দনীয় হওয়া প্রতিপন্ন হইল। কঃ, ২।৮১।

এমাম রাজি তফছিরে কবিরের ২।৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

تمسك نفاة القياس بقوله و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون و الجواب عنه انه متى قامت الدلالة على ان العمل بالقياس واجب كان العمل بالقياس قولا على الله بما يعلم لا بما لا يعلم

"কেয়াছ অমান্য কারিগণ বলেন, কেয়াছকে শরিয়তের দলীল

বলিলে, আল্লাহ্ যাহা আদেশ করেন নাই, তাহা আল্লাহতায়ালার আদেশ বলিয়া প্রকাশ করা হয়, ইহাতে তাঁহার উপর দোষারোপ করা হয়। তদুত্তরে আমরা বলি, কেয়াছের প্রতি 'আমল' করা ওয়াজেব হওয়া কোর-আন ও হাদিছ হইতে সপ্রমান হইয়াছে, কাজেই ইহাতে আল্লাহতায়ালার হুকুমের প্রতি আমল করা হইতেছে ইহাতে তাঁহার উপর দোষারোপ করা হয় না। তফছিরে বয়জবি, ১।২০৯ পৃষ্ঠা ও তফছিরে আবুছউদ, ২।৪২ পৃষ্ঠা :—

و فيه دليل على المنع من اتباع الظن رأسا و اما اتباع المجتهد لما ادى اليه ظن مستند الى مدرك شرعي فوجوبه قطعي -

আয়তের উপরোক্ত অংশে অনুমানের অনুসরণ করা একেবারে নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায়, এজতেহাদ শক্তি সম্পন্ন এমাম, শরিয়তের দলীলের (কোর-আন, হাদিছ ও এজমায়) নজিরে যে কেয়াছ করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করা অকাট্য ওয়াজেব।"

তফছিরে রুহোল মায়ানি, ১।৩৫৫ পৃষ্ঠা :—

"উপরোক্ত আয়তে অনুমানের অনুসরণ করা একেবারে নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয়, এস্থলে প্রশ্ন এই হয় যে, মোজতাহেদ শরিয়তের দলীল গুলির তত্ত্বানুসন্ধানে যে অনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহর উপর আমল করিয়া থাকেন, কাজেই মজহাবধারীর পক্ষে তাঁহার সেই আনুমানিক মতের অনুসরণ করা কিরূপে জায়েজ হইবে?

ইহার উত্তর এই যে, মোজতাহেদের স্থির সিদ্ধান্ত মতের প্রতি আমল করা অকাট্য দলীল অর্থাৎ এজমা অনুযায়ী ওয়াজেব সাব্যস্ত হইয়াছে। আর যে ব্যবস্থাটি আমল করা অকাট্য ওয়াজেব, উহা নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার হুকুম।"

১৭০। য়িহুদীদিগকে ইস্লামের দিকে আহ্বান করার পরে তাহারা বলিয়াছিল, আমাদের পুর্ব্বপুরুষগণ আমাদের অপেক্ষা

সমধিক বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ছিলেন, কাজেই তাহাদিগকে যে মতাবলম্বী প্রাপ্ত হইয়াছি, আমরা সেই মতাবলম্বী থাকিব।"

মোশেরেকেরা, প্রতিমা পূজা ও আল্লাহতায়ালার হারামকে হালাল করিত, তাহাদিগকে উহা ত্যাগ করিয়া আল্লাহতায়ালার প্রেরিত আদেশ মান্য করিতে বলা হয়, সেই সময় তাহারা পূর্ব্বপুরুষগণের মত মান্য করার কথা প্রকাশ করে। তখন এই আয়ত নাজিল হয় ঃ— "যখন তাহাদিগকে আল্লাহতায়ালার প্রেরিত হুকুম মান্য করিতে বলা হয়, তখন তাহারা উক্ত পিতৃ পুরুষগণের মতাবলম্বন করার দাবি করিয়া থাকে, যাহারা সত্য মিথ্যা বুঝিবার শক্তি রাখে না এবং সত্য পথ ভ্রষ্ট হইয়াছে।"

উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, দলীলহীন কথার অনুসরণ করা নিষিদ্ধ, এইরূপ অনুসরণ করাকে বাতিল 'তকলিদ' বলা হয়। এমাম রাজি তফছির কবিরে ও মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ) এস্থলে উপরোক্ত প্রকার তকলিদ নিষিদ্ধ হওয়ার কয়েকটি যুক্তি উল্লেখ করিয়াছেন। মজহাব বিদ্বেষিগণ তদ্দারা শরিয়তের এমামগণের তকলিদ (মজহাব মান্য) করা নাজায়েজ প্রমাণ করার বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন।

নিজে এমাম রাজি তফছিরের ২।৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

وفيه اقوى دليل على وجوب النظر والاستدلال
وترك التعويل على ما يقع فى الخاطر من غير دليل
او على ما يقوله الغير من غير دليل

"গবেষণা ও দলীল-সন্ধান ওয়াজেব হওয়ার এবং অন্তরের প্রমাণশূন্য কল্পনা কিম্বা অন্যের প্রমাণহীন কথার প্রতি আস্থা স্থাপন না করার পক্ষে উক্ত আয়তটি শ্রেষ্ঠতম দলীল।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, এমাম রাজি প্রমাণ শূন্য কথার তকলিদ বাতিল হওয়ার প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। আর এমামগণ যে

ব্যবস্থা গুলি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দলীল শূন্য কথা নহে, যে হেতু তাঁহারা কোর-আন, হাদিছ, এজমা এবং অভাব পক্ষে সহিহ্ কেয়াছ কর্ত্তৃক ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, উক্ত চারিটি বিষয়ের প্রত্যেকটি শরিয়তের দলীল। আরও এমাম রাজি তফছিরের তৃতীয় ভাগের ২৮০ পৃষ্ঠায় এমামগণের মজহাব মান্য করা ওয়াজেব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, খোদা চাহেত যথাস্থলে ইহার সমালোচনা করা হইবে। শাহ্ আবদুল আজিজ সাহেব তফছিরের ১২৮ পৃষ্ঠায় এমামগণের মজহাব মান্য ফরজ ওয়াজেব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, প্রথম পারার ১৯১ পৃষ্ঠায় উহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

তফছির বয়জবি, ১।২০৯ পৃষ্ঠা; ও রুহোল-মায়ানি, ১।৩৫৬ পৃষ্ঠা,

و هو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر و الاجتهاد و اما اتباع الغير في الدين اذا علم بدليل ما انه محق كالانبياء و المجتهدين في الاحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما انزل الله

"ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্যের অনুসরণ করা যদি কোন দলীলে তাহার সত্যপরায়ণতা বুঝা যায়, যেরূপ পয়গম্বরগণ ও (শরিয়তের) আহকামের মোজতাহেদগণ, তবে উহা প্রকৃত পক্ষে তকলিদ নহে, বরং উক্ত কোরআনের অনুসরণ করা হইবে—যাহা আল্লাহ নাজিল করিয়াছেন।

১৭১। যেরূপ একজন রাখাল ছাগল বা গরুকে ডাকিলে, উক্ত পশু কেবল তাহার ডাক ও ধ্বনি শুনিতে পায়, কিন্তু উহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেনা, সেইরূপ পয়গম্বর কিম্বা সত্যপথ প্রদর্শকগণ ধর্ম্মদ্রোহিদিগকে কোর-আন বা সদুপদেশ শুনাইলে, তাহারা কেবল শব্দ শুনিতে পায়, কিন্তু বুঝিতে সক্ষম হয় না, বরং তাহারা সত্য কথা শুনিতে পারে না বলিয়া বধির, সত্য কথা বলিতে পারে না বলিয়া বোবা এবং সত্যপথ দেখিতে পায় না

বলিয়া অন্ধ হইয়াছে, কাজেই তাহারা একেবারে বিবেকবুদ্ধিহীন হইয়াছে।—তঃ কঃ, ২।৮৩।

গোল্ডসেক সাহেব উক্ত আয়েতের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া উক্ত আয়েতকে মর্ম্মশূন্য এবং উহার ভাষাকে লালিত্যহীন বলিয়া নিজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

(১৭২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○ (১৭৩)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ج فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ (১৭৪) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ○

أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

(১৭৫) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ

وَ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝ (১৭৬)

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ

اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ۝

(১৭২) হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, আমি তোমাদিগকে যে পবিত্র বস্তু জীবিকা স্বরূপ প্রদান করিয়াছি, তোমরা তাহার কিয়দংশ ভক্ষণ কর এবং আল্লাহতায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর—যদি তোমরা তাঁহারই এবাদতকারী ( উপাসক ) হও। ( ১৭৩ ) তিনি কেবল মৃত ও রক্ত ও শূকরের মাংস এবং যাহা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের জন্য বিঘোষিত হইয়াছে তাহা তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন, কিন্তু যে ব্যক্তি নিরুপায় অথচ ভোগ বিলাসী ও সীমা লঙ্ঘনকারী না হয়, তাহার পক্ষে গোনাহ্‌ নাই, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ( ১৭৪ ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যে গ্রন্থ ( কেতাব ) অবতারণ করিয়াছেন তাহা যাহারা গোপন করে এবং উহার পরিবর্তে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, তাহারা নিজেদের উদরে অগ্নি ব্যতীত ভক্ষণ করে না ; এবং কেয়ামতের দিবসে ( বিচার-দিবসে ) আল্লাহ্‌ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না ও তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি আছে। ( ১৭৫ ) ইহারা এইরূপ লোক যে, তাহারা সত্য পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করিয়া লইয়াছে, কাজেই ইহারা অগ্নি ( দাহনের ) কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্যধারী ? ( ১৭৬ ) ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ সত্যতার সহিত কেতাব নাজিল করিয়াছেন, এবং নিশ্চই যাহারা ( উক্ত ) কেতাবে মতভেদ ( বা বিরোধ ) করিয়াছে তাহারা সুদূর বিরোধে আছে।

## টীকা—

( ১৭২ ) এই আয়েতের কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে—প্রথম এই "হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহতায়ালা যে হালাল জীবিকা প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে সন্দেহ শূন্য অংশ ভক্ষণ কর এবং যদি তোমরা আল্লাহতায়ালার উপাসক হও, তবে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। হজরত বলিয়াছেন, যদিও ফৎওয়া দাতাগণ ফৎওয়া প্রদান করেন, তবু তুমি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর।

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, ক্ষুধা নিবারণ পরিমাণ খাদ্য, লজ্জা আচ্ছাদন পরিমাণ পরিচ্ছদ এবং শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা পরিমান ও স্ত্রীলোকদের পরদা রক্ষা পরিমান বাসস্থান যথেষ্ট মনে করিতে হইবে, ইহাই আয়তের লক্ষ স্থল। একদল বিদ্বান বলিয়াছেন,ব্যবসায় ব্যণিজ্যে মিথ্যা হলফ করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করা হয়, চতুষ্পদের পৃষ্ঠে অতিরিক্ত ভারি বোঝা স্থাপন করিয়া যে বেতন লাভ করা যায় এবং গরু কিম্বা চাকরকে ভূমি কর্ষণ ব্যাপারে সাধ্যাতীত কষ্ট দিয়া যে শস্য উৎপন্ন করা হয়, তৎসমস্ত শরিয়তের ফৎওয়ায় হালাল হইলেও পাক ( পবিত্র ) নহে, যে জীবিকা উপরোক্ত প্রকার দোষাবলী হইতে পবিত্র হয়, তাহাই ভক্ষণ করিতে উক্ত আয়তে আদেশ করা হইয়াছে।

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, হালাল জীবের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় হারাম হইয়াছে রক্ত, মূত্রথলি, পিত্ত, হারাম মগজ, মল মূত্রস্থান অণ্ডকোষদ্বয় ও 'গদুদ' (চর্ম্ম ও মাংসের মধ্যস্থ গুটিকা), আয়তের ইহাও মর্ম্ম হইতে পারে যে, হালাল জীবের হারাম অংশগুলি ত্যাগ করিয়া হালাল অংশগুলি ভক্ষণ কর।

হজরত নবি ( ছাঃ ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক, তিনি পাক ব্যতীত কবুল করেন না, তিনি যেরূপ রাছুলগণকে পাক বস্তু

ভক্ষণ করিতে আদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ তিনি ইমানদারগণকে উহা ভক্ষণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। তৎপরে তিনি একজন রুক্ষ্মকেশ ধুলায়-ধুসরিত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিলেন—যে বিদেশে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে, তাহার খাদ্য, পানীয় ও পরিচ্ছদ হারাম এবং সে হারাম খাদ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি দুই হস্ত আসমানের দিকে উত্তোলন করিয়া বলিয়া থাকে, হে প্রতিপালক, হে প্রতিপালক, কিন্তু কিরূপে তাহার দোয়া কবুল হইবে? একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, একদল লোক সুস্বাদু সুখাদ্য বস্তু ভক্ষণ না করা এবাদত ও আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভের অবলম্বন ধারণা করিত, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজিল হইয়াছে। আল্লাহ বলিতেছেন, এইরূপ বৈরাগ্য অবলম্বন করা এবাদতের অন্তর্গত নহে, বরং তোমরা সুস্বাদু সুখাদ্য ভক্ষণ কর এবং তৎপরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মন ও মুখ দ্বারা আল্লাহতায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

কেকহ-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার সুখাদ্য সুস্বাদু পাক বস্তু ভক্ষণ করা মোবাহ, ক্ষুধায় প্রাণ নষ্ট হওয়ার সাম্ভবনা হইলে উহা ভক্ষণ করা ওয়াজেব, অতিথির মনতুষ্ট করার জন্য উহা ভক্ষণ করা মোস্তাহাব এবং বদহজমি হওয়ার পরিমাণ ভক্ষণ করা হারাম।—আঃ ৬০৩।৬০৬।

(১৭৩) এই আয়তে চারিটি বস্তুর হারাম হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে—প্রথম-মৃতজীব, স্বাভাবিক ভাবে মরিয়া থাকুক, কিম্বা উচ্চস্থান হইতে নিম্নে পড়িয়া, কিম্বা কোন জন্তুর শৃঙ্গাঘাতে, হিংস্র জন্তুর দংশনে, প্রস্তরের আঘাতে বা এইরূপ কোন কারণে জবাহ ব্যতীত মরিয়া থাকুক, এইরূপ জীবের মাংসে স্বাস্থ্য নষ্ট করে রক্ত জমিয়া থাকে এবং উহার আত্মা বিনা বিছমিল্লাহ বাহির হইয়াছে এই জন্য খোদা উহা হারাম বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় রক্ত, এস্থলে কেবল রক্তের কথা উল্লিখিত হইলেও অন্য আয়তে প্রবাহিত রক্তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এইজন্য এমাম আজম (রহঃ) বলিয়াছেন, শিরায় শিরায় যে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহাই হারাম ও নাপাক, কিন্তু যে রক্ত মাংসের মধ্যে জমিয়া থাকে, উহা হারাম ও নাপাক নহে।

হজরত বলিয়াছেন, আমাদের জন্য দুইটি মৃত ও দুইটি রক্ত হালাল করা হইয়াছে—মৃত মৎস্য ও মৃত পঙ্গপাল, হৃৎপিণ্ড ও প্লীহা —এই রক্ত পিণ্ডদ্বয়।

মৃত হালাল পশুর চর্ম্ম মসল্লা দ্বারা পরিষ্কার (দাবাগাত) করিলে, পাক হইয়া থাকে।

তৃতীয়-শূকরের মাংস হারাম করা হইয়াছে, এস্থলে শূকরের প্রধান অংশ হারাম বলা হইয়াছে, এমামগণের কেয়াছে উহার চর্ব্বি ইত্যাদি হারাম প্রমাণিত হইয়াছে, কেয়াছ অ-মান্যকারিগণ উহার মাংস ব্যতীত অন্যান্য অংশ হালাল ধারণা করিয়া থাকেন। এই পশুটি অতি নির্লজ্জ উহা ভক্ষণ করিলে, মনুষ্য লজ্জাহীন হইয়া যাইবে, যে সম্প্রদায় উহা ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাদের লজ্জাহীনতা এত বেশী যে, শত পুরুষ একটি সধবা স্ত্রীলোকের মুখ চুম্বন করে বা স্ত্রীলোকদের সতীত্ব রক্ষা তাহাদের নিকট আবশ্যকীয় বিষয় বলিয়া গণ্য নহে। মনুষ্য উহা ভক্ষণ করিলে উহার স্বভাবাপন্ন হইয়া যাইবে, এই জন্য খোদাতায়ালা উহা হারাম করিয়াছেন। চতুর্থ-و ما اهل به لغير الله ইহার ব্যাখ্যার এমাম রাজি তফছিরে-কবিরের ২।৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

فمعنى قوله و ما اهل به لغير الله يعني ما ذبح للاصنام و هو قول مجاهد و الضحاك و قتادة و قال الربيع بن انس وابن زيد يعني ماذكر عليه غير اسم الله

"যে পশু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের অর্থাৎ প্রতিমা সকলের

(সম্মানের) জন্য জবেহ করা হইয়াছে, তাহাই হারাম করা হইয়াছে। ইহা মোজাহেদ, জোহাক ও কাতাদার মত। রবি বেনে আনাছ ও এবনো জায়েদ বলিয়াছেন, যে পশুর উপর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামের ঘোষণা (শোহরত) করা হইয়াছে, তাহাই হারাম করা হইয়াছে।"

এইরূপ মায়ালেমের ১।১১৯ পৃষ্ঠায় ও এবনো-জরিরের ২।৮৯ পৃষ্ঠায়, দোরে'-মনছুরের, ১।১৬৮ পৃষ্ঠায় উক্ত শব্দের দুই প্রকার অর্থ লিখিত হইয়াছে।

তৎপরে এমাম রাজি লিখিয়াছেন,—

و هذا القول اولى لانه اشد مطابقة للفظ قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبيحة و قصد بذبحها التقرب الى غير الله صار مرتدا و ذبيحته ذبيحة مرتد *

"এই দ্বিতীয় অর্থ সমধিক গ্রহণীয়, কেননা এই অর্থ শব্দের সহিত সমধিক মিল রাখে। বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন, যদি কোন মুছলমান পশু জবাহ করে এবং উহা জবাহ্ করাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নৈকট্য-লাভের ধারণা (নিয়ত) করে তবে সে ব্যক্তি মোরতাদ্দ (কাফের) হইবে এবং তাহার জবাহ্ করা পশু কাফেরের জবাহ্ করা পশুর তুল্য হইবে।"

তফছিরে এবনো কছির, ১।৩৫৬ পৃষ্ঠা—

ذكر القرطبي عن ابن عطية عن الحسن البصري انه سئل عن امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزورا فقال لا تؤكل لانها ذبحت لصنم و اورد القرطبي عن عايشة رضي الله عنها انها سئلت عما يذبحه العجم لاعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه

কোরতবি, এবনো-আতিয়া হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, হাছান

বাসারির নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, একটি স্ত্রীলোক ক্রীড়া কৌতুকের জন্য একটি মেলা করিয়াছিল, সে উহাতে একটি গো-শাবক জবাহ করিয়াছিল, তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, উহা ভক্ষণ করা যাইবে না, কেননা উহা প্রতিমার জন্য জবাহ করা হইয়াছে। কোরতবি বর্ণনা করিয়াছেন, (হজরত) আএশার (রাঃ) নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আজমবাসিরা (আরব ব্যতীত অন্য দেশবাসিরা) নিজেদের মেলাতে জন্তু জবাহ করিয়া থাকে, তৎপরে উহা মুছলমানদিগকে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়া থাকে। তদুত্তরে (হজরত) আএশা (রাঃ) বলিয়াছিলেন, সেই দিবস যে জন্তু জবাহ করা হইয়াছে, তোমরা তাহা ভক্ষণ করিও না।"

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী (রহঃ) তফছিরে আজিজির ৬১০-৬১১ পৃষ্ঠার উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"যে পশুর উপর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম ঘোষণা করা হইয়াছে (উহা হারাম করা হইয়াছে)। প্রতিমা কিম্বা কোন অশুচি আত্মার জন্য ভোগ স্বরূপ উহা দেওয়া হউক, কোন গৃহে বা বাটীতে জেনের দৌরাত্ম্য হয়, উক্ত জেন, পশু ভোগ দেওয়া ব্যতীত উক্ত গৃহবাসিদিগের উপর অত্যাচার করা হইতে বিরত হয় না কিম্বা তোপের গোলা নিক্ষেপ করিতে বাধা প্রদান করে, অথবা কোন পীর পয়গম্বরের জন্য এই প্রকার একটি জীবিত পশু নির্দিষ্ট করা হয়, এই সমস্তই হারাম। ছহিহ হাদিছে আছে, যে ব্যক্তি কোন জন্তু জবাহ করাতে খোদাতয়ালা ব্যতীত অন্যের নৈকট্য-লাভের কামনা করে, সে ব্যক্তি অভিসম্পাতগ্রস্ত (লানতগ্রস্ত) হইবে—জবাহ কালে বিছমিল্লাহ পাঠ করুক, আর নাই করুক; কেননা যখন ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এই পশুটি অমুক পীরের তখন জবাহ কালে খোদার নাম লইলে, কোন ফলোদয় হইবে না। যখন উক্ত জন্তু অন্যের নামে ঘোষণা করা হইয়াছে, তখন উহা

মৃত পশু অপেক্ষা অধিকতর অপবিত্র (নাপাক) হইয়াছে, কেননা মৃত পশুর প্রাণ বিয়োগকালে উহার উপর খোদার নাম উচ্চারিত হয় নাই, পক্ষান্তরে এই পশুটির আত্মাকে খোদা ব্যতীত অন্যের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া হত্যা করা হইয়াছে, ইহা অবিকল শেরেক। যখন উক্ত পশুতে এই অপবিত্রতা সংক্রামিত হইয়াছে, তখন পুনরায় বিছমিল্লাহ উচ্চারণ করিলে, হালাল হইতে পারে না। এই মছলার নিগূঢ় তত্ব এই যে, যে ব্যক্তি কোন আত্মা সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহার জন্য কোন আত্মা উৎসর্গ করা জায়েজ হইতে পারে না। খাদ্য, পানীয়, অন্যান্য বস্তু অন্যের নৈকট্যের জন্য প্রদান করা হারাম ও শেরেক, কিন্তু উপরোক্ত বস্তুগুলি দান করিলে দাতা যে ছওয়াব (ফল) প্রাপ্ত হয়, তাহা অন্যকে প্রদান করা জায়েজ হইবে, কেননা মনুষ্য যেরূপ আপন টাকা কড়ি অন্যকে দান করিতে পারে, সেইরূপ আপন কার্য্যের ছওয়াব অন্যকে দান করিতে পারে। পশুর আত্মা মনুষ্যের অধিকারে নাই, তবে উহা কিরূপে অন্যকে দান করিবে। অর্থদানে এইজন্য ছওয়াব হয় যে, উহাতে মানুষ লাভ ভোগ করিতে পারে। শরিয়তে তদ্বারা উপকার করার এই রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, অর্থের ছওয়াব অন্যকে দান করিবে। পশুর জীবন উহার জীবদ্দশায় মনুষ্যের উপকারে আসে নাই, কাজেই মৃত্যুর পরে উহা লাভজনক হইতে পারে না। অবশ্য ছহিহ হাদিছে মৃতের পক্ষ হইতে কোরবানী করার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু উহার তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত পশুর আত্মা খোদার জন্য উৎসর্গ করতঃ উহার নেকী মৃত ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়, উহা মৃতের জন্য জবাহ করা হয় না। কতক নিরক্ষর মুছলমান এইস্থলে ভ্রমাত্মক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বলিতে থাকে যে, মাংস রন্ধন করতঃ মৃতদের নামে দেওয়া নিঃসন্দেহে জায়েজ আছে, মৃতদের নামে জন্তু জবাহ করাতে ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

তাহাদিগকে বুঝাইতে এই কথাটি যথেষ্ট হইবে যে, তোমরা যে পশুটি মৃতদের জন্য মানত করিয়াছ যদি উহার পরিবর্ত্তে ঐ পরিমাণ মাংস ক্রয় করিয়া রন্ধন পূর্ব্বক দরিদ্রদিগকে ভক্ষণ করাও, তবে তোমাদের জ্ঞানে উক্ত মানত আদায় হইবে কিনা ? যদি তোমাদের মতে এই কার্য্যে উক্ত মানত আদায় হইয়া যায়, তবে একথা সত্য যে, উক্ত জবাহ কার্য্যে মৃতের ছওয়াব পৌঁছানই তোমাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য। আর যদি তোমাদের মতে উক্ত কার্য্যে মানত আদায় না হয় তবে, মৃতের নৈকট্য ও সম্মান লাভ উদ্দেশ্যে তোমাদের মানত করা ও স্পষ্ট শেরেক করা সাব্যস্ত হইবে।

ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, কোর-আন শরিফের চারি স্থলে وما أهل به لغير الله ( যে বস্তুতে খোদা ব্যতীত অন্যের নাম ঘোষণা করা হইয়াছে ) এইরূপ শব্দগুলি আসিয়াছে; কোন স্থলে وما ذبح باسم غير الله ( যাহা খোদা ভিন্ন অন্যের নামে জবাহ করা হইয়াছে ) বলা হয় নাই। যখন ঘোষণা করা হইল যে এই গো'-টি অমুক পীরের, এই ছাগটি অমুক পীরের, তখন খোদার নামে জবাহ করিলে, উহাতে ফলোদয় হইবে না এবং উক্ত পশুর মাংস হালাল হইবে না।

أهل শব্দের অর্থ ذبح গ্রহণ করা অভিধান ও ব্যবহারের বিপরীত, কখনও আরবদিগের অভিধানে ও উক্ত দেশের ও সময়ের ব্যবহারে إهلال 'ইহলাল' শব্দের অর্থ জবাহ করা দৃষ্ট হয় নাই, কোন কবিতা ও কোন বাক্যে এইরূপ অর্থ পরিলক্ষিত হয় নাই, বরং আরবদিগের অভিধানে 'ইহলাল' শব্দের অর্থ উচ্চ শব্দ করা ও ঘোষণা করা। যেরূপ সদ্য প্রসূত সন্তানের উচ্চ ক্রন্দন করাকেও হজ্জ যাত্রিদের হজ্জকালে 'লাব্বায়কা' বলিয়া উচ্চ শব্দ করাকে إهلال 'ইহলাল' বলা হইয়া থাকে যদি কেহ বলে, أهللت لله তবে উক্ত শব্দে ذبحت لله ( খোদার জন্য জবাহ

করিয়াছি ) এই অর্থ কিছুতেই বুঝা যায় না। যদিও اهل শব্দের অর্থ ذبح গ্রহণ করা হয়, তবে আয়তের এইরূপ অর্থ হইবে, ذبح لغير الله অর্থাৎ যাহা খোদা ব্যতীত অন্যের জন্য জবাহ করা হইয়াছে, কিন্তু ذبح باسم غير الله ( যাহা খোদা ব্যতীত অন্যের নামে জবাহ করা হইয়াছে ) এই রূপ কোথা হইতে বুঝা যাইবে ? কাজেই ( উক্ত নিরক্ষর ) লোকের দাবী সপ্রমাণ হইতে পারে না। এক্ষেত্রে এই স্থলে 'ইহলাল' শব্দের অর্থ 'জবাহ করা' গ্রহণ করা এবং لغير الله ( খোদা ব্যতীত অন্যের জন্য ) এই অর্থ স্থলে باسم غير الله ( আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে ) এই অর্থ গ্রহণ করা কোর আন শরিফ পরিবর্তন করা ভিন্ন আর কি হইবে? তফছিরে নায়ছাপুরিতে আছে, বিদ্বানগণ একবাক্যে বলিয়াছেন, যদি কোন মুছলমান কোন পশু জবাহ করে এবং উক্ত জবাহ করাতে খোদা ব্যতীত অন্যের নৈকট্য লাভের ধারণা করে, তবে সে কাফের হইবে এবং তাহার জবাহ করা পশু, কাফেরের জবাহ করা পশুর তুল্য হইবে। অবশ্য যদি সে ব্যক্তি অন্যের নৈকট্য লাভের ধারণা অন্তর হইতে দূর করে এবং তদ্বিপরীত ঘোষণা করে যে, আমি এই কার্য্য হইতে তওবা করিতেছি এবং এই পশুটি খোদার নামে রাখিতেছি, তবে উক্ত পশুর উপর খোদার নাম উচ্চারণ করিলে, উহা হালাল হইবে।"

ফাতাওয়ায়-আজিজি, ২৩ পৃষ্ঠা ঃ—

"তফছিরে বায়জবি ইত্যাদিতে উক্ত আয়তের অর্থ লেখা হইয়াছে যে, জবাহ কালে যে জন্তুর উপর প্রতিমার নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে, কিন্তু উহা উক্ত সময়ের মোশরেকদের রীতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, সেইহেতু প্রাচীন তফছির সমূহে যে জন্তুর উপর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে এবং যে জন্তুকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্যে জবাহ করা হইয়াছে, এতদু-

ভয়ের মধ্যে প্রভেদ করা হয় নাই, কেননা সেই সময়ের মোশরেক-গণ খাঁটি কাফের ছিল। যে সময় তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নৈকট্য লাভ হেতু একটি চতুষ্পদ জবাহ্ করার ইচ্ছা করিত সেই সময় জবাহ্ কালে উক্ত অন্যের নাম উহার উপর উচ্চারণ করিত; পক্ষান্তরে মুছলমান বংশ-সম্ভূত মোশরেকগণ কাফেরী ও ইস্লামের মধ্যে সংযোগ করিত, যেহেতু তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সম্মান ও নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্যে জবাহ্ করিত এবং জবাহ্ কালে উহার উপর খোদার নাম উচ্চারণ করিত। প্রথমটি স্পষ্ট কাফেরী। দ্বিতীয়টি ইস্লামরূপে হইলেও ( প্রকৃত পক্ষে ) কাফেরী। ইহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, খোদার জন্য হউক, আর অন্যের জন্য হউক, বিছমিল্লাহ পাঠ করা জবাহ্ করার একমাত্র নিয়ম। এই প্রথা আমাদের সময়ে প্রচলিত হইয়াছে, কেননা তাহারা ঘোষণা করে যে, অমুক ব্যক্তি একটি গো সৈয়দ আহমদ কবিরের জন্য জবাহ করিতেছে, জবাহ কালে উহার উপর খোদার নাম উচ্চারণ করুক, আর নাই করুক।"

শওয়ারেকে-মক্কিয়া, ৫৮ পৃষ্ঠা :—

"লোকে মোরগ, কবুতর, গো, ছাগ ইত্যাদি পক্ষী ও পশু, মৃত ছুফি লোকদিগের জন্য মানত করিয়া থাকে, তৎপরে বিছ্‌মিল্লাহ্ বলিয়া জবাহ্ করে, উহা রন্ধন করার পূর্ব্বে উহার উপর দেশ প্রচলিত ফাতেহা দিয়া থাকে এবং উহা বরকত ধারণায় ভক্ষণ করিয়া থাকে। মানতকারীর পীড়া উপশম, সন্তান লাভ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কোন পার্থিব বাসনা থাকে, এই হেতু গো, ছাগ, মোরগ ইত্যাদি প্রাচীন ওলিউল্লাহ্ ব্যক্তির জন্য এই ধারণায় মানত করিয়া থাকে যে, সেই ওলি তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিবেন, তৎপরে উক্ত ওলির সম্মান ও নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্যে বিছমিল্লাহ বলিয়া উক্ত পশু জবাহ্ করে ইহা হিন্দুস্থানের অসতর্ক নিরক্ষরদের মধ্যে প্রসিদ্ধ

রহিয়াছে ; এইরূপ মানত উল্লিখিত প্রমাণে বাতীল, বরং শেরেক। এই জবাহ্ করা পশু হালাল হইবে কি না ? সুক্ষ্মাতত্ত্ববিদ্গণ বলিয়াছেন যে, উহা অকাট্য হারাম ; কেননা বহু সংখ্যক বিশ্বাসযোগ্য ফকিহ প্রকাশ করিয়াছেন যে যেপশু খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্যের সম্মান ও নৈকট্য লাভের জন্য জবাহ্ করা হইয়াছে, উহা ভক্ষণ করা হারাম।"

আরও শওয়ারেকে মকিয়া, ৭৪ পৃষ্ঠা:—

"কেহ কেহ তফছির আহমদী হইতে উক্ত প্রকার মানত করা পশু হালাল প্রমাণ করিতে চাহেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত ধোকাবাজি ; কেননা স্বয়ং তফছির লেখক উক্ত তফছিরের হাশিয়ায় লিখিয়াছেন যে, যে গরুটি খোদার জন্য মানত করা হয়, পাক খোদাতায়ালার সম্মানের জন্য বিছমিল্লাহ্ বলিয়া জবাহ্ করা হয়, দরিদ্রদিগকে দান করা হয় এবং উহার ছওয়াব ওলিউল্লাহদিগকে প্রদান করা হয় তাহাই হালাল, কিন্তু যে পশু মৃত ওলিদিগের জন্য মানসা করা হয় এবং তাহাদের সম্মানের উদ্দেশ্যে বিছমিল্লাহ বলিয়া জবাহ্ করা হয়, উহা হারাম।"

তৎপরে খোদাতায়ালা বলিতেছেন, যদি কোন ব্যক্তি প্রাণ রক্ষার জন্য উল্লিখিত হারাম বস্তুগুলির কোন একটি ভক্ষণ করিতে বাধ্য হয়, তবে তাহার পক্ষে প্রাণ রক্ষার পরিমাণ উহা ভক্ষণ করা জায়েজ হইবে, কিন্তু যদি কেহ হালাল বস্তু থাকা সত্বেও উহার প্রতি ঘৃণা করতঃ ভোগ বিলাসের জন্য হারাম ভক্ষণ করে কিম্বা প্রাণ রক্ষার পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ভক্ষণ করে, তবে উহা নাজায়েজ হইবে। তিন কারণে লোকে হারাম ভক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে—প্রথম-ক্ষুধার বিতাড়নে প্রাণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা হইলে, দ্বিতীয়-কেহ কঠিন রোগাক্রান্ত হওয়ায় মুসলমান চিকিৎসকগণের ব্যবস্থায় হারাম বস্তু উহার একমাত্র ঔষধ হইলে, তৃতীয়-কোন

অত্যাচারী কাহারও হারাম ভক্ষণ ব্যতীত তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে চাহিলে, আল্লাহ এইরূপ নিরুপায় লোককে প্রাণরক্ষা পরিমাণ হারাম ভক্ষণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। আল্লাহ বলেন, আমি এরূপ ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।- আঃ ৬১২।

(১৭৪) হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর গুণাবলী ও নবুয়তের সংবাদ তওরাতে উল্লিখিত ছিল, হজরতের জগতে গমনের পুর্ব্বে তাহারা এই সংবাদ জন সমাজে প্রচার করিত, কিন্তু তিনি জগতে আগমন করিলে, তাহারা লোকের নিকট হইতে যে টাকাকড়ি উপঢৌকন প্রাপ্ত হইত, তাহার গতিরোধ ও তাহাদের প্রভুত্ব বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তাহারা শেষ পয়গম্বরের নবুয়তের কথা গোপন করিতে লাগিল। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলিতেছেন, যাহারা আল্লাহতায়ালার প্রেরিত কেতাবের কথা গোপন করে এবং উহার পরিবর্ত্তে সামান্য অর্থ ও নশ্বর মর্য্যাদা লাভ করে, তাহারা দোজখের অগ্নি উদরস্থ করিতেছে— অর্থাৎ উহা অগ্নিরূপ ধারণ করতঃ দোজখে তাহাদের উদরে প্রবেশ করিবে, আল্লাহ কেয়ামতে তাহাদের দিকে কৃপাদৃষ্টি করিবেন না, তাহাদের গোনাহ মাফ করিয়া তাহাদিগকে নির্দ্দোষ করিবেন না, তাহারা মহা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হইবে।—এবং ক, ১।৩৫৮।৩৫৯, রু, মাঃ, ১।৩৫৮।

(১৭৫) তাহারা সামান্য স্বার্থের খাতিরে সত্য গোপন করতঃ সত্য পথ ত্যাগ করিয়া ভ্রান্তপথ এবং মার্জ্জনা ত্যাগ করিয়া শাস্তি স্বীকার করিল, তাহারা দোজখের অগ্নির শাস্তি সহ্য করিতে উদ্যত হইল, তাহাদের এই সহ্য করার প্রতি আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।— রু, মাঃ, ১।৩৫৮।৩৫৯।

(১৭৬) উপরোক্ত প্রকার শাস্তি পাওয়ার কারণ এই যে, তাহারা তওরাত ও ইঞ্জিলের যে সমস্ত আয়তে হজরত ইছা (আঃ)

এর সুসংবাদ আছে, উহাতে মতভেদ করিয়া একদল উহাতে তাঁহার নবুয়তের প্রমাণ বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল এবং অন্যদল তাঁহার দুর্ণাম বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল, আর যে সমস্ত আয়তে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নবুয়তের ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, তৎসমস্তের অন্য প্রকার বাতীল ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

তাহারা কেহ কোর-আন শরিফকে গনকের কথা, কেহ যাদু, কেহ প্রাচীন লোকদের কাহিনী ও কেহ কল্পিত কথা ইত্যাদি বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল।

তাহারা কতক ধর্ম্ম গ্রন্থকে মান্য এবং কতককে অমান্য করিতে লাগিল, য়িহুদীরা কেবল তওরাতকে মান্য করার, ইঞ্জিল ও কোর-আনকে অমান্য করার কথা বলিতে লাগিল। খ্রীষ্টানেরা তওরাত ও ইঞ্জিল মান্য করার ও কোর-আন অমান্য করার কথা প্রচার করিতে লাগিল, তাহারা এইরূপ মহা বিরোধ ও বাতীল বাক্‌বিতণ্ডার উপস্থিত হইয়া উপরোক্ত প্রকার শাস্তিগ্রস্ত হইল। —কঃ, ২।৯৭।৯৮।

## ২২ শ রুকু ও ৫ আয়ত।

(১৭৭) لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ

عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ

السبيل لا والسائلين وفى الرقاب ج واقام

الصلوة واتى الزكوة ج والموفون بعهدهم اذا

عهدوا ج والصابرين فى البأساء والضراء وحين

البأس ط اولئك الذين صدقوا ط واولئك هم

المتقون ٥ (১৭৮) يايها الذين امنوا كتب عليكم

القصاص فى القتلى ط الحر بالحر والعبد بالعبد

والانثى بالانثى ط فمن عفى له من اخيه شىء

فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ط ذلك

تخفيف من ربكم ورحمة ٥ فمن اعتدى بعد ذلك

فله عذاب اليم ج (১৭৯) ولكم فى القصاص

حيوة يا ولى الالباب لعلكم تتقون ٥ (১৮০)

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا ج

صلى ن) الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف ج

حقا على المتقين ط (১৮১) فمن بدله بعد

ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ط ان

الله سميع عليم ط (১৮২) فمن خاف من موص

جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ط ان

الله غفور رحيم ع

(১৭৭) তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডলকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাইবে, ইহা (যথেষ্ট) নেকি (সৎকার্য্য) নহে, বরং সৎ ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌, পরকাল, ফেরেশ্‌তাগণ, কেতাব ও নবিগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং আত্মীয়গণ ও পিতৃহীন সন্তানগণ ও দরিদ্রগণ ও পথিকগণ ও ভিক্ষুকগণকে এবং ক্রীতদাসগণের মুক্তিদানে অর্থের প্রেম থাকা সত্বেও উহা দান করিয়াছে ও নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ও জাকাত প্রদান করিয়াছে ও যাহারা নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণকারী যে সময় তাহারা অঙ্গীকার করে এবং যাহারা অনাটন ও কষ্ট ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্যধারী, এই শ্রেণীর লোকেরাই সত্যপরায়ণ হইয়াছে এবং এই শ্রেণীর লোকই ধর্ম্মভীরু (পরহেজগার)।

(১৭৮) হে বিশ্বাস স্থাপণকারিগণ! নিহত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তোমাদের পক্ষে প্রতিশোধ-বিধি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, স্বাধীন

ব্যক্তির পরিবর্ত্তে স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসের পরিবর্ত্তে দাস এবং নারীর পরিবর্ত্তে নারী, যে ব্যক্তিকে তাহার ভ্রাতার পক্ষ হইতে কিছু পরিমাণ ক্ষমা করা হইয়াছে, ন্যায্য ভাবে তলব করা এবং সুন্দর ভাবে তাহাকে পৌঁছাইয়া দেওয়া ( উচিত ) । ইহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সহজ ব্যবস্থা ও অনুগ্রহ, অনন্তর যে ব্যক্তি ইহার পরে সীমা অতিক্রম করে, তাহার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে। (১৭৯) হে বুদ্ধিমান লোকেরা, প্রতিশোধ গ্রহণে জীবন রক্ষা হয়—আশা করা যায় যে, তোমরা ধর্ম্ম-ভীরু হইবে। (১৮০) তোমাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইলে, যদি সে কিছু অর্থ ত্যাগ করে, তবে পিতা মাতা ও আত্মীয়দিগের জন্য ন্যায় ভাবে 'ওছিয়ত' করা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, ধর্ম্মভীরুদিগের উপর (ইহা) কর্ত্তব্য। ( ১৮১ ) অনন্তর ইহা শ্রবণ করার পর যে ব্যক্তি উহা পরিবর্ত্তন করে, যাহারা উহা পরিবর্ত্তন করিবে তাহাদের উপর উহার গোনাহ ( বর্ত্তিবে ) নিশ্চয় আল্লাহ্ শ্রোতাজ্ঞাতা। ( ১৮২ ) অনন্তর যে ব্যক্তি ওছিয়তকারীর পক্ষে ভ্রম কিম্বা গোনাহ কার্য্যের আশঙ্কা করিয়া তাহাদের মধ্যে সন্ধি করিয়া দেয়, তাহার পক্ষে গোনাহ নাই, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াশীল।"

টীকা—

(১৭৭) য়িহুদিগণ পশ্চিমদিকে অর্থাৎ বায়তুল-মোকাদ্দছের দিকে এবং খ্রীষ্টানগণ পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেন। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) মক্কার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলে য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণ হজরত মোহাম্মদ ( ছাঃ ) এর প্রতি দোষারোপ করিতে আরম্ভ করে, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়। আয়তের অর্থ এই যে, কেবল তোমাদের পশ্চিম বা পূর্ব্ব দিকে মুখ করা যথেষ্ট সৎকার্য্য নহে, বরং ইহাই প্রকৃতপক্ষে সৎকার্য্য বলিয়া অভিহিত, যথা,—আল্লাহ, বিচার দিবস, ফেরেশতাগণ,

ধর্মগ্রন্থ ( আসমানী কেতাব ) ও প্রেরিত পুরুষগণের ( নবিগণের ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, অর্থের অভাব ও আকাঙ্খা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অথবা অর্থদান করা প্রীতিজনক বিধায়, কিম্বা খোদার প্রেমে ( মহব্বতে ) আত্মীয়স্বজন, এতীম, দরিদ্র, মোছাফের ও ভিক্ষুকগণকে এবং ক্রীতদাসগণের দাসত্ব মোচনার্থে অর্থ দান করা, সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর ভাবে নামাজ আদায় করা, জাকাত প্রদান করা, অঙ্গীকার করার পরে উহা পূর্ণ করা, অভাব অনাটন, বিপদ এবং ধর্ম্ম যুদ্ধে ধৈর্য্য ধারণ করা। যাহারা এই সমস্ত সৎকার্য্য সম্পাদন করে, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই সত্যপরায়ণ ও খোদাভীরু।

হজরত বলিয়াছেন, দরিদ্রকে দান করিলে, তাহা একটি খয়রাত বলিয়া পরিগণিত হয়। আর আত্মীয়কে দান করিলে, দুইটি খয়রাতের ফল হয় ( তেরমেজি ও আহমদ )।

হজরত বলিয়াছেন, বিধবা ও দরিদ্রদিগের তত্ত্বাবধান করিলে, জেহাদ, বৎসরব্যাপী নফল রোজা ও রাত্রি জাগিয়া এবাদত করার ফল হয়।

وَفِي الرِّقَابِ এর অর্থ ক্রীতদাসদিগের দাসত্ব মোচন ও ঋণ গ্রস্তদিগের ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইতে পারে। হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন ঋণগ্রস্ত লোকের ঋণ পরিশোধ করিয়া দেয়, আল্লাহতায়ালা তাহাকে দোজখের অগ্নি হইতে মুক্তি করিবেন। হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ওয়াদা পূর্ণ না করে, সে কপট লোকদের অন্তর্গত, অবশ্য যদি কেহ নিরুপায় হইয়া উহা পূর্ণ না করে, তবে ক্ষমার পাত্র হইবে।

(১৭৮) ইস্‌লামের পূর্ব্ব জামানায় বনি-নোজাএর ও বনি-কোরাএজা এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এতদুভয়ের সমধিক শক্তিশালী সম্প্রদায় শপথ করিয়া বলিয়াছিল, হত্যাকারী ক্রীতদাস বা নারী হইলে, আমরা তাহাদের পরিবর্ত্তে

একটি স্বাধীন লোক বা পুরুষকে হত্যা করিব, কিম্বা একটি পুরুষের পরিবর্ত্তে দুইটি পুরুষকে হত্যা করিব, এইরূপ অযথা প্রতিশোধ গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল। قصاص 'কেছাছ' শব্দের অর্থ সমভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। আল্লাহ বলিতেছেন, নিহত ব্যক্তি দিগের হত্যাকাণ্ডের জন্য সমভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। একজন স্বাধীন লোক অন্য স্বাধীন লোককে হত্যা করিলে, উক্ত একজনের পরিবর্ত্তে দুই জন স্বাধীন লোককে হত্যা করিবে না, বরং একজনকেই হত্যা করিবে. একজন ক্রীতদাস অন্য ক্রীতদাসকে হত্যা করিলে. উক্ত একজন ক্রীতদাসের পরিবর্ত্তে একজন স্বাধীন লোককে হত্যা করিবে না, বরং একটি ক্রীতদাসকে হত্যা করিবে। আর একজন স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোককে হত্যা করিলে, উক্ত একটি স্ত্রীলোকের পরিবর্ত্তে একটি পুরুষ লোককে হত্যা করিবে না, বরং উক্ত স্ত্রীলোককে হত্যা করিবে। উক্ত আয়তে ইহা বুঝা যায় না যে, গোলাম কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করিলে, উক্ত স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্ত্তে গোলামকে হত্যা করা হইবে না। এইরূপ স্ত্রীলোক, পুরুষকে হত্যা করিলে, উক্ত পুরুষের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোককে হত্যা করা হইবে না। এইরূপ ইহাও বুঝা যায় না যে. একটি স্বাধীন লোক একটি ক্রীতদাসকে হত্যা করিলে, কিম্বা একটি পুরুষলোক একটি স্ত্রীলোককে হত্যা করিলে, উক্ত ক্রীতদাসের পরিবর্ত্তে সেই স্বাধীন ব্যক্তিকে বা উক্ত স্ত্রীলোকের পরিবর্ত্তে সেই পুরুষটিকে হত্যা করা হইবে না।

এমাম শাফেয়ি ও মালেক (রঃ) বলিয়াছেন, একটি গোলামের হত্যা কারর জন্য একটি স্বাধীন লোককে এবং একটি স্ত্রীলোকের হত্যার জন্য একটি পুরুষ লোককে হত্যা করা হইবে না। এমাম আজম (রঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ সুরা মায়েদায় উল্লেখ করিয়াছেন,

একটি জীবনের পরিবর্ত্তে একটি জীবন ( হত্যা করা হইবে )। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, একটি ক্রীতদাসের পরিবর্ত্তে একটি স্বাধীন লোককে এবং একটি স্ত্রীলোকের পরিবর্ত্তে একটি পুরুষ লোককে হত্যা করা যাইবে। আর এই স্থলে যে আয়ত উল্লিখিত হইয়াছে উহার অর্থ হইতে এমাম শাফেয়ি ও মালেকের মত সপ্রমাণিত হয় না, কিম্বা ইহা সুরা মাদোর আয়তের দ্বারা মনছুখ হইয়াছে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদি নিহত ব্যক্তির 'ওলি' ( উত্তরাধিকারী ) হত্যাকারী ভ্রাতার নিকট হইতে পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া কতকটা দাবি-ত্যাগ করে অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের দাবি ত্যাগ করতঃ কিছু অর্থ লইতে রাজি হয়, অথবা যদি উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ণ প্রতিশোধের দাবি ত্যাগ করে, তবে উক্ত উত্তরাধিকারী ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিয়া লইতে কঠোরতা অবলম্বন না করিয়া সহজ পন্থা অবলম্বন করা এবং হত্যাকারীকে উক্ত টাকা বিনা ক্ষতি ও বিনা বিলম্বে পরিশোধ করিয়া দেওয়া ওয়াজেব। উপরোক্ত স্থলে নিহত ব্যক্তির দাবিদারগণের হত্যাকারীর নিকট হইতে ক্ষতি পূরণ স্বরূপ অর্থ লইয়া সন্ধি করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে ইহাকে আরবী ভাষায় 'দিয়ত' বলা হয়। যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ একেবারে দাবি পরিত্যাগ করে, তবে হত্যাকারী প্রাণদণ্ড ও ক্ষতি পূরণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, আর যদি প্রাণদণ্ডের দাবি ত্যাগ করে, তবে হত্যাকারী ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকা দিতে বাধ্য হইবে। যদি কতক ওলি একেবারে দাবি ত্যাগ করে, কতকে দাবি ত্যাগ না করে, তবে শেষোক্ত ওলিরা নিজেদের অংশের অনুপাতে অর্থ পাইবে। যে ব্যক্তি একেবারে দাবি ত্যাগ করিয়াছে, সে ব্যক্তি আর ক্ষতি-পূরণের টাকা পাইবে না।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তওরাতে কেবল প্রাণদণ্ড ওয়াজেব হওয়ার এবং ইঞ্জিলে কেবল মাফ করিয়া দেওয়ার ওয়াজেব হওয়ার বিধি লিখিত ছিল কোর-আন শরিফে যে, প্রাণদণ্ড, ক্ষতিপূরণ বা মাফ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, ইহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সহজ নিয়ম ও অনুগ্রহ, ইহাতে সন্দেহ নাই।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদি হত্যাকারী মাফ পাওয়ার পরে অন্যকে হত্যা করে, কিম্বা নিহত ব্যক্তির ওলিগণ হত্যাকারী ব্যতীত অন্যকে হত্যা করে, অথবা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করার পরে প্রাণদণ্ডের প্রার্থী হয়, তবে তাহারা কঠিন শাস্তিগ্রস্ত হইবে।—রুঃ মাঃ, ১।৩৬২।৩৬৪, আহমদী, ৫০-৫৩।

(১৭৯) আল্লাহতায়ালা এই আয়তে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করিতেছেন, ইহা জগদ্বাসিদের জীবন রক্ষার সুন্দর উপায়, কেননা যদি এইরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা না হইত, তবে কেহ অযথা ভাবে প্রাণহত্যা করিতে দ্বিধাবোধ ও আশঙ্কা করিত না, একজন একটি লোককে হত্যা করিলে, নিহত ব্যক্তির ওলিগণ সেই একজনের পরিবর্ত্তে হত্যাকারীর পক্ষপাতি একদল লোকের প্রাণহত্যা করিত, আবার সুযোগ মত হত্যাকারীর দল নিহত ব্যক্তির একদলকে হত্যা করিত, ইহাতে জগতে অশান্তি ও বহু লোকের জীবন নষ্ট হইত, কিন্তু যখন প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হইল, তখন কেহ প্রাণ হত্যা করিতে সাহসী হইবে না এবং বহু লোকের জীবন রক্ষার কারণ হইবে।

তৎপরে আল্লাহ বলেন, হে বুদ্ধিমানেরা, আশা করা যায় যে, তোমরা যে তোমাদের গোনাহ কার্য্যগুলির পরিণাম দোজখের অগ্নি, তৎসমস্ত হইতে, বিশেষতঃ প্রাণদণ্ডের ভয়ে প্রাণহত্যা হইতে বিরত থাকিবে।

প্রাণহত্যা তিন প্রকার হইতে পারে, প্রথম-তরবারি বা যষ্টি অথবা এইরূপ হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত বস্তু দ্বারা স্বেচ্ছায় কাহারও প্রাণ হত্যা করা, ইহাকে 'কৎলে-আমাদ' বলা হয়। দ্বিতীয়-ঢিল, ছুরি বা যেরূপ বস্তু হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হয় না, এরূপ বস্তু দ্বারা স্বেচ্ছায় কাহারও প্রাণবধ করা, ইহাকে "শেব্‌হে-আমাদ" বলা হয়। তৃতীয়-যদি কেহ শিকার করিতে গিয়া বন্দুকের গুলি নিক্ষেপ বা শরাঘাত করে ইহাতে অনিচ্ছা সত্বেও কাহারও প্রাণ-নাশ হয়, তবে ইহাকে 'কৎলে-খাতা' বলা হয়। প্রথম প্রকারে পৃথিবীতে প্রাণদণ্ড ও পরকালে দোজখের ব্যবস্থা হইয়াছে, এক্ষেত্রে যদি নিহত ব্যক্তির ওলিগণ একেবারে পার্থিব দাবি ত্যাগ করে, অথবা কিছু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ লইয়া সন্ধি করে, তাহা করিতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারে হত্যাকারী 'কাফ্‌ফারা' দিবে ও মহা গোনাহগার হইবে এবং তাহার সমব্যবসায়ী আত্মীয়গণ প্রাণের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ নিহত ব্যক্তির ওলিগণকে দিতে বাধ্য হইবে। তৃতীয় প্রকারে হত্যাকারী গোনাহগার না হইলেও কাফ্‌ফারা দিতে এবং তাহার আত্মীয়গণ প্রাণের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ উক্ত ওলি-গণকে দিতে বাধ্য হইবে।—রঃ মাঃ, ১।৩৬৪, আহমদী, ৫৩, খোলাঃ, ১।১১৫।

(১৮০) এই আয়তে যে, خير শব্দ আছে উহার অর্থ বেশী অর্থ, আয়তের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে বেশী অর্থ ত্যাগ করিয়া যায়, তাহার পক্ষে সেই সময় পিতা মাতা ও আত্মীয়গণের জন্য 'অছিয়ত' করিয়া যাওয়া ফরজ। বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত আলি (রাঃ) তাঁহার একটি মুক্তদাসের নিকট তাহার মৃত্যু কালে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার সাত কিম্বা ছয় শত দেরম ছিল। সে উক্ত হজরতকে 'অছিয়ত' করার কথা জিজ্ঞাসা করে, ইহাতে তিনি বলেন, আল্লাহ বেশী অর্থ থাকিলে, 'অছিয়ত' করার

কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তোমার বেশী অর্থ নাই, কাজেই তোমার অর্থ উত্তরাধিকারি গণের জন্য ত্যাগ কর। এবনো আবিশায়বা উল্লেখ করিয়াছেন, একজন লোক হজরত আএশার (রাঃ) নিকট 'অছিয়ত' করার আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়াছিল, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন' তোমার অর্থ কি পরিমাণ আছে? সে ব্যক্তি বলিল, তিন সহস্র টাকা। হজরত আএশা (রাঃ) বলিলেন, তোমার পরিজনের সংখ্যা কি? সে বক্তি বলিল, তিন জন। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, বেশী পরিমাণ অর্থ থাকিলে, অছিয়ত করিতে হইবে, কিন্তু ইহাত সামান্য অর্থ, কাজেই উহা তোমার পরিজনের জন্য ত্যাগ কর।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, ন্যায় ভাবে অছিয়ত করিবে, ধনীদিগের জন্য বা এক তৃতীয়াংশের অধিক অছিয়ত করিবে না। উল্লিখিত অছিয়ত করা ধর্ম্মভীরুদিগের পক্ষে জরুরী।

এই আয়ত সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে, হজরত এবনো-আব্বাছ, এবনো-ওমার, কাতাদা, সোরাএহ ও মোজাহেদ প্রমুখ বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, অছিয়ত প্রথম ইসলামে ফরজ ছিল; তৎপরে ফারাএজি অংশ সংক্রান্ত আয়তগুলি নাজিল হইলে, উপরোক্ত হুকুম মনছুখ (রহিত) হইয়া গিয়াছে। তেরমেজী আহমদ, নাছায়ি ও এবনো-মাজা হজরতের এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অংশ বণ্টন করিয়াছেন, এক্ষণে ওয়ারেছের জন্য 'অছিয়ত' করা জায়েজ হইবে না। এইরূপ হাদিছ, অসংখ্য রাবিগণ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। মূল কথা, কোর-আন শরিফের আয়ত দ্বারা অছিয়তের ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে, আর উপরোক্ত প্রকার হাদিছগুলি মনছুখ হওয়ার কারণটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। কোর-আনের অন্যান্য স্থলেও আর একদল বিদ্বান্ বলিয়াছেন,

হাদিছ শরিফে ফারাএজি অংশ হইতে বঞ্চিত লোকদের জন্য যে মোস্তাহাব অছিয়তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহা স্বতন্ত্র অছিয়ত, আর এই আয়তে যে অছিয়তের শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা স্বতন্ত্র। প্রথমে আল্লাহ পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনদিগকে ন্যায় ভাবে পরিত্যাক্ত অর্থ প্রদান করিতে অছিয়ত করিয়াছেন, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে কি পরিমাণ প্রদান করিতে হইবে, তাহা অস্পষ্ট থাকিল। এস্থলে কিরূপে ভাগ বণ্টন করা শ্রেয়ঃ তাহা লোকে জানেনা, এইজন্য নিজেই অন্যান্য আয়তে ভাগ বণ্টনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই স্থলে অছিয়ত শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই মিরাছের ভাগ বণ্টনের আয়তগুলি এই আয়তের ব্যাখ্যা স্বরূপ কথিত হইয়াছে। এই ভাগ বণ্টনের পরে من بعد وصية يوصى بها এই অংশে যে অছিয়তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা মোস্তাহাব। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া হজরত বলিয়াছেন, এক তৃতীয়াংশে সম্পত্তি অছিয়ত করা জায়েজ হইবে, তদতিরিক্ত জায়েজ হইবে না, কোন ওয়ারেছের জন্য এইরূপ অছিয়ত করা জায়েজ হইবে না। কিন্তু যদি অন্যান্য ওয়ারেছগণ ইহাতে সম্মতি প্রদান করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে। আহমদী ৫৪।৫৫, রুঃ, মাঃ, ১। ৩৬৫। ৩৬৬।

(১৮১) যে ওয়ারেছ অছিয়তের সংবাদ অবগত হইয়া অছিয়ত অনুযায়ী কর্ম না করে, যাহার জন্য অছিয়ত করা হইয়াছে, তাহাকে উহা প্রদান না করে, অথবা নির্দ্ধারিত অংশ অপেক্ষা কম প্রদান করে, তাহারা গোনাহগার হইবে। আল্লাহ তাহার কথা শ্রবণ করেন ও তাহার ইচ্ছা (নিয়ত) অবগত আছেন। তঃ আহঃ, ৫৫।

(১৮২) যদি অছিয়তকারী ভ্রম বশতঃ হউক, আর অত্যাচার করার ইচ্ছায় হউক, এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা অধিক অছিয়ত করে,

এবং শরিয়তের কাজি, এমাম ওয়ারেছ বা অছিয়তের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এইরূপ ভ্রান্তিমূলক বা অত্যাচারমূলক কার্য্যের আশঙ্কা করে, তবে ওয়ারেছ ও অছিয়তগৃহিতা এই উভয় দলের মধ্যে পরের হক বজায় রাখিয়া শরিয়ত অনুযায়ী সন্ধি করিয়া দিবেন, ইহাতে সংশোধনকারীর গোনাহ হইবে না, বরং আল্লাহ অছিয়তকারী ও সংশোধনকারীর গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন।

২৩ শ রুকু ও ৬ আয়ত ।

(১৮৩) يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

(১৮৪) اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا

اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط وَعَلَى الَّذِيْنَ

يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ط فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا

فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ط وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ ٥ (১৮৫) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ

الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ

عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ز وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا

اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ (১৮৬) وَاِذَا

سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ

الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ

يَرْشُدُوْنَ ۝ (১৮৭) اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ

اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

وَعَفَا عَنْكُمْ ج فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ

اللّٰهُ لَكُمْ ص وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ص ثُمَّ

اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ج وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ

عٰكِفُوْنَ لا فِى الْمَسٰجِدِ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

(১৮৮) وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ

تُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ع

(১৮৩) হে ঈমানদারগণ। তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হইয়াছে—যেরূপ তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদের উপর ফরজ করা হইয়াছিল, আশা করা যায় যে, তোমরা ধর্মভীরু হইবে। (১৮৪) (তোমরা) নির্দিষ্ট কয়েক দিবস (রোজা কর), তোমাদের মধ্যে যে কেহ পীড়িত বা প্রবাসী হয়, (তাহার প্রতি) অন্যান্য দিবস হইতে (পীড়া ও প্রবাসের পরিমাণ দিবস) গণনা করিয়া (রোজা করা ফরজ)। এবং যাহারা উক্ত রোজা করিতে অক্ষম, তাহাদের উপর 'ফিদ্‌ইয়া' দেওয়া ফরজ—উহা একজন দরিদ্রের খাদ্য, আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে, উহা তাহার পক্ষে কল্যাণ, আর যদি তোমরা সংবাদ রাখ, তবে তোমাদের রোজা রাখা তোমাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট। (১৮৫) (উহা) রমজানের মাস—যাহাতে কোর-আন নাজিল করা হইয়াছে—(উক্ত কোর-আন) লোকদিগের পথ প্রদর্শক ও সত্যপথের এবং সত্য মিথ্যার প্রভেদ করার উজ্জ্বল নিদর্শন সকল, অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে কেহ উক্ত মাসে শহরবাসী হয়, সে যেন উহার রোজা রাখে এবং যে কেহ পীড়িত হয় ও প্রবাসে থাকে, তাহার উপর অন্যান্য দিবসে (পীড়া ও প্রবাসে) পরিমাণ (রোজা করা ফরজ); আল্লাহ তোমাদের পক্ষে সহজ নিয়ম (প্রবর্ত্তন) করিতে চাহেন এবং তোমাদের পক্ষে

কঠিন নিয়ম (প্রবর্ত্তন) করিতে চাহেন না ও ( তিনি উল্লিখিত নিয়ম গুলি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ) যেন তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ কর ও তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, এই হেতু যে, তোমরা আল্লাহতায়ালার মহাত্মা প্রকাশ কর। (১৮৬) এবং যখন আমার বান্দাগণ তোমার নিকট আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, ( তখন তুমি তাহাদিগকে বলিও ) যে, নিশ্চয় আমি নিকটবর্ত্তী, আমি প্রার্থনা কারীর প্রার্থনা ( দোয়া ) মঞ্জুর করিয়া থাকি যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে, এক্ষেত্রে তাহারা যেন আমার আদেশ পালন করে ও আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আশা করা যায় যে, তাহারা সত্য পথ প্রাপ্ত হইবে। (১৮৭) তোমাদের পক্ষে রোজার রাত্রিতে স্ত্রী সঙ্গম করা হালাল করা হইয়াছে, তাহারা তোমাদের আবরণ স্বরূপ, এবং তোমরাও তাহাদের আবরণ স্বরূপ তোমরা যে নিজেদের ক্ষতি সাধন করিতেছিলে, তাহা আল্লাহতায়ালা অবগত আছেন, এজন্য তিনি তোমাদের তওবা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে মাফ করিলেন, এক্ষণে তোমরা তাহাদের সহিত সহবাস কর ও আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা লিপি বদ্ধ করিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান কর, এবং যতক্ষণ প্রভাতের কালো রেখা হইতে শ্বেত রেখা প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ তোমরা পানাহার কর, তৎপরে রাত্রির ( আগমন ) পর্য্যন্ত তোমরা রোজা পূর্ণ কর এবং তোমরা মছজিদে এ'তেকাফ অবস্থায় থাকা কালে উক্ত স্ত্রীদের সহিত সহবাস করিও না, এই সমস্ত আল্লাহ তায়ালার সীমা, কাজেই তোমরা উক্ত সীমা সমূহের নিকটবর্ত্তী হইও না। এইরূপ আল্লাহ লোকদিগের জন্য তাঁহার আয়ত সকল ( আহকাম ) প্রকাশ করেন—যেন তাহারা ধর্ম্মভীরু হয়। (১৮৮) এবং তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরে নিজেদের অর্থগুলি ভক্ষণ করিও না এবং উহা এইজন্য বিচারকদিগের নিকট উপস্থিত করিও

না—যাহাতে তোমরা জ্ঞাত অবস্থায় লোকদের অর্থের কিয়ৎ পরিমাণ উদরসাৎ করিতে পার।

টীকা ঃ—

( ১৮৩ ) 'ছেয়াম' শব্দের অর্থ বিরত থাকা, ইহা উহার আভিধানিক অর্থ, শরিয়তের অর্থ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়তসহ পানাহার ও স্ত্রী-সঙ্গম হইতে বিরত থাকা। মুছলমানগণের প্রতি রোজার আদেশ হইলে, তাহাদের সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলিতেছেন, এই রোজা কেবল তোমাদের উপর ফরজ করা হয় নাই, বরং তোমাদের পূর্ব্বে ( হজরত ) আদম হইতে সমস্ত নবিগণের ও তাঁহাদের উম্মতগণের উপর উহা ফরজ করা হইয়াছিল। হজরত আদম ( আঃ ) এর প্রতি প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩।১৪।১৫ই এই তিন দিবস রোজা রাখা ফরজ হইয়াছিল, ইহাকে আইয়াম বিজের রোজা বলা হয়। এইরূপ য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের উপর রোজা ফরজ করা হইয়াছিল, বিশেষতঃ য়িহুদীরা আশুরার রোজা রাখা লাজেম করিয়া লইয়াছিল। তওরাতের তৃতীয় পুস্তকের ৬ অধ্যায় ২৯ পদে, ও ৩২ অধ্যায়, ২৭।২৯ পদে, প্রথম রাজাবলীর ১৯ অধ্যায়, ৮ পদে, দানিয়াল পুস্তকের ১০ অধ্যায়ে, যাত্রা পুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ে, ইঞ্জিলের প্রেরিত পুস্তকের ২ অধ্যায় ৯ পদে, মথির ৪ অধ্যায় ২ পদে ও ৬ অধ্যায় ১৬।১৮ পদে, লুকের ৪ অঃ, ১৩ পদে ও ৫ অঃ, ৩৩।৩৫ পদে হজরত মুছা, ঈছা, দানিয়াল, ইলইয়াছ ও য়িহুদী এবং খ্রীষ্টানগণের রোজা রাখার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণ রোজা রাখা ত্যাগ করিয়াছেন।

হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, রোজার তিন প্রকার বিবরণ আছে, প্রথম এই যে, হজরত নবি (ছাঃ) মদিনা শরিফে আগমন পূর্ব্বক প্রত্যেক মাসে তিনটি ও আশুরার একটি রোজা

রাখিতেন, তৎপরে আল্লাহ্ এই আয়ত নাজিল করিয়া রমজানের রোজার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু যাহার ইচ্ছা হয় এই রোজা করিত, আর যাহার ইচ্ছা হয় এক এক রোজার পরিবর্ত্তে এক একজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করিত। দ্বিতীয় তিনি একটি আয়ত নাজিল করিয়া সুস্থ দেশবাসীর উপর কেবল মাত্র রোজা রাখা নির্দ্ধারণ করিলেন, প্রবাসী ও পীড়িতদিগকে রোজা কাজা করিয়া সুস্থ ও দেশবাসী হইলে, তৎপরিমাণ রোজা রাখিতে আদেশ করিলেন এবং যে অতি বৃদ্ধেরা রোজা করিতে একেবারে অক্ষম, তাহাদিগকে প্রত্যেক রোজার পরিবর্ত্তে এক একজন দরিদ্রকে, খাদ্য দান করিতে আদেশ করিলেন। তৃতীয় এই যে, মুছলমানগণ রাত্রিতে পানাহার ও স্ত্রী-সঙ্গম করিতেন, তৎপরে নিদ্রিত হইতেন, নিদ্রা অন্তে উক্ত কার্য্যগুলি তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, একজন ছাহাবা সমস্ত দিবস পরিশ্রম করতঃ ক্লান্ত হইয়া পানাহার করার পূর্বে নিদ্রিত হয়, এই জন্য রাত্রিতে অনাহারে থাকিয়া দিবসে রোজা রাখে, তৎপরে অতিরিক্ত ক্ষুধার যন্ত্রণায় অচৈতন্য হইয়া পড়ে, হজরত নবি (ছাঃ) ইহা অবগত হইলেন। কোন ছাহাবা রাত্রিকালে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া স্ত্রী-সঙ্গম করতঃ পরিতাপ করিয়াছিলেন। সেই সময় একটি আয়ত নাজিল হয়, উহাতে ছোবহে-ছাদেক না হওয়া পর্য্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম করা হালাল হইয়া যায়।

এবনো-জরির বলিয়াছেন, এই আয়তে যে রোজা ফরজ হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহা কোন্ রোজা? ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে; কাতাদা বলেন, প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা ফরজ হওয়ার কথা এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে, অন্য আয়তের দ্বারা রমজানের রোজা ফরজ হইলে, উপরোক্ত রোজার ফরজ হওয়া মনছুখ হইয়া গিয়াছে। অন্য দল বলেন, এই আয়তে

রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাই সমধিক ছহিহ, মত। দোঃ, ১।১৭৬, এবং, জঃ, ২।৭৩।

তৎপরে আল্লাহ রোজা রাখার মূল উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করিতেছেন। আশা করা যায় যে, তোমরা গোনাহ সমূহ হইতে বিরত থাকিবে, রোজাতে মনুষ্যের কামশক্তি নিস্তেজ হইয়া যায়, কাজেই রোজাদার গোনাহ সমূহ হইতে নিরস্ত থাকে। ছহিহ, বোখারি ও মোছলেমে এই হাদিছটি বর্ণিত হইয়াছে, হে যুবকগণ। তোমাদের মধ্যে যাহার স্ত্রী সঙ্গমের শক্তি আছে, সে যেন নিকাহ, করে, কেননা ইহা ( অবৈধ দৃষ্টি হইতে ) চক্ষুকে সমধিক রোধ করে এবং গুপ্তাঙ্গকে সমধিক নিষ্পাপ রাখে। আর যদি সে ব্যক্তি বিবাহ করিতে অক্ষম হয়, তবে তাহার পক্ষে রোজা রাখা জরুরী, কেননা ইহাই তাহার রক্ষক। আরও হজরত ( ছঃ ) রোজাকে ঢাল স্বরূপ বলিয়া উক্ত মর্মের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।—রুঃ, ১।২৬৮।

এমাম রাজি উক্ত অংশটুকুর নিম্নোক্ত কয়েক প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন —

(১) তোমরা রোজা রাখিয়া কামশক্তি দমন করিয়া খোদা ভীরু হইবে।

(২) তোমরা রোজা রাখিয়া পরহেজগার দলের অন্তর্গত হইবে।

(৩) রোজা রাখিয়া যেন পরহেজগারিতে তোমাদের আগ্রহ বলবৎ হয়।

(৪) যেন তোমরা উক্ত রোজার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অমনোযোগী না হও।—কঃ, ২।১১৯।

(১৭৪) এস্থলে যে معدودة শব্দ আছে, উহার এক অর্থ নির্দিষ্ট, দ্বিতীয় অর্থ অল্পকয়েক। এস্থলে আরবী صوموا "তোমরা রোজা রাখ" এই শব্দটি অস্পষ্ট রহিয়াছে, আয়তের প্রথমাংশের

অর্থ এই, তোমরা নির্দিষ্ট কয়েক বা অল্প কয়েক দিবস ( রোজা কর )। এই নির্দ্দিষ্ট কয়েক বা অল্প কয়েক দিবসের রোজা বলিয়া প্রত্যেক মাসের তিন দিবস ও আশুরার দিবসের রোজা এবং অধিকাংশ বিদ্বানের মতে রমজানের রোজার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

তৎপরে আল্লাহ্ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি রমজান মাসে পীড়িত হয় কিম্বা বিদেশে থাকে, এইজন্য রোজা করিতে না পারে, তবে তাহার গোনাহ্ হইবে না, সে ব্যক্তি উপরোক্ত কারণে যে কয়েকটি রোজা ত্যাগ করিয়াছিল, সেই কয়েকটি রোজা আপত্তি দূরীভূত হওয়ার পরে অন্যান্য দিবসে করিতে বাধ্য হইবে।

যে পীড়িত ব্যক্তির রোজা রাখাতে পীড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে, তাহার পক্ষে রমজানে এফতার করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, আর যে পীড়িতের রোজা রাখাতে পীড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা না থাকে, কিম্বা খাদ্য ভক্ষণ করাতে উহার ক্ষতিকর হয়, যথা,—বদ হজমি ; এইরূপ পীড়াতে এফতার করার অনুমতি দেওয়া যাইবে না। ইহা হানাফি মজহাবের মত। যে মোছাফের তিন দিবা-রাত্রির পথ অতিক্রম করার ইচ্ছা করিয়া শহরের সীমা ত্যাগ করে, তাহার পক্ষে রমজানে এফতার করা জায়েজ হইবে।

তৎপরে আল্লাহ রোজার পরিবর্ত্তে ফিদ্‌ইয়া' দেওয়ার কথা উল্লেখ করিতেছেন, আয়তের এই অংশের অর্থ কি, তাহাতে বিদ্বান্‌গণ মতভেদ করিয়াছেন, একদল বিদ্বান্ বলিয়াছেন, প্রথম ইস্‌লামে রোজা রাখার শক্তি থাকা সত্বেও এফতার করিয়া রোজার ফিদ্‌ইয়া একজন দরিদ্রের খাদ্য দান করা এই আয়ত অনুযায়ী জায়েজ ছিল, তৎপরে অন্য আয়ত নাজিল হইয়া এই হুকুম মনছুখ করিয়া দিয়াছে, এক্ষণে যে বৃদ্ধ অতিরিক্ত বার্দ্ধক্য হেতু রোজা রাখিতে একেবারে অক্ষম হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্য

কাহারও পক্ষে ফিদ্‌ইয়া' দেওয়া জায়েজ নহে। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, এই আয়ত মনছুখ হয় নাই; ইহা অতি বৃদ্ধের জন্য নাজিল হইয়াছে। আয়তের অর্থ এই :— যাহারা উক্ত রোজা রাখিতে অক্ষম হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এক-জন দরিদ্রের খাদ্য দান করা ফরজ। এস্থলে যে ফিদ্‌ইয়া বা এক-জন দরিদ্রের খাদ্য দেওয়ার কথা আছে, উহা এক ছায়া' খোর্মা কিম্বা জব অথবা অর্দ্ধ ছায়া' গম বুঝিতে হইবে। ৩ সের আধ পোয়াকে এক ছায়া' বলা হয়।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদি অক্ষম বৃদ্ধ একটি রোজার ফিদ্‌ইয়া নিয়মিত পরিমাণ অপেক্ষা বেশী দেয় কিম্বা একজন স্থলে দুইজন দরিদ্রকে খাদ্যদান করে তবে ইহা অধিক ছওয়াবের কার্য্য হইবে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদি পীড়িত, মোছাফের ও অতি বৃদ্ধ এফতার না করিয়া রোজা করে, তবে সমধিক ছওয়াবের কার্য্য হইবে, যদি তোমরা বিদ্যাধারী হও, তবে ইহার সত্যতা বুঝিতে পারিবে।

গর্ভিণী বা দুগ্ধপ্রদানকারিণী স্ত্রীলোক নিজেদের প্রাণ বা সন্তানদের প্রাণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করিলে, তাহাদের পক্ষে এফতার করা জায়েজ হইবে, কিন্তু তাহারা ফিদ্‌ইয়া দিবে, কিম্বা রোজা কাজা করিবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এমাম শাফেয়ি বলেন, অতি বৃদ্ধের নজিরে তাহার প্রতি 'ফিদ্‌ইয়া' ফরজ হইবে, আর এমাম আবু হানিফার(রঃ)মতে রোজা কাজা করা ফরজ হইবে, অতি বৃদ্ধ রোজা করিতে অক্ষম, কিন্তু গর্ভিনী ও দুগ্ধপ্রদানকারিণী স্ত্রী-লোকদ্বয় আপত্তি খণ্ডনের পরে রোজা কাজা করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, কাজেই তাহারা অতি বৃদ্ধের নজির হইতে পারে না। কঃ, ২।১২০—১২৬, আহঃ, ৫৯—৬১, এবঃ জ ; ২।৭৪—৮০।

( ১৮৫ ) 'শহ্‌র' شهر শব্দ شهرة 'শোহরাত' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করা। মাসকে আরবীতে এইজন্য শহ্‌র বলা হয় যে, উহা ছোট বড় সকলের নিকট অতি প্রসিদ্ধ, কিম্বা চন্দ্র দর্শন কালে উহা প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

رمضان 'রামাজান' একটি চন্দ্র মাসের নাম, উহা رمض 'রামেজ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ 'দগ্ধীভূত হওয়া' উক্ত মাসে লোকে ক্ষুধা পিপাসায় যে দগ্ধীভূত হইয়া যায়, কিম্বা উক্ত মাসে লোকের গোনাহ জ্বলিয়া যায়, অথবা প্রথম যে সময় পুরাতন ভাষা হইতে উক্ত শব্দ ইস্‌লামি ভাষায় ব্যবহার করা হয়, তখন রৌদ্রের তাপ অতি প্রখর হইয়াছিল, এই সমূহ কারণে উক্ত মাসকে 'রামাজান' বলা হয়।

قرآن কোর-আন قرن কর্ণ কিম্বা قرأ 'করয়ঃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কর্ণ শব্দের অর্থ মিলিত হওয়া। কোর-আনের সুরা আয়ত ও অক্ষরগুলি পরস্পরে মিলিত মিশ্রিত রহিয়াছে, কিম্বা উহার ব্যবস্থাগুলি মিলিত মিশ্রিত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, অথবা কোর-আন শরিফের আল্লাহতায়ালার বাক্য হওয়ার সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার প্রমাণ মিলিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এই জন্য উহাকে কোর-আন বলা হয়। 'করয়ঃ' শব্দের অর্থ পাঠ করা এবং সংগ্রহ করা, কোর-আন মুছলমানদের কর্ত্তৃক অতিরিক্ত পঠিত হয় কিম্বা উহাতে অনেক সুরা সংগৃহীত হইয়াছে, এইজন্য উহাকে কোর-আন বলা হয়।

একটি হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে, তোমরা 'রমাজান' বলিও না, কেননা উহা আল্লাহতায়ালার একটি নাম, বরং রমাজান মাস বলিও। ইহা মোজাহেদের মত কিন্তু ছহিহ্‌ মতে কেবল রমাজান বলা জায়েজ হইবে। ছহিহ্‌ হাদিছে কেবল রমাজান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু এহতিয়াতের জন্য কেবল রমাজান না বলিয়া

রমাজ্জান মাস বলাই ভাল।

আল্লাহ বলিতেছেন, রমাজ্জান মাসে কোর-আন নাজিল করা হইয়াছে, সুরা কদরে আছে, শবে-কদরে কোর-আন নাজিল করা হইয়াছে এবং অন্য স্থলে আছে, মোবারক রাত্রিতে উহা নাজিল করা হইয়াছে, এইরূপ বিরোধ ভঞ্জনের জন্য হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ), ছইদ বেনে জোবাএর ও হাছান বলিয়াছেন, মোবারক রাত্রি ও কদরের রাত্রি একই বিষয়, সমস্ত কোর-আন শরিফ রমজানের শবেকদরে সপ্তম আছমানের উপরিস্থ লওহো-মহফুজ হইতে প্রথম আছমানের বায়তুল এজ্জত নামক স্থানে নাজিল করা হয় তৎপরে হজরত জিব্রাইল (আঃ) আবশ্যক মতে ক্রমান্বয়ে ২৩ বৎসরের মধ্যে উহা দুনিয়াতে আনায়ন করেন।

এমাম আহমদ ও তেরমেজি একটি হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন, রমাজ্জানের প্রথম রাত্রিতে হজরত এবরাহিম ( আঃ ) এর উপর কয়েকটি 'ছহীফা' উহার ৬ই রাত্রে হজরত মুছা ( আঃ ) এর উপর তওরাত, উহার ১৩ই রাত্রে হজরত ঈছা ( আঃ ) এর উপর ইঞ্জিল, ১৮ই রাত্রে হজরত দাউদ (আঃ) এর উপর জবুর এবং ২৪শে রাত্রে হজরত মোহাম্মদ ( ছাঃ ) এর উপর কোর-আন নাজিল হইয়াছিল।

একদল বিদ্বান্ উক্ত আয়তের অর্থে লিখিয়াছেন, রমজানের মাহাত্ম্য কিম্বা ওয়াজেব হওয়া সম্বন্ধে কোর-আন শরিফ নাজিল করা হইয়াছে, ইহা ছুফ্ইয়ান বেনে ওয়ায়না, হোছাএন বেনে ফজ্ল ও এবনোল-আম্বারির মত, কিন্তু প্রথম অর্থই সমধিক যুক্তিযুক্ত। তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, কোর-আন লোকদের সত্য পথ প্রদর্শক, সুপথ প্রদর্শন করিতে ও সত্য মিথ্যা প্রভেদ করিতে জ্বলন্ত নিদর্শন, কিম্বা উহা যেরূপ ধর্ম্মের আকায়েদ ( মুলবিধি ) শিক্ষা দিতে জ্বলন্ত প্রমাণ সেইরূপ ফরুয়াত মছলা।

( আনুসঙ্গিক ক্রিয়া কলাপ ) শিক্ষা দিতে উজ্জল নিদর্শন। তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেহ উক্ত মাসে শহরবাসী হয় এবং মোছাফের না হয়, তাহার পক্ষে উক্ত মাসে রোজা করা ফরজ। অধিকাংশ বিদ্বান আয়তের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রথম রমজানে দেশবাসী হয়, তাহার পক্ষে ইহার পরে মোছাফের হইলেও রমজান রোজা রাখা ফরজ। আর একদল বিদ্বান বলেন, রোজার মধ্যে মোছাফের হইলে, এফতার করা জায়েজ হইবে। এবনো জরির প্রথমোক্ত মত বাতীল প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

অন্য একদল বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমজান মাসের নূতন চন্দ্র জানিতে পারে এবং উহার উপর বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে উক্ত মাসের রোজা করা ফরজ। যদি কেহ স্বচক্ষে চন্দ্র দেখে কিম্বা একজন লোকের মুখে চাঁদ দেখার কথা শ্রবণ করে, তবে তাহার উপর রোজা ফরজ হইবে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি মোছাফের হয়, কিম্বা স্বদেশে থাকিয়া পীড়িত হয়, সেই ব্যক্তি রমজান মাসে এফতার করিবে, কিন্তু স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া অথবা সুস্থ হইয়া অন্য মাসে পরিত্যাক্ত রোজাগুলির কাজা আদায় করিবে। যে ব্যক্তি মোছাফের ও পীড়িত হয়, সে ব্যক্তি চাঁদ দেখিতে বা উহার সংবাদ অবগত হইতে পারিলেও এফতার করিতে পারিবে, আপত্তি খণ্ডনের পর সেই পরিমাণ রোজার কাজা আদায় করিবে। কাজা রোজাগুলি পরপর করিতে হইবে, কিম্বা পৃথক পৃথক ভাবে করিলেও যথেষ্ট হইবে, ইহাতে মতভেদ থাকিলেও অধিক সংখ্যক বিদ্বানের মতে পৃথক পৃথক ভাবে করিলেও জায়েজ হইবে, ইহাই ছহিহ, মত। তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তোমাদের উপর সহজ সাধ্য নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন, তিনি কঠিন ও অসাধ্য ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন

করেন না, এইজন্য তিনি ছফরে ও পীড়াকালে এফতার করার ও অন্য সময়ে তৎসমস্ত কাজা করার হুকুম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

বিদেশে এফতার করা কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, একদল ছাহাবা ও তাবেয়ি উহা ওয়াজেব বলিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশের মতে উহা ওয়াজেব নহে, ইহাই ছহিহ, মত, কেননা ছাহাবাগণ হজরতের সঙ্গে বিদেশে থাকাকালে একদল এফতার করিতেন, আর অন্য দল রোজা রাখিতেন, ইহাতে কেহ কাহারও প্রতি দোষারোপ করিতেন না। হজরত নবি (ছাঃ) নিজে বিদেশে রোজা করিয়াছিলেন। অবশ্য মোছাফেরিতে রোজা করিলে, যাহার প্রাণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহার পক্ষে এফতার করা ওয়াজেব। এইরূপ রোজাদারদিগকে হজরত নবি (ছাঃ) গোনাহগার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহ ইচ্ছা করেন যে, (অথবা উক্ত ব্যবস্থাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উদ্দেশ্য এই যে,) তোমরা রমজানের নির্দ্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ কর, কিম্বা পরিত্যক্ত রোজাগুলি সম্পূর্ণ ভাবে সম্পাদন কর, আল্লাহ তোমাদিগকে রোজা করার ও কাজা করার নিয়ম শিক্ষা দিয়াছেন, এজন্য তোমরা তাহার প্রশংসা ও মাহাত্ম্য প্রকাশ কর এবং তাঁহার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। কঃ, ২।১২৬-১৩২, এবং জঃ ২। ৮১, ৮৯, এবং: কঃ, ১।৩৭৫—৩৮০, বঃ, ১।২১৭।২১৮, বঃ, মাঃ, ১।৩৮১—৩৮২ ও আহমদী, ৬১—৬৫।

১৮৬। এমাম রাজি লিখিয়াছেন ; (১) (হজরত) মুছা (আঃ) বলিয়াছিলেন, হে আমার প্রতিপালক। তুমি কি নিকটে আছ যে, গুপ্তভাবে তোমার নিকট মনের আকাঙ্খা প্রকাশ করিব ? কিম্বা তুমি দূরে আছ যে, উচ্চস্বরে তোমাকে ডাকিব ? তদুত্তরে আল্লাহ বলিয়াছিলেন, হে মুছা! যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহার সঙ্গী। (হজরত) মুছা (আঃ) বলিলেন, আমরা

নাপাক অবস্থায় বা পায়খানায় থাকি, সেই সময় তোমাকে স্মরণ করিতে সাহসী হই না। আল্লাহ বলিয়াছিলেন, হে মুছা! প্রত্যেক অবস্থায় আমাকে স্মরণ কর।

(২) একজন অরণ্যবাসী হজরতের নিকট আগমন করিয়া বলিয়াছিল, হজরত, আমাদের খোদা কি নিকটে আছেন যে, অস্পষ্ট শব্দে তাঁহাকে ডাকিব? না তিনি দূরে আছেন যে, উচ্চস্বরে তাঁহাকে ডাকিব?

(৩) হজরত নবি (ছা.) এক যুদ্ধে ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহার ছাহাবাগণ উচ্চশব্দে তক্‌বির ও তছবিহ্‌ পাঠ ও দোয়া করিতে লাগিলেন। তখন হজরত বলিলেন, তোমরা বধির ও অনুপস্থিতকে ডাকিতেছ না, বরং নিকটবর্ত্তী শ্রোতা খোদাকে ডাকিতেছ।

(৪) ছাহাবাগণ বলিয়াছিলেন, আমরা খোদাকে কিরূপে ডাকিব? কোন্ সময় ডাকিব?

(৫) মদিনার য়িহুদিগণ বলিয়াছিল, যে মোহাম্মদ, তোমার প্রতিপালক আমাদের দোয়া (প্রার্থনা) কিরূপে শুনিবেন?

(৬) ছাহাবাগণ বলিয়াছিলেন, আমাদের প্রতিপালক কোথায় আছেন।

(৭) প্রথম ইস্‌লামে রমজানের রাত্রিতে নিদ্রার পরে পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম হারাম হইয়াছিল, মুছলমানগণ নিদ্রার পরেও উপরোক্ত প্রকার কর্ম্ম করিয়া লজ্জিত হইয়া তওবা করিয়াছিলেন, এবং হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ তাহাদের তওবা কবুল করিবেন কিনা?

উপরোক্ত কারণ সমূহে এই আয়ত নাজিল হয়। আয়তের অর্থ এই যে, হে মোহাম্মদ? যখন আমার বান্দাগণ তোমার নিকট আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, খোদা বলেন,

আমি নিশ্চয় নিকটে আছি, যখন কোন প্রার্থী ( দোয়াকারী ) আমার নিকট দোয়া করে, আমি তাহার দোয়া কবুল করি ও মনো বাঞ্ছা পূর্ণ করি, এক্ষেত্রে তাহাদের উচিত এই যে, আমার আদেশ পালন করে এবং আমার প্রতি হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে বিশ্বাস স্থাপন করে। আশা করা যায় যে, তাহারা সত্য পথ প্রাপ্ত হইবে। এস্থলে যে আল্লাহতায়ালার নিকটে থাকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে; ইহা স্থান ও দিকের হিসাবে নহে, বরং উহার অর্থ এই যে, খোদা বান্দাগণের রক্ষক এবং তাহাদের অবস্থা অবগত আছেন কিম্বা তাঁহার রহমত বান্দাগণের নিকটবর্ত্তী হয়, এমাম রাজি তফছিরের ২।১৩৪ পৃষ্ঠায় ইহার বহু প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন।

এই আয়তে সপ্রমাণ হয় যে, যদি কেহ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার কিম্বা বিপদ উদ্ধার হওয়ার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করে, তবে তাহার উক্ত দোয়া কবুল হইয়া থাকে। মো'তাজেলা ভ্রান্তদল উহা অস্বীকার করিয়া বলিয়া থাকে যে, দোয়া তকদিরের অনুকূল হইবে কিম্বা বিপরীত হইবে, তকদিরের অনুকূল হইলে, দোয়ার দ্বারা মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে না, বরং তকদির অনুসারে উহা পূর্ণ হইয়াছে বলা যাইবে। আর তকদিরের বিপরীত হইলে, উহা কবুল হইতে পারেনা, কেননা ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনা কলম' দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা সুন্নত-জামায়াত সম্প্রদায় বলিয়া থাকি, তকদির দুই প্রকার— প্রথম মোবরাম্, উহা পরিবর্ত্তনশীল নহে, দ্বিতীয় মোয়াল্লাক্, উহাতে এইরূপ লেখা থাকে যে, যদি বান্দা দোয়া করে, তবে পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিবে, নচেৎ বিনষ্ট হইবে। কাজেই দোয়ার মহা গুণ আছে, এই হেতু উহার উপর আরোগ্য লাভ ন্যস্ত করা হইয়াছে, যদি দোয়া না করে, তবে অবশ্য বিনষ্ট হইবে। এইরূপ মৃতদের জন্য দোয়া ও ছদ্‌কা করার অবস্থা বুঝিতে হইবে।

সাধারণ লোকে এই সুক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হয় না। এই আয়তে বুঝা যায় যে, লোকে দোয়া করা মাত্র আল্লাহ উহা কবুল করিয়া থাকেন, কিন্তু অনেক সময় বিলম্বে দোয়া কবুল হইয়া থাকে বরং অধিকাংশ দোয়া কবুল হয় না, এই প্রশ্নের সমাধানে বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, আল্লাহ তাহার দোয়া পছন্দ করেন, এই হেতু দেরীতে উহা কবুল করেন। ইয়াহইয়া বেনে ছইদ বলেন, আমি স্বপ্নযোগে আল্লাহ্‌কে দেখিয়া বলিয়াছিলাম, হে খোদা, আমি কত দোয়া করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার দোয়া কবুল কর নাই। তদুত্তরে আল্লাহ বলিয়াছিলেন, হে ইয়াহইয়া, আমি তোমার আওয়াজ পছন্দ করিয়া থাকি।

কোন কোন ক্ষেত্রে হালাল ভক্ষণ করা, সত্য কথা বলা ইত্যাদি দোয়া কবুলের শর্তগুলির অভাবে দোয়া কবুল হয় না।

লোকে কল্যাণের জন্য দোয়া করিয়া থাকে, ইহা সম্ভব যে, আল্লাহতায়ালার নিকট তাহার দোয়া কবুল না হওয়া কল্যাণকর।

দোয়া কবুল হওয়ার অর্থ তিন প্রকার হইতে পারে, প্রথম অবিকল সেই দোয়া কবুল হইয়া থাকে, দ্বিতীয় তৎপরিবর্ত্তে পৃথিবীর কোন বিপদ দূরীভূত হইয়া থাকে ও তৃতীয় তৎপরিবর্ত্তে পরকালের দরজা বৃদ্ধি হয়।

এমাম বোখারি একটি হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন,—যদি কোন মুছলমান আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করে এবং উহা গোনাহ ও আত্মীয় বিচ্ছেদের দোয়া না হয়, তবে আল্লাহ তাহাকে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি প্রদান করেন— (১) এই পৃথিবীতে তাহার দোয়া কবুল করা হয়। (২) তত্তুল্য কোন বিপদ দূরীভূত করা হয়। (৩) উহা তাহার জন্য পরকালের সম্বল করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়।

হাকেম একটি হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন, যে বিপদ উপস্থিত

হয় নাই, কিম্বা উপস্থিত হইয়াছে, উভয় প্রকারের পক্ষে দোয়া ফলোদয় হইয়া থাকে, নিশ্চয় বিপদ উপস্থিত হওয়াকালে দোয়ার সহিত সাক্ষাৎ হয়, এমতাবস্থায় উভয়ে কেয়ামত অবধি সংগ্রাম করিতে থাকে।

হাকেম একটি হাদিছের উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহ্ কেয়ামতে একজন ইমানদারকে নিজের দরবারে ডাকিয়া বলিবেন, হে আমার বান্দা! নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার নিকট দোয়া করিতে হুকুম করিয়াছিলাম, এবং আমি ওয়াদা করিয়াছিলাম যে, তোমার দোয়া কবুল করিব। তুমি কি আমার নিকট দোয়া করিয়াছিলে? সে ব্যক্তি বলিবে, হাঁ, প্রতিপালক। আল্লাহ বলিবেন, তুমি যে কোন দোয়া করিয়াছিলে, আমি উহা কবুল করিয়াছিলাম। তুমি কি অমুক অমুক দিবসে আমার নিকট একটি বিপদ উদ্ধারের জন্য দোয়া কর নাই এবং আমি তোমার সেই বিপদ উদ্ধার করি নাই? সে ব্যক্তি বলিবে, হাঁ। আল্লাহ্ বলিবেন, আমি পৃথিবীতে উক্ত দোয়া কবুল করিয়াছিলাম।

তৎপরে আল্লাহ্, বলিবেন, তুমি অমুক অমুক দিবস তোমার অমুক দুঃখ নিবারণের জন্য আমার নিকট দোয়া করিয়াছিলে, কিন্তু তুমি উহা হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হও নাই। সে ব্যক্তি বলিবে, হাঁ। আল্লাহ বলিবেন, আমি তৎপরিবর্তে তোমার জন্য বেহেশ্‌তের মধ্যে অমুক অমুক পদ মর্য্যাদা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। তখন সে ব্যক্তি বলিবে, হায়! যদি আমার কোন দোয়ার ফল পৃথিবীতে দেওয়া না হইত, তবে ভাল হইত।

তেরমেজি একটি হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন, তোমরা দোয়া কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া দোয়া কর, এবং তোমরা জানিয়া রাখ যে, অমনোযোগী অন্তরের দোয়া খোদা কবুল করেন না।

আবু দাউদ, তেরমেজি ও এবনো-মাজা একটি হাদিছে উল্লেখ

করিয়াছেন, তোমাদের খোদা লজ্জাশীল দাতা, বান্দা যখন হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া দোয়া করে, তখন তিনি তাহাকে নিরাশ ফিরাইয়া দিতে লজ্জাবোধ করেন।

তেরমেজি উল্লেখ করিয়াছেন, দোয়া এবাদতের মগজ (মজ্জা) স্বরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা না করে, আল্লাহ তাহার উপর নারাজ হন।

বায়হকি ও তেরমেজি উল্লেখ করিয়াছেন, প্রপীড়িত যতক্ষণ প্রতিশোধ গ্রহণ না করে, হাজী যতক্ষণ প্রত্যাবর্ত্তন না করে, জেহাদকারী যতক্ষণ ফিরিয়া না আসে, পীড়িত যতক্ষণ সুস্থ না হয়, রোজাদার যখন এফতার করে, ন্যায় বিচারক বাদশাহ, পিতা, মোছাফের ও ভ্রাতা ভ্রাতার জন্য যে কোন দোয়া করে, তাহা কবুল না হইয়া যায় না। যখন প্রপীড়িত দোয়া করে, আল্লাহ উহা মেঘের উপর উত্তোলন করেন এবং উহার জন্য আছমানের দ্বার উদঘাটন করা হয় এবং আল্লাহ বলেন, যদিও কিছু দিবস পরে হউক, আমার শপথ, নিশ্চয় আমি তোমার সহায়তা করিব।—দোঃ, ১।১৯৪—১৯৬, মেশকাত, ১৯৪—১৯৬, আহমদী ৬৬।৬৭।

পাঠক! মনে রাখিবেন, দোয়া করার পূর্ব্বে খোদার প্রশংসা করা ও রছুলের প্রতি দরুদ পাঠ করা নিতান্ত জরুরী, নচেৎ দোয়া কবুল হয় না।

১৮৭। ইস্‌লামের প্রথম অবস্থায় রোজাদার এশার নামাজ পাঠ কিম্বা নিদ্রিত হওয়া পর্য্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সঙ্গম করার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, নিদ্রা যাওয়ার পরে কিম্বা এশা পড়ার পরে উক্ত কর্ম্মত্রয় হারাম হইয়াছিল, হজরত ওমার(রাঃ)ও আরও কয়েকজন ছাহাবা রমজানের রাত্রিতে এশার পরে স্ত্রী-সঙ্গম করিয়া লজ্জিত হইয়া হজরতের নিকট এই ব্যাপার প্রকাশ করেন, তখন

এই আয়ত নাজিল হয় এবং ছোবহে-ছাদেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম হালাল হইয়া যায়। আয়তের অর্থ এই যে, রোজার রাত্রিতে স্ত্রী-সঙ্গম করা তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের প্রত্যেক অন্যের আবরণ স্বরূপ, তাহারা উভয়ে পরস্পরে আলিঙ্গন করে, এজন্য একের শরীর অন্যের শরীরের সহিত মিলিত হয় ও একে অন্যকে ব্যাভিচার হইতে রক্ষা করে, এই হেতু প্রত্যেককে অন্যের আবরণ স্বরূপ বলা হইয়াছে।

তৎপরে আল্লাহ বলেন, খোদা জানেন যে, তোমরা গোনাহ করিয়া নিজেদে ক্ষতি সাধন করিতেছ, এবং তোমাদের তওবা কবুল করিলেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করিলেন, এক্ষণে তোমরা স্ত্রীদিগের সহিত সঙ্গম করিতে পার এবং তোমরা কেবল কাম রিপু চরিতার্থ করার জন্য ইহা করিও না, বরং আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সন্তান নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা লাভের জন্য স্ত্রী-সঙ্গম কর। হজরত বলিয়াছেন, তোমরা নিকাহ কর, তোমাদের সন্তান জন্মিলে, আমি কেয়ামতে উম্মতের সংখ্যাধিক্যের জন্য গৌরব অনুভব করিব।

কেহ কেহ আয়তের এই অংশের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তোমরা স্ত্রীলোকের ঋতু হইতে পাক থাকা অবস্থায় কিম্বা তাহার যোনিতে সঙ্গম কর, ঋতুবতী থাকাকালে বা মলদ্বারে সঙ্গম করিও না।

ছোরমা নামীয় একজন দরিদ্র মুসলমান রমজানের রাত্রিতে অনাহারে নিদ্রা যায়, পরদিবস দ্বিপ্রহরের সময় ক্ষুধার যন্ত্রণায় অচৈতন্য হইয়া পড়ে, সেই সময় এই হুকুম নাজিল হয় যে, তোমরা ছোবহেকাজেব পর্য্যন্ত পানাহার করিতে পার। এই স্থলে শ্বেত রেখা বা সূত্র বলিয়া ছোবহে-ছাদেক ও কাল রেখা বা সূত্র বলিয়া ছোবহে কাজেব মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে। কোন কোন ছাহাবা কাল ও

শ্বেত সূত্রের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া শয়ন কালে কাল ও শ্বেত দুইখানা সূত্র বালিশের নীচে রাখিয়া শয়ন করিতে, রাত্রির শেষ ভাগে উভয়ের পার্থক্য-ভাব প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত পানাহার করিতেন, তৎপরে উহার পরে 'ফজর' শব্দ নাজিল হইলে, তাঁহারা উহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলেন।

উক্ত কথায় বুঝা যায় যে ছোবহে-ছাদেকের পরে নিয়ত করিলে জায়েজ হইবে, আরও বুঝা যায় যে, ছোবহে-ছাদেকের অগ্রে স্ত্রী-সঙ্গম করিয়া উহার পরে গোছল করিলে, রোজা জায়েজ হইবে।

তৎপরে আল্লাহ বলেন, রাত্রির আগমন পর্য্যন্ত রোজা পূর্ণ কর। উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, পানাহারও স্ত্রী-সঙ্গম হইতে বিরত থাকা রোজার শর্ত্ত; হাদিস শরিফে রোজা ও নামাজের নিয়ত শর্ত্ত হওয়া বুঝা যায়। আরও বুঝা যায় যে, রোজা রাখিয়া দিবসে পানাহার ও স্ত্রী-সঙ্গম করিলে কাফ্‌ফারা ওয়াজেব হইবে।

একদল লোক এ'তেকাফ করা কালে গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক স্ত্রী-সঙ্গম করিত, তৎপরে গোসল করিয়া মসজিদে আগমন করিত, সেই সময় আল্লাহ্‌ নাজিল করেন যে, যে সময় তোমরা মসজিদে এ'তেকাফ করিতে থাক, সেই সময় স্ত্রী-সঙ্গম করিও না। মসজিদে থাকিবার নিয়ত করিয়া কোন রোজাদার মসজিদে অবস্থিতি করিলে উহাকে এ'তেকাফ বলা হয়। এমাম আবু-হানিফা (রঃ) বলেন, মসজিদ ও রোজা ব্যতীত এ,তেকাফ সহিহ্‌, হইবে না, এমাম শাফেয়ি বলেন, বিনা রোজা এ'তেকাফ সহিহ্‌, হইবে। রমজানের শেষ দশ রাত্রে এ'তেকাফ করা সুন্নত। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ফেক্‌হ গ্রন্থে লিখিত হইবে। তৎপরে আল্লাহ্‌ বলেন, উল্লিখিত বিষয়গুলি আল্লাহতায়ালার নির্দ্ধারিত সীমা, তোমরা এই সীমা সমূহ অতিক্রম করা দূরে থাকুক, ইহা অতিক্রম করার ধারণায় উক্ত সীমাগুলির নিকটবর্ত্তী হইও না। এইরূপ আল্লাহ লোকদের জন্য

দলীল সকল কিম্বা ফরজ সকল ব্যক্ত করেন, উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ধর্ম্ম ভীরু হইবে। আহমদী, ৬৬-৭৫। কঃ, ২।১৩৮-১৪৬।

১৮৮। আবদান হাজরামির এক খণ্ড জমি ইমরাউল করেছের দখলে ছিল, এই জন্য তিনি হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট এই জমির দাবি করেন, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ ছিল না। হজরত (ছাঃ) ইমরাউল-কয়েছকে হলফ করিতে আদেশ করেন, সে হলফ করার ইচ্ছা করে, তখন হজরত নবি (ছাঃ) মিথ্যা হলফকারীর শাস্তি সংক্রান্ত একটি আয়ত পাঠ করেন, ইহাতে সে হলফ করিতে ভীত হইয়া সেই জমি এবং তৎসঙ্গে নিজের এক খণ্ড জমি তাহাকে প্রদান করিয়াছিল, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়। আয়তের অর্থ এই তোমরা বাতীল ভাবে একে অন্যের অর্থ রাশি ভক্ষণ করিও না অর্থাৎ আত্মশাৎ করিও না এবং অত্যাচারভাবে লোকের কতক অর্থ গ্রাস করনেচ্ছায় উক্ত অর্থরাশির ব্যাপারকে কাজি, মুফতি, বিচারক কিম্বা সুলতানের নিকট উপস্থিত করিও না, অথচ তোমরা যে অসত্য পরায়ন ইহা অবগত আছ।

একদল বিদ্বান ইহার অর্থ বলেন, তোমরা অত্যাচারি বিচারক গণকে এই উদ্দেশ্যে উৎকোচ প্রদান করিও না যে, তাহাদের সাহায্যে অন্যায়ভাবে লোকের কতক অর্থ আত্মসাৎ করিবে। বাতীলভাবে অর্থ ভক্ষণ করা কয়েক প্রকার হইতে পারে, প্রথম জবরদস্তি, লুণ্ঠন ও অপহরণ করিয়া অর্থ ভক্ষণ করা। দ্বিতীয় দ্যূতক্রীড়া (জুয়াখেলা) করিয়া, সঙ্গীত বাদ্য করিয়া, মদ বিক্রয় করিয়া ও অন্যান্য ক্রীড়া কৌতুক করিয়া অর্থ উপার্জ্জন ভক্ষণকরিয়া করা। তৃতীয় বিচার ব্যবস্থায় ও সাক্ষ্য দেওয়ায় উৎকোচ গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করা। চতুর্থ আমানাত, গচ্ছিত বস্তু আত্মসাৎ করিয়া ভক্ষণ করা। আল্লাহ এইরূপ অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা হলফ করিয়া এক-

জনের সম্পত্তি অধিকার করে, কেয়ামতে আল্লাহ্ তাহার দিকে কৃপাদৃষ্টি করিবেন না, সে কুষ্টরোগ গ্রস্ত হইয়া উঠিবে এবং তাহার উদর অগ্নিতে পরিপূর্ণ হইবে ।

হেদায়াতে লিখিত আছে, যদি কেহ অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে অন্যকে উৎকোচ প্রদান করে, তবে আশা করা যায় যে, সে ক্ষমার পাত্র হইবে। আহমদী, ৭৬—৭৭, আজেম; ১।১৪০ ।

২৪ শ রুকু ও ৮ আয়ত ।

(১৮৯) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ

لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ط وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ

مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ج وَأْتُوا الْبُيُوتَ

مِنْ أَبْوَابِهَا ص وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥ (১৯০)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ط

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٥ (১৯১) وَاقْتُلُوهُمْ

حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ج فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ط

كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ ○ (১৯২) فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ (১৯৩) وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ

وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى

الظّٰلِمِيْنَ ○ ( ১৯৪ ) اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ

وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا

عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا

اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○ ( ১৯৫ ) وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ صلے وَاَحْسِنُوْا

ج اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○ ( ১৯৬ ) وَاَتِمُّوا الْحَجَّ

وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ ج

وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ ط فَمَنْ

كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ

اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ (قف) فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ

إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ
كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

(১৮৯) তাহারা তোমাকে নব চন্দ্র সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল - উহা লোকদের জন্য ও হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট সময়; এবং ইহা সৎকর্ম্ম নহে যে, তোমরা গৃহ সমূহে তৎসমস্তের পশ্চাদ্দিক হইতে প্রবেশ কর, বরং সৎ ঐ ব্যক্তি যে ধর্ম্মভীরুতা ( পরহেজগারি ) অবলম্বন করিয়াছে; এবং তোমরা গৃহ সমূহে তৎসমস্তের দ্বার গুলি দ্বারা প্রবেশ কর, এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় যে, তোমরা সফল মনোরথ হইবে। ( ১৯০ ) যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, তোমরা তাহাদের সহিত আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং তোমরা সীমা লঙ্ঘন করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারিদিগকে ভালবাসেন না।

(১৯১) এবং তাহাদিগকে হত্যা কর যে স্থানেই তাহাদিগকে পাও ও তাহারা যেস্থান হইতে তোমাদিগকে বহির্গত করিয়া দিয়াছে তোমরাও তাহাদিগকে সেইস্থান হইতে বহির্গত করিয়া দেও এবং অশান্তি, হত্যা করা অপেক্ষা কঠিনতর এবং তোমরা মসজেদোল হারামের নিকট তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিও না যতক্ষণ ( না ) তাহারা তোমাদের সহিত তথায় যুদ্ধ করে, কিন্তু যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাহাদিগকে

হত্যা কর, ধর্ম্মদ্রোহিদিগের ইহাই প্রতিশোধ। (১৯২) পরে যদি তাহারা বিরত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াশীল। (১৯৩) এবং যতক্ষণ না অশান্তি তিরোহিত হয় এবং দীন আল্লাহ তায়ালার জন্য বিশুদ্ধ হয়, ততক্ষণ তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর, অতঃপর তাহারা ক্ষান্ত হয়, তবে অত্যাচারিগণ ব্যতীত কাহার উপর শাস্তি নাই।

(১৯৪) সম্মানিত মাসের পরিবর্ত্তে সম্মানিত মাস এবং সম্মানিত বিষয়গুলির বিনিময় আছে, অনন্তর যে ব্যক্তি তোমাদের উপর অত্যাচার করে, যেরূপ তাহারা তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়াছে, তোমরাও তাহাদের উপর সেইরূপ অত্যাচার কর, ও আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ ধর্ম্মভীরুগণের সঙ্গী (১৯৫) এবং তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং স্ব স্ব হস্তে (নিজেদিগকে) ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করিও না এবং সৎকর্ম কর, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকে ভালবাসেন। (১৯৬) এবং আল্লাহর জন্য হজ্জ এবং ওমরা পূর্ণ কর, কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে যে কোরবানির জীব সহজসাধ্য হয় (তাহা জবাহ করা তোমাদের প্রতি ওয়াজেব) এবং যতক্ষণ (না) কোরবানির জীব উহার স্থলে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ তোমরা আপন আপন মস্তক মুণ্ডন করিও না, পরন্তু যে কেহ তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয় কিম্বা তাহার মস্তকে কোন ক্লেশ থাকে, (তাহার উপর) রোজা কিম্বা ছদ্‌কা অথবা কোরবানির ফিদ্‌ইয়া (বিনিময়) (ওয়াজেব), পরে যখন তোমরা শান্তিপ্রাপ্ত হও, তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সহিত ওমরার ফল ভোগ করিতে চাহে, (তাহার উপর) যে কোরবানির জীব সহজসাধ্য হয় (তাহাই জবেহ করা ওয়াজেব), কিন্তু যে কেহ (কোরবানি করিতে) সক্ষম না হয়, (তাহার উপর) হজ্জের সময় তিন দিবসের এবং যখন তোমরা প্রত্যাবর্ত্তন কর তখন সাত

দিবসের রোজা ( ওয়াজেব ), এই পূর্ণ দশ ( দিবস ) হইল, ইহা ( হজ্জ ও ওমরা একত্রিত ভাবে করা ) উক্ত ব্যক্তির জন্য—যাহার পরিজন মছজেদল হারামের নিকটবর্ত্তী না থাকে এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জান যে, নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

টীকা ঃ—

১৮৯। আহেল্লাত—'হেলাল' শব্দের বহুবচন, নব চন্দ্রকে 'হেলাল' বলা হয়।

মোয়াজ বেনে জাবাল ও ছায়া'লেবা হজরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে চন্দ্র প্রথমবস্থায় একটি রেখার ন্যায় সূক্ষ্ম ভাবে প্রকাশিত হয়, তৎপরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে বৃহৎ গোলাকার ভাবে পরিলক্ষিত হয়, আবার হ্রাস পাইতে পাইতে প্রথম যেরূপ সূক্ষ্ম ছিল, সেইরূপ হইয়া যায়, হ্রাস বৃদ্ধি কিজন্য হয়? তদুত্তরে এই আয়ত নাজিল হয়, আল্লাহ বলেন, তুমি বলিয়া দাও, উহা লোকের দীন ও দুনইয়ার সময় নিরূপক, ইহাতে রোজা রাখা, এফতার করা, হজ্জ করা, স্ত্রীলোকদের ইদ্দত পালন করা ও নির্দ্দিষ্ট মানসার সময় অবগত হওয়া যায় ও কর্জ্জ আদায় ইজারা, ওয়াদা, গর্ভে সন্তান ধারণ, সন্তানের দুগ্ধ পান, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যের সময় নির্ণয় করা যায়।

এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, প্রশ্নকারীরা চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির মূল কারণ কি, কিম্বা উদ্দেশ্য কি, এতদুভয়ের কোনটির সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা আয়ত ও হাদিছে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই। যদি তাহারা উহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া থাকেন তবে অবিকল তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে, আর যদি তাহারা উহার মুলকারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, তবে যদিও আল্লাহ ও রছুল উহার মূল কারণ উল্লেখ করিতে সক্ষম ছিলেন এবং ছাহাবাগণ উহা বুঝিতে সমর্থ হইতেন, তথাপি আল্লাহ অন্য প্রকার উত্তর প্রদান করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেছেন যে, নবি (ছাঃ) লোকদিগকে তাহাদের

ইহজগত ও পরজগতের কল্যাণদায়ক বিষয়গুলি শিক্ষা প্রদান মানসে প্রেরিত হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার নিকট এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকার প্রশ্ন করা অনুচিত এবং উহাতে তাহাদের কোন লাভ নাই। এইরূপ ফলশূন্য প্রশ্ন করা বৃথা সময় নষ্ট করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। পাঠক, মনে রাখিবেন, দার্শনিক পণ্ডিতেরা এরূপ অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন—যাহা কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহাদের প্রাচীন দল যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী দল তাহার খণ্ডন করিয়াছেন, কাজেই তাহাদের কোন দলের মতের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। যদি তাহাদের কোন মত শরিয়ত প্রবর্ত্তকের মতের বিপরীত হয়, তবে উহা কিছুতেই মুছল-মানগণের নিকট গ্রহণীয় হইতে পারে না, আর যদি তাহাদের মতটি শরিয়ত প্রবর্ত্তকের মতের সহিত সামঞ্জস্য করা সম্ভব হয়, তবে ইহা দোষণীয় নহে। দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, চন্দ্রের সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী হওয়ার কারণে এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাদের এইরূপ ধারণার যে অকাট্য প্রমাণ নাই, বরং ইহা যে কল্পনা প্রসূত, তাহা ছৈয়দ মোহাম্মদ আলুছি বাগদাদী তফছিরে রুহোল মায়ানির ১।৩৮০ পৃষ্ঠায় ও এমাম রাজি, তফ-ছিরে-কবিরের ২।১৪৯।১৫০ পৃষ্ঠায় সপ্রমাণ করিয়াছেন।

ইসলামের পূর্ব্ব জামানায় লোকে হজ্জের এহ্‌রাম বাঁধিলে, গৃহের পশ্চাদ্দিক হইতে গৃহে প্রবেশ করিত, যে কেহ গৃহের দ্বারদেশ হইতে গৃহে প্রবেশ করিত, তাহাকে দুষক্রিয়াশীল বলিয়া অভিহিত করা হইত। ইসলামে উক্ত প্রথা বাতীল করার জন্য এই আয়ত নাজিল হয় যে, গৃহের পশ্চাৎভাগ হইতে গৃহে প্রবেশ করা সৎকার্য্য নহে, বরং যে ব্যক্তি সমস্ত গোনাহ ও দুষ্প্রবৃত্তি হইতে বিরত থাকে, সেই ব্যক্তিই সৎ বলিয়া অভিহিত হইবে। তোমরা গৃহ গুলির দ্বারদেশ হইতে উহাতে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয়

কর, তাহা হইলে তোমরা সত্য পথ প্রাপ্ত হইতে সফলকাম হইবে। —আহঃ ৭৯, রুঃ, মাঃ, ৩৮১। ৩৮২।

( ১৯০ ) হজরত নবি (ছা.) 'ওমরা' করার ইচ্ছায় মদিনা শরিফ হইতে রওয়ানা হইয়া মক্কা শরিফের নিকটস্থ হোদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, মক্কার মোশরেকেরা তাঁহাকে তথায় প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করিয়াছিল, অবশেষে এই শর্তে হজরত নবি (ছাঃ) ও মোশরেকদিগের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় যে, তিনি আগত বৎসরে মক্কা শরিফে আগমন করিবেন, তাহারা তিন দিবসের জন্ম কা'বা গৃহের তওয়াফ করিতে তাঁহাকে অনুমতি দিবে। পর বৎসরে হজরত নবি (ছাঃ) ও তাঁহার ছাহাবাগণ বিগত সনের 'ওমরা' কাজা করিতে আয়োজন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যদি কোরাএশগণ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তাঁহাদিগকে কাবা গৃহের তওয়াফ করিতে বাধা প্রদান করে এবং জেল-কাদ মাসে হারাম শরিফে তাঁহাদের সহিত সংগ্রাম করে, তবে মুছলমানগণের পক্ষে তাহাদের সহিত সংগ্রাম করা জায়েজ হইবে কি না? সেই সময় কোরআন শরিফের এই আয়ত ও নিম্নোক্ত কয়েকটি আয়ত নাজিল হয়।

আয়তের অর্থ এই ;—যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সংলিপ্ত হয়, তোমরাও তাহাদের সহিত সংগ্রাম কর। রবি বেনে আনাছ বলিয়াছেন, জেহাদ সম্বন্ধে মদিনা শরিফে প্রথম এই আয়ত নাজিল হয়, যাহারা হজরতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে সংলিপ্ত হইত হজরতও তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেন, আর যাহারা হজরতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করিত, হজরতও তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেন না।

আহমদীতে লিখিত আছে, যাহারা তোমাদের সহিত সংগ্রাম করিতে সক্ষম, কেবল তাহাদের সহিত সংগ্রাম কর, আর স্ত্রীলোক,

বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, অন্ধ ও খঞ্জ, এইরূপ যাহারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম নহে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তোমরা আল্লাহতায়ালার নির্দ্ধারিত সীমা অতিক্রম করিও না। ছহিহ, মোছলেমে হজরত নবি ( ছাঃ ) এর এই হাদিছটি উল্লিখিত হইয়াছে—তোমরা খোদার পথে জেহাদ কর, ধর্ম্মদ্রোহিদিগের সহিত সংগ্রাম কর, সীমা অতিক্রম করিও না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করিও না, তাহাদের নাসিকা, কর্ণ কর্ত্তন করিও না, বালক ও তাপসদিগকে হত্যা করিও না। অন্য হাদিছে স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধ দিগকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। হাছান বাছরি ( রাঃ ) বলিয়াছেন, য়িহুদী খ্রীষ্টান বিদ্বান ও তাপসগণকে হত্যা করা, বৃক্ষগুলি দগ্ধীভূত করা ও বিনা যুক্তিযুক্ত কারণে জন্তু হত্যা করা উপরোক্ত আয়তে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তৎপরে আল্লাহ বলিয়াছেন, আল্লাহ সীমাতিক্রমকারিগণকে ভালবাসেন না। কঃ, ২।১৫৩, এবং, কঃ, ২।২১ ও আহমদী, ৮০।৮১ পৃষ্ঠা। উপরোক্ত আয়তে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম ও আত্মরক্ষার্থে মুছলমানগণ জেহাদ করার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অক্ষম লোকদিগের বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপরোক্ত বিবরণে ইছলামের উপর যে অযথা যুদ্ধ সমর্থন করার অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা বাতীল হওয়া সপ্রমাণ হইয়া গেল।

১৯১। জেহাদ আরম্ভ হইয়া গেলে, যাহারা প্রথমে তোমাদের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদিগকে তোমরা যে স্থানেই পাও হত্যা কর এবং তোমাদিগকে যেরূপ মক্কা শরিফ হইতে তাহারা বহির্গত করিয়া দিয়াছিল, তোমরাও তাহাদিগকে তথা হইতে বহির্গত করিয়া দাও। এবং মুছলমানদিগকে স্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে ভীতি প্রদর্শন করা, অন্যথায় তাহাদিগকে স্বদেশ

ও মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য করা তাহাদের প্রাণহত্যা অপেক্ষা গুরুতর গোনাহ। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলেন, শেরেক করিলে, জগতে অশান্তি, অত্যাচার ও বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়, ইহা প্রাণ হত্যা করা অপেক্ষা গুরুতর কেননা শেরেক করাতে মানুষ চিরদোজখী হয় এবং প্রাণহত্যা মহা গোনাহ হইলেও ইহা লোককে চিরদোজখী করে না।

মুছলমানদিগকে মছজেদোল-হারামে এবাদত করিতে নিষেধ করা প্রাণহত্যা অপেক্ষা মহা গোনাহ। তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদি তাহারা মছজেদোল-হারামের নিকট তোমাদের সহিত সংগ্রাম না করে, তবে তোমরাও তথায় তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিও না। আর যদি তাহারা তথায় তোমাদের সহিত সংগ্রাম করে, তবে তোমরাও তাহাদিগকে হত্যা কর, ইহাই কাফেরদিগের উচিত শাস্তি। কঃ, ২।১৫৪।১৫৫।

১৯২। যদি তাহারা যুদ্ধ কিম্বা শেরেক হইতে নিরস্ত হয়, তবে আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং তাহাদের উপর দয়া অনুগ্রহ করিবেন। কঃ, ২।১৫৫।

১৯৩। মোশরেকেরা মক্কা শরিফে হজরত নবি (ছাঃ) এর ছাহাবাগণকে প্রহার করিত এবং যন্ত্রণা প্রদান করিত, এমন কি তজ্জন্য তাঁহারা একবার আবিসিনিয়াতে (হাবশ দেশে) এবং দ্বিতীয় বার মদিনা শরিফে হেজরত করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মোশরেকদিগের এইরূপ ফাছাদ করার উদ্দেশ্য কেবল মুছলমান-দিগকে ইছলামচ্যুত করিয়া কাফেরিতে পরিণত করা। সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়। আয়তের অর্থ এই যে, "তোমরা কাফেরদের সহিত সংগ্রাম কর, তাহা হইলে তাহাদের উপর পরাক্রান্ত হইতে পারিবে, তাহারা তোমাদিগকে ধর্মভ্রষ্ট করিতে

পারিবে না এবং তোমরা একমাত্র খোদার ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং সেই প্রকৃত উপাস্য খোদার এবাদত প্রচলিত হইবে। যদি মোশরেকেরা এইরূপ অশান্তি স্থাপন ও শেরেক হইতে বিরত থাকে, তবে অত্যাচারিগণ ব্যতীত তাহাদিগকে হত্যা করিও না।" রু, মাঃ, ১।৩৮৩, কঃ, ২।১৫৬।

১৯৪। হজরত এবনো আব্বাছ, মোজাহেদ ও জোহাক প্রমুখ বিদ্বানগণ এই আয়তের অর্থে বলিয়াছেন—হজরত নবি (ছাঃ) হিজরীর ষষ্ঠ সনে জেল-কা'দ মাসে কা'বা গৃহ তওয়াফ করা উদ্দেশ্যে হোদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, মোশরেকেরা এই তওয়াফ কার্য্যে বাধা প্রদান করে এবং উভয় দলের মধ্যে এই শর্তে সন্ধি স্থাপিত হয় যে, সপ্তম হিজরীর জেল-কা'দ মাসে হজরত নবি ( ছাঃ ) তিন দিবস কা'বা গৃহের তওয়াফ করিবেন। হজরত ( ছাঃ ) সপ্তম সনে মক্কা শরিফে আগমন করিয়া 'ওমরা' করিতে আরম্ভ করিলে, এই আয়ত নাজিল হয়। আয়তের অর্থ এই "হে মোহাম্মদ, তুমি যে মাসে এবং যে স্থানে যুদ্ধ করা হারাম সেই মাসে ও সেই স্থানে প্রবেশ করিয়াছ, আর কোরাএশেরা গত বৎসরে এই মাসে তোমাকে 'ওমরা' করিতে বাধা প্রদান করিয়াছিল, কাজেই এই সম্মানিত মাস, সেই সম্মানিত মাসের বিনিময় হইল।"

হাছান বাছীর বলিয়াছেন, কাফেরেরা যখন শ্রবণ করিল যে, আল্লাহ হজরত নবি (ছাঃ) কে কয়েকটি সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তখন হজরত উক্ত মাস সমূহে যুদ্ধ করিবেন না, এই ধারণায় মোশরেকেরা হজরতের সহিত সংগ্রাম করার সঙ্কল্প করিল। সেই সময় আল্লাহ এই আয়ত অবতারণ করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, সম্মানিত মাসের পরিবর্তে সম্মানিত মাস—অর্থাৎ যদি মোশরেকেরা এই মাসে তোমাদের প্রাণহত্যা হালাল

( বৈধ ) মনে করে, তবে তোমরাও তাহাদের প্রাণহত্যা করা হালাল জান।

একদল আকায়েদতত্ত্ববিদ্ বিদ্বান এই আয়তের মর্ম্মে উল্লেখ করিয়াছেন, যখন এই সম্মানিত মাস মোশরেকদিগকে ধর্ম্মদ্রোহিতা অশান্তি ও অত্যাচার ইত্যাদি অপকর্ম হইতে বাধা প্রদান করিল না, তখন উহা মুছলমানদিগকে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে বাধা প্রদান করিবে কেন?

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন,—"সম্মানিত বিষয়গুলির বিনিময় আছে।" ইহার তিন প্রকার অর্থ আছে, প্রথম সম্মানিত মাস সম্মানিত শহর, সম্মানিত 'ইহরাম'—যখন মোশরেকেরা ষষ্ঠ হিজরীতে এই ত্রিবিধ সম্মানিত বিষয়ের সম্মান নষ্ট করিল, তখন তোমরাও ইহার কাজা আদায় করিয়া বিনিময় গ্রহণ করিলে। দ্বিতীয় যদি মোশরেকেরা উক্ত বিষয়গুলির সম্মান নষ্ট করিয়া তোমাদের সহিত সংগ্রাম করে, তবে তোমরাও তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিও। তৃতীয় উক্ত বিষয়গুলির সম্মান পরস্পরের তুল্য, যদি মোশরেকগণকে উহা কাফেরি ও যুদ্ধ করিতে বাধা প্রদান না করে, তবে মুছলমানদিগকে উহা যুদ্ধ করিতে বাধা প্রদান করিবেনা।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যে কেহ তোমাদের উপর অত্যাচার করে, তোমরাও সেই অনুপাতে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিও এবং আল্লাহকে ভয় করিয়া তদতিরিক্ত অত্যাচার করিও না। আল্লাহ ধর্ম্মভীরুদিগের সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কঃ, ২।১৫৬।১৫৭।

১৯৫। আল্লাহ যুদ্ধ করার আদেশ নাজিল করেন, কিন্তু বিনা অস্ত্র ও যুদ্ধসম্ভার ব্যতীত যুদ্ধ করা সম্ভব নহে, আর ইহার জন্য অর্থের আবশ্যক, অনেকক্ষেত্রে অর্থশালী লোক যুদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া থাকে এবং যুদ্ধ-সক্ষম বীর পুরুষ, দরিদ্র হইয়া থাকে,

এই জন্য আল্লাহ্ অর্থশালীদিগকে যুদ্ধ করিতে সক্ষম এরূপ দরিদ্র-দিগকে দান করিতে আদেশ প্রদান করেন।

যে সময় ১৯৪ নম্বরের আয়ত নাজিল হয়, সেই সময় একজন লোক বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আল্লাহতায়ালার শপথ, আমাদের পাথেয় নাই, কেহ আমাদিগকে খাদ্য প্রদান করে না, তৎশ্রবণে হজরত নবি (ছাঃ) খোদার পথে দান করিতে এবং কৃপণতা বর্জ্জন করিতে উপদেশ প্রদান করেন, আরও বলেন, যদি ইহাতে তাহারা অবহেলা করেন, তবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়। এস্থলে খোদার পথে যে দান করার কথা আছে- যদিও জেহাদ করা উপলক্ষ্যে উহা নাজিল হইয়াছে তথাচ হজ্জ, ওমরা, আত্মীয়তা বজায়, পরিজনের খোরাক, জাকাত, কাফ্ফারা, পথ প্রস্তুত, পুষ্করিণী খনন, সেতু নির্ম্মাণ, মাদ্রাছা প্রস্তুত ও মছজিদ নির্ম্মাণ ইত্যাদি বিষয়গুলিতে দান করাকে খোদার পথে দান করা বলা যাইবে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন —"তোমরা স্ব স্ব হস্তে নিজ-দিগকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করিওনা কিম্বা নিজেদের প্রাণকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করিওনা।" এই অংশের কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম এই যে, যদি তোমরা যুদ্ধ সম্ভার সংগ্রহ করিতে অর্থ দান না কর, তবে শত্রু দল তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হইয়া তোমাদিগকে ধ্বংস করিবে। দ্বিতীয়, যখন দান করিতে আদেশ করা হইয়াছে তখন হয় ত কেহ প্রাণের উচ্ছ্বাসে সমস্ত অর্থ দান করিয়া ফেলিবে, অবশেষে খাদ্য পানীয় ও পরিচ্ছদের অনাটনে ধ্বংসমুখে পতিত হইবে, সেই জন্য আল্লাহ বলিতেছেন, তোমরা অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ধ্বংসমুখে পতিত হইও না।

তৃতীয়, তোমরা জেহাদে অবহেলা করিও না, নচেৎ শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

চতুর্থ, একদল লোক বিনা পাথেয় যুদ্ধে যোগদান করিতেন, ইহাতে হয় ত তাঁহারা যোদ্ধাদের দলছাড়া হইতেন না হয় যোদ্ধাদের গলগ্রহ হইয়া পড়িতেন, এই জন্য আল্লাহ বিনা পাথেয় লোকদিগকে যুদ্ধে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, নচেৎ ক্ষুধা পিপাসায় ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা।

পঞ্চম, তোমরা বিনা বস্ত্রে ও অস্ত্রে যুদ্ধে যোগদান করিও না, নচেৎ তোমরা বিনষ্ট হইবে।

ষষ্ঠ, যদি কেহ যুদ্ধে শত্রুদিগকে জখম কিম্বা বিনষ্ট করার আশা রাখে, তবে তাহার শত্রুদলের মধ্যে প্রবেশ করা ওয়াজেব হইবে, আর যদি এইরূপ আশা না রাখে বরং তাহার নিজের প্রাণনাশের ধারণা বলবৎ হয়, তবে যুদ্ধে যোগদান করা উচিৎ নহে, এই জন্য আল্লাহ বলিতেছেন, যেস্থলে মুছলমানগণের প্রাণনাশ ব্যতীত কোন প্রকার সুফলের আশা না থাকে, সেইস্থলে তোমরা যুদ্ধ করিয়া ধ্বংসমুখে পতিত হইও না।

সপ্তম, তোমরা গোনাহ করিয়া নিরাশ হইয়া বলিও না যে, আল্লাহ কখনও তোমাদের গোনাহ মাফ করিবেন না। তফছিরে আহমদীতে আছে, যে কোন প্রকারে হউক নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা এই আয়ত দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে, যথা—স্বেচ্ছায় পানিতে ডুবিয়া মরা, অগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়া, বিষ পান করা, অস্ত্র দ্বারা প্রাণনাশ করা বা অন্যকে নিজের মুণ্ডপাত করিতে আদেশ দেওয়া, এইরূপ সমস্ত কার্য্যই এই আয়তে নিষিদ্ধ হইয়াছে, বিদ্বান সম্প্রদায়ের নিকট এই সাধারণ অর্থই প্রসিদ্ধ। এই আয়ত হইতেই ইহা সপ্রমাণ হয় যে, যে স্থানে মহামারী উপস্থিত হইয়াছে, তথায় প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তোমরা আল্লাহতায়ালার ফরজগুলি সুন্দররূপে সম্পাদন কর, নিজেদের কার্য্য ও স্বভাব সুন্দর

কর, দরিদ্রদিগের প্রতি দান কর এবং যাহাদের ভরণ পোষণের ভার তোমাদের উপর অর্পিত হইয়াছে, মধ্যম ধরণে তাহাদিগকে অর্থ দান কর। আল্লাহ এইরূপ পরোপকারী ও সজ্জনকে ভালবাসেন। আহমদী, ৮৪।৮৫, রুঃ, মাঃ, ১।৩৮৪।৩৮৫, খাজেন, ১।১৪৪ ও ১৪৫ কঃ, ২।১৫৮।১৫৯।

১৭৬। এই আয়তে আল্লাহ 'হজ্জ' ও ওমরার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, হজ্জ ও ওমরার অর্থ ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এমাম আবু হানিফার মজহাবে হজ্জের উপযুক্ত লোকের পক্ষে হজ্জ করা ফরজ, কিন্তু ওমরা করা সুন্নত, আর শাফেয়ি মজহাবে উভয় কার্য্য ফরজ।

যদি কেহ বলেন যে, হানাফি মজাহাবে হজ্জ ফরজ ও 'ওমরা' সুন্নত, কিন্তু আল্লাহ এইস্থলে উক্ত উভয় কার্য্য করিতে বলিয়াছেন, কাজেই হয় উভয় কার্য্য ফরজ হইবে, না হয় উভয় কার্য্য নফল হইবে, একটি ফরজ ও দ্বিতীয়টি সুন্নত নফল হওয়া কিরূপে সঙ্গত হইবে? তদুত্তরে এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, এস্থলে আল্লাহ বলিতেছেন, তোমরা হজ্জ ও ওমরা আরম্ভ করিয়া উহা পূর্ণ করিবে, ফরজ আরম্ভ করিলে, যেরূপ উহা সমাপ্ত করা ফরজ হয়, সেইরূপ ওমরা যদিও সুন্নত নফল হয়, তবু উহা আরম্ভ করিলে, সমাপ্ত করা ফরজ হইবে। মূল কথা, এই আয়তে বুঝা যায় যে, হজ্জ ও ওমরা আরম্ভ করিলে, উহা সমাপ্ত করা ফরজ, কিন্তু হজ্জ ও ওমরা করা ফরজ কিম্বা নফল, তাহা এই আয়তে বুঝা যায় না, অবশ্য অন্য আয়তে হজ্জ করা ফরজ হওয়ার প্রমাণ আছে। হজরত নবি (ছাঃ) একজন অরণ্যবাসীকে ইস্‌লামের 'আরকান' শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি হজ্জ ব্যতীত অন্য বিষয়কে নফল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। শাফেয়ি, আবদুর-রাজ্জাক, এবনো-আবি-শায়েবা, আব্দবেনে হোমাএদ ও এবনো-

মাজা যে হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন এবং তেবরানী, জাবেরের ছনদে যে হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতে হজ্জের ফরজ হওয়া ও 'ওমরা'র' ছুন্নত নফল হওয়া সপ্রমাণ হয়।

আরও হানাফিগণ বলেন, উক্ত আয়তের এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে, তোমরা হজ্জ ও ওমরা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সম্পাদন কর, উভয়ের রোকন ও শর্ত্তসহ বিনা ত্রুটি ও শৈথিল্যে পার্থিব স্বার্থ শূন্য হইয়া বিশুদ্ধ সংকল্পে (খ'াটি নিয়তে) উভয় কার্য্য সমাপন কর। 'ওমরা' ছুন্নত হইলেও উহার রোকন ও শর্ত্তগুলি ফরজ, যেরূপ নামাজ নফল হইলেও উহাতে কোর-আন পাঠ ফরজ। মূল কথা, ইহাতে ওমরার ফরজ হওয়া সপ্রমাণ হয় না।

হজ্জ ও 'ওমরা' তিন প্রকার, হজ্জ পৃথকভাবে করা এবং ওমরা পৃথক ভাবে করা, ইহাকে ইফরাদ বলা হয়। দ্বিতীয় হজ্জ ও ওমরা উভয়ের জন্য এক সঙ্গে ইহরাম করিয়া প্রথমে ওমরার কার্য্যগুলি করিবে—অর্থাৎ কা'বা গৃহের চারিদিকে সাতবার তওয়াফ করিবে, ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাতবার ত্রস্তভাবে গমন করিবে, তৎপরে হজ্জের আহকাম আদায় করিবে—অর্থাৎ কা'বাগৃহের তওয়াফ কদুম করিবে, ছাফা মারওয়ার মধ্যে সাতবার ত্রস্তভাবে গমন করিবে, তৎপরে আরফাত প্রান্তরে উপস্থিত হইবে, তৎপরে মোজদালেফাতে রাত্রিবাস করিবে, পরে মিনার তিনটি স্তম্ভে নির্দিষ্ট পরিমাণ কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে, পরে মস্তক মুণ্ডন করিবে কিম্বা চুল ছাটিবে, অবশেষে কা'বা গৃহের বিদায় তওয়াফ করিবে, ইহাকে 'কেরান' বলা হয়।

তৃতীয়, ওমরা'র ইহরাম বাঁধিবে, তৎপরে মক্কা শরিফে প্রবেশ করিয়া কা'বাগৃহের তওয়াফ করিবে, তৎপরে ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাতবার ত্রস্তভাবে গমন করিবে, তৎপরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া কিম্বা চুল ছাটিয়া ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়গুলি ভোগ করিবে।

তৎপরে মক্কা শরিফে হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া হজ্জের কার্য্যগুলি সমাধা করিবে, ইহাকে 'তামাত্তো' বলা হয়।

এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, 'কেরান' করা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এমাম শাফেয়ি ও মালেক (রঃ) 'ইফরাদ'কে সর্ব্বোত্তম ও এমাম আহমদ (রঃ) 'তামাত্তো'কে সর্ব্বোত্তম বলিয়াছেন। কোর-আন শরিফের আয়তের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে এমাম আজমের মতটি সমধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদি তোমরা হজ্জ কিম্বা ওমরার 'ইহ্‌রাম' বাঁধিয়া উহা সমাপন করিতে বাধা প্রাপ্ত হও এবং ইহ্‌রাম হইতে বাহির হইতে চাও, তবে তুমি সহজসাধ্য একটি জন্তু উট হউক, গরু হউক কিম্বা ছাগল হউক, জবাহ করিয়া চুল মুণ্ডন করিয়া ফেলিলে, ইহ্‌রাম হইতে বাহির হইবে।

'ওহছেরতোম' احصرتم শব্দ احصار 'ইহ্‌ছার' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ লইয়া মতভেদ হইয়াছে। এমাম শাফেয়ি (রঃ) বলিয়াছেন, কেবল শত্রু কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলে, উহাকে 'ইহছার' বলা হয়, আর এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রকার বাধা প্রাপ্ত হওয়াকে 'ইহ ছার' বলা হইবে। যদি কেহ পীড়িত হইয়া বাদশাহ কর্ত্তৃক বা কোন শত্রু কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া পাথেয় শেষ হওয়ায় কিম্বা স্ত্রীলোকের মহরম ব্যক্তির মৃত্যুতে হজ্জ বা ওমরার 'ইহ্‌রাম' বাঁধিয়া উহা সমাধা করিতে না পারে, তবে তাহার পক্ষে একটি জন্তু জবাহ করিয়া ইহ্‌রাম খুলিতে হইবে। এমাম রাজি বলিয়াছেন, এমাম আজমের মতটি আভিধানিক পণ্ডিতগণের মত দ্বারা সমর্থিত হয় এবং ইহাই সমধিক প্রকাশ্য। হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যদি কেহ পড়িয়া গিয়া হস্তপদ ভগ্ন বা চলৎ শক্তি রহিত হইয়া থাকে, তবে ইহ্‌রাম খুলিয়া ফেলিবে এবং আয়েন্দা সনে হজ্জ করিবে। এই হাদিছে এমাম

আজমের মত সপ্রমাণ হয়।

আয়তে যে هَدْى 'হাদ্‌ইওন' শব্দ আছে, উহা هَدِيَّةٌ 'হাদিয়াহ' শব্দের বহুবচন, উহার মূল অর্থ উপঢৌকন, যেরূপ উপঢৌকন একজনের নিকট হইতে অন্যের নিকটে পৌঁছিয়া থাকে। সেইরূপ কোরবানির পশু হাজীর নিকট হইতে কা'বাগৃহের নিকট পৌঁছিয়া থাকে, এই জন্য উক্ত পশুকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই কোরবানির পশু উট, গরু ও ছাগল হইতে পারে।

এমাম শাফেয়ি (রঃ) বলিয়াছেন, যে স্থানে বাধা প্রাপ্ত হয়, উহা হেরম শরিফের বাহির হইলেও তথায় উক্ত জীব জবাহ করা জায়েজ হইবে, কেননা হজরত নবি (ছাঃ) হোদায়বিয়াতে 'ওমরা' করার বাধা প্রাপ্ত হইয়া তথায় উক্ত জীব জবাহ করিয়াছিলেন। এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, হেরম শরিফ ব্যতীত অন্য স্থানে উক্ত পশু জবাহ করা জায়েজ হইবে না, কেননা আল্লাহ কোর-আন মজিদের অন্যত্রে বলিয়াছেন, ثم محلها الى البيت العتيق هديا بالغ الكعبة ইহাতে বুঝা যায় যে, উক্ত পশু হেরম শরিফের মধ্যে জবাহ করা জরুরী। আর হজরত নবি (ছাঃ) যে হোদায়বিয়াতে জবাহ করিয়াছিলেন, উক্ত স্থানটিও হেরম শরিফের অন্তর্গত ছিল। জুহরির রেওয়াএতে ইহাই সপ্রমাণ হয়। মক্কা শরিফের পার্শ্ববর্ত্তী যে নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলিতে জন্তু শিকার করা বা তথাকার বৃক্ষ কর্ত্তন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান-গুলিকে 'হেরম' বলা হয়, তদ্ব্যতীত সমস্ত দেশকে 'হেল্ল' বলা হয়।

এমাম আজম (রঃ) বলিয়াছেন, নিজে কোরবানির জীবকে হেরম শরিফে পৌঁছাইতে না পারিলে, অন্য লোকের দ্বারা

পাঠাইয়া দিবে এবং একটি দিনও সময় স্থির করিয়া দিবে যে, অমুক দিবস অমুক সময়ে কোরবানি করিবে। যখন সেই বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ধারণা করিবে যে, সেই প্রেরিত পশুটি জবেহ্ স্থলে পৌঁছিবার পরে জবেহ্ করা হইয়াছে, তখন মস্তক মুণ্ডন করিয়া ফেলিবে, আর স্ত্রীলোকের মস্তক মুণ্ডন করা জায়েজ নহে, সে কেবল এক অঙ্গুলি পরিমাণ চুল কাটিয়া ফেলিবে। আর যে ব্যক্তি 'কেরান' কিম্বা 'তামাত্তো'র ইহরাম বাঁধিয়াছিল, সে ব্যক্তি যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে দুইটি পশু জবেহ্ করিবে। হানাফী মজহাবে যে হজ্জ কিম্বা ইহরামের বাধা হইয়াছিল, উক্ত বাধা দূরীভূত হইয়া গেলে উহার কাজা করা ওয়াজেব হইবে, কেননা হজরত নবি (ছাঃ) ও তাঁহার ছাহাবাগণ যে 'ওমরা' করিতে গিয়া হোদায়বিয়া নামক স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাহার পর বৎসরে সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং উহাকে 'ওমরাতোল-কাজা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

আর যদি কেহ হজ্জ ও ওমরার 'ইহরাম' বাঁধিয়া বিনা বাধায় উক্ত হজ্জ ও ওমরা নষ্ট করিয়া থাকে, তবে তাহার পক্ষে কি করা উচিত, তাহা এইস্থলে উল্লিখিত না থাকিলেও উপরোক্ত প্রকার হুকুম হইবে।

উপরোক্ত বিবরণে সপ্রমাণ হইল যে, যতক্ষণ কোরবানির পশু কোরবানির স্থানে উপস্থিত ও জবেহ্ করা না হয়, ততক্ষণ চুল মুণ্ডন করা জায়েজ নহে, কিন্তু যদি কেহ এরূপ পীড়িত হয় যে, তাহার পক্ষে চুল মুণ্ডন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, কিম্বা তাহার মস্তকে বেদনা, জখম (ক্ষত) কিম্বা ছারপোকা থাকে, তবে সে কি করিবে, আল্লাহতায়ালা তজ্জন্য বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি পীড়িত হয় কিম্বা তাহার মস্তকে জখম বা যন্ত্রণাদায়ক কীট থাকে, তবে সে ব্যক্তি উক্ত পশু জবেহ্ স্থলে প্রেরণ না করিয়াও মস্তক মুণ্ডন

করিয়া ইহরাম খুলিবে, কিন্তু তাহাকে 'ফিদ্‌ইয়া' দিতে হইবে। হজরত কা'ব (রাঃ) বলিয়াছেন, হোদায়বিয়াতে হজরত নবি (ছাঃ) আমার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, আমার মস্তকের কেশে অনেক ছারপোকা ও উকুনের ডিম রহিয়াছে এবং উহা আমার চেহারার উপর পড়িতেছে। তখন তিনি বলিলেন, তোমার মস্তকের কীটগুলি কি তোমাকে কষ্ট দিতেছে? আমি বলিলাম হাঁ। হজরত বলিলেন, তুমি তোমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া ফেল। সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়।

এই আয়তে এরূপ লোকের পক্ষে তিন প্রকার ফিদ্‌ইয়া দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রথম রোজা রাখা, দ্বিতীয় ছদ্‌কা দেওয়া ও তৃতীয় পশু জবেহ্‌ করা। ছহিহ্‌ বোখারি, মোছলেম আবু দাউদ ও তেরমেজিতে একটি হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে, তোমরা তিনটি রোজা রাখ, কিম্বা ছয়টি দরিদ্রকে তিন ছায়া খোর্মা দান কর, অথবা একটি পশু জবেহ কর। অন্যান্য হাদিছে ছাগল জবেহ্‌ করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মূল কথা, উক্ত তিন প্রকারের মধ্যে কোন এক প্রকার করিলে জায়েজ হইবে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যখন তোমরা নির্ভয়ে থাক, কিম্বা তোমাদের বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হইয়া যায়, তৎপরে তোমাদের মধ্যে যে কেহ 'তামাত্তো' ভাবে হজ্জ ও ওমরা করে, তাহার উপর একটি সহজসাধ্য পশু জবেহ করা ওয়াজেব, উহা ছাগল হউক, গরু হউক, কিম্বা উট হউক। এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, ইহা এবাদতের মধ্যে গণ্য, উহা কোরবানির দিবসে জবেহ করিবে এবং কোরবানি-কারী নিজে উহা ভক্ষণ করিতে পারিবে।

এমাম শাফেয়ি (রঃ) বলেন, উহা কাফ্‌ফারার পশু, হজ্জের 'ইহরাম' বাঁধিবার পর হইতে কোরবানির দিবসের অগ্রে কিম্বা পরে

উহা জবেহ্ করা জায়েজ হইবে এবং কোরবানিকারী উহা ভক্ষণ করিতে পারিবে না।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদি কেহ কোরবানি করিতে না পারে, তবে দশটি রোজা তাহার পক্ষে ওয়াজেব, তিনটি হজ্জের মাস গুলির মধ্যে, কিন্তু উভয় ইহরামের মধ্যে হওয়া জরুরী। ইহাতে বুঝা যায় যে, যদি কেহ ওমরার ইহরাম খুলিয়া হজ্জের ইহরামের পূর্ব্বে উক্ত রোজা করে, তবে জায়েজ হইবে।

এমাম শাফেয়ি (রঃ) বলেন, হজ্জের ইহরাম বাঁধিবার পূর্ব্বে উক্ত তিনটি রোজা জায়েজ হইবে না, হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া উহার কার্য্যগুলি করার সময় উক্ত তিনটি রোজা রাখিবে।

জেল-কা'দ মাসের ৭।৮।৯ই এই তিন দিবস উক্ত রোজা রাখা মোস্তাহাব। ১০ই হইতে তশরিকের শেষ দিবস পর্য্যন্ত উক্ত তিনটি রোজা রাখা এমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ির মতে না জায়েজ, কেবল এমাম মালেক উহা জায়েজ বলিয়াছেন। যদি ৯ই তারিখের মধ্যে উক্ত রোজা তিনটি আদায় করিতে না পারে, তবে এমাম আজমের মতে পশু জবেহ করাই ওয়াজেব হইবে, কিন্তু এমাম শাফেয়ির মতে উক্ত রোজা তিনটি কাজা করিয়া লইবে।

হজ্জের কার্য্যগুলি সমাপ্ত করিয়া মক্কা শরিফে থাকাকালে হউক কিম্বা স্বদেশে উপস্থিত হওয়া কালে অবশিষ্ট সাতটি রোজা করিবে। ইহা এমাম আজমের মত। এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন স্বদেশে পৌঁছিবার অগ্রে উক্ত সাতটি রোজা করিলে, জায়েজ হইবে না।

আল্লাহ এস্থলে কেবল 'তামাত্তো' কারীর প্রতি একটি কোরবানি, অভাব পক্ষে দশটি রোজা করার হুকুম করিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে কেরানের কথা উল্লেখ করেন নাই, এমাম আজমের মতে কেরানের উক্ত প্রকার হুকুম হইবে।

তৎপরে আল্লাহ্‌ বলিতেছেন, যাহার পরিজন মছজেদোল-হারামের নিকট উপস্থিত না থাকে, তাহার পক্ষে 'তামাত্তো' করা জায়েজ হইবে, এমাম আবু হানিফা (রঃ) উহার এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম শাফেয়ি উহার অর্থে বলিয়াছেন, যাহার পরিজন মছজেদোল-হারামের নিকট উপস্থিত না থাকে, তাহার প্রতি কোরবানি, অভাব পক্ষে দশটি রোজা ওয়াজেব হইবে, কিন্তু যদি এমাম শাফেয়ির মতানুযায়ী আয়তের প্রকৃত অর্থ হইত, তবে لمن না হইয়া على من হইত। ইহাতে বুঝা যায় যে, কোর-আনের শব্দের হিসাবে এমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ-আলায়হের মতই সমধিক যুক্তি-যুক্ত। মছজেদোল-হারামের নিকট পরিজনের উপস্থিত থাকার অর্থ কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, মিকাতের বাহিরে যাহার বাসস্থান হয়, সেই ব্যক্তির পক্ষে 'তামাত্তো' করা জায়েজ হইবে, আর উহার মধ্যে যাহার বাসস্থান হয়, তাহার পক্ষে উহা জায়েজ নহে। এইরূপ 'কেরাণ' করার ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। 'জোল-হোলায়ফা', 'ইলামলাম', 'জোহফা' 'করণ' ও 'জাতে-ইরক' ইত্যাদি স্থানে হজ্জযাত্রিরা ইহরাম বাঁধিয়া থাকেন, উক্ত ইহরাম বাঁধার স্থল গুলিকে 'মিকাত' বলা হইয়া থাকে। এমাম শাফেয়ি (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মক্কা শরিফ হইতে 'কছর' পরিমাণ দূরে অবস্থিতি করে, তাহার প্রতি কোরবানি, অভাব পক্ষে দশটি রোজা রাখা ওয়াজেব হইবে, আর তাহার কম পরিমাণ পথে অবস্থিতি করিলে তাহার প্রতি উহা ওয়াজেব হইবে না। মূল কথা, এস্থলে দুইটি বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে, প্রথম এই যে, মছজেদোল-হারামের নিকট হওয়ার অর্থ কি? দ্বিতীয় যে ব্যক্তি মছজেদোল-হারামের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি না করে, তাহার পক্ষে কি ব্যবস্থা হইয়াছে?

একদল ছাহাবা ও তাবেরি বলিয়াছেন, হেরম শরিফের মধ্যস্থিত লোকের পক্ষে 'তামাত্তো' করা জায়েজ হইবে না, তদ্ব্যতীত সকলের পক্ষে উহা জায়েজ হইবে।

এমাম আতা ও মকহুল বলিয়াছেন, মিকাতের মধ্যস্থিত লোকের পক্ষে উহা জায়েজ হইবে না।

এবনো-জরির ও এবনো-জোরায়জের মতে কছর পরিমাণ দূরস্থিত লোকের পক্ষে উহা জায়েজ হইবে, তদপেক্ষা কম পথে যে ব্যক্তি অবস্থিতি করে, তাহার পক্ষে উহা জায়েজ হইবে না।

তফছির এবনো-জরির তফছির এবনো-কছির ও দোরে-মনছুরে বহু বিদ্বান হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এস্থলে কাহার পক্ষে 'তামাত্তো' করা জায়েজ, কিম্বা না জায়েজ, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই এমাম আবু হানিফার মনোনীত মর্ম্ম। কেবল এমাম শাফেরি (রঃ) বলেন, এস্থলে কোরবানির কিম্বা দশটি রোজার ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহ তোমাদিগকে যাহা আদেশ বা নিষেধ করিয়াছেন, তোমরা তৎসম্বন্ধে আল্লাহতায়ালার ভয় কর। আর যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার আদেশ লঙ্ঘন করে এবং নিষিদ্ধ বিষয় করিতে থাকে, তিনি তাহার পক্ষে কঠিন শাস্তি-দাতা,—এবঃ, কঃ, ২।১৭—৩৫, এবঃ জঃ, ২।১০৪—১৪৪, দোঃ, ১।২০৩—২১৭, কঃ, ২।১৪৮—১৭১ ; রুঃ, মাঃ, ১।৩৭৯—৩৯০ ; বঃ, ১।২১১—২২৫ ও আহমদী ৭৭—৯২।

২৫ শ রুকু ও ১৪ আয়ত।

(১৯৭) اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۗ وَمَا

تفعلوا من خير يعلمه الله ط وتزودوا فان خير الزاد

التقوى ز واتقون يا ولي الالباب ○ (১৯৮) ليس

عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ط فاذا افضتم

من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ص واذكروه

كما هدىكم ج وان كنتم من قبله لمن الضالين ○

(১৯৯) ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا

الله ط ان الله غفور رحيم ○ (২০০) فاذا قضيتم منا

سككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا ط

فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في

الاخرة من خلاق ○ (২০১) ومنهم من يقول ربنا

اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا

عذاب النار ○ (২০২) اولئك لهم نصيب مما كسبوا ط

وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ (২০৩) وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ

مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ

وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

(১৯৭) হজ্জ কয়েকটি সুবিদিত মাস, অনন্তর যে ব্যক্তি ঐ মাস সমূহে হজ্জ নির্দিষ্ট করিয়া লয়, যে হজ্জের মধ্যে স্ত্রী-সহবাস, অসৎকার্য্য ও কলহ করিবে না এবং তোমরা যে সৎকার্য্য কর, আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তোমরা পাথেয় গ্রহণ কর, কেননা (ভিক্ষা হইতে) বিরত থাকা উৎকৃষ্ট পাথেয় এবং হে জ্ঞানিগণ, তোমরা আমার ভয় কর। (১৯৮) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে অনুগ্রহ (জীবিকা) অনুসন্ধান করাতে তোমাদের পক্ষে কোন গোনাহ্ নাই, আর যখন তোমরা 'আরফাত' হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কর, তখন মোজদালেফার নিকট আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ কর এবং তিনি তোমাদিগকে যেরূপ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তোমরা তদ্রূপ তাঁহাকে স্মরণ কর এবং নিশ্চয়ই তোমরা ইতিপূর্ব্বে ভ্রান্তদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (১৯৯) এবং লোকে যে স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তোমরাও সেইস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কর এবং আল্লাহ-তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল দয়াশীল। (২০০) অনন্তর যখন তোমরা তোমাদের হজ্জের ক্রিয়া সকল সম্পন্ন কর, তখন যেরূপ তোমাদের পিতৃগণকে স্মরণ করিতে, সেইরূপ

কিম্বা তদপেক্ষা অধিকতর আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ কর, মনুষ্য-দিগের মধ্যে এরূপ লোক আছে যে বলিয়া থাকে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে ইহলোকেই দান কর এবং তাহার জন্য পরকালে কোন অংশ নাই। (২০১) এবং তাহাদের মধ্যে এরূপ লোক আছে যে বলিয়া থাকে, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদিগকে পৃথিবীতে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে দোজখের শাস্তি হইতে রক্ষা কর। (২০২) এইরূপ লোকেরা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহার অংশ তাহাদের জন্য রহিয়াছে এবং আল্লাহ অবিলম্বে হিসাব গ্রহণকারী। (২০৩) এবং তোমরা নির্দিষ্ট দিবস সমূহে আল্লাহকে স্মরণ কর, অনন্তর যে ব্যক্তি দুই দিবসের মধ্যে ত্বরা করে, তাহার পক্ষে গোনাহ নাই এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করে, তাহার পক্ষেও গোনাহ নাই (ইহা) ধর্ম্মভীরু ব্যক্তির জন্য; এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদিগকে তাঁহার নিকট সংগৃহীত করা হইবে।

টীকা—

১৯৭। এই আয়তে আল্লাহ কয়েকটি প্রসিদ্ধ মাসকে হজ্জের সময় বলিয়াছেন শওয়াল, জোল-কা'দ এই পূর্ণ দুই মাস ও জোল হাজ্জের দশ দিবস হজ্জের সময়, ইহা হজরত ওমার, আলি, এবনো-মছউদ, আবদুল্লাহ বেনে জোবাএর, এবনো আব্বাছ, আতা, তাউছ, মোজাহেদ, এবরাহিম নখয়ি, শা'বি, হাছান, এবনে-ছিরিন, মকহল, কাতাদা, জোহাক, রবি, মোকাতেল ও আবু ছওর প্রভৃতি বিদ্বানগণের মত, ইহাই এমাম আবু হানিফা ও আহমদ এমামদ্বয়ের মত।

এমাম শাফেয়ি বলেন, শওয়াল, জোল-কাদ এই পূর্ণ দুইমাস এবং জোল-হাজ্জের নয় দিবস ও ১০ই রাত্রি হজ্জের সময়।

এমাম মালেক পূর্ণ তিন মাসকে হজ্জের কার্য্য করার সময় বলিয়াছেন. উপরোক্ত তিন এমাম বিশিষ্ট বিশিষ্ট অর্থে তিন প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সকলের মতে ৯ই দিবাগত ১০ই রাত্রির মধ্যে আরফাতে উপস্থিত না হইলে, হজ্জ জায়েজ হইবে না।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি উক্ত মাস সমূহে ইহরাম বাঁধিয়া নিজের উপর হজ্জ লাজেম করিয়া লইয়াছে, সে ব্যক্তি স্ত্রী-সঙ্গম করিবে না, অথবা অশ্লীল কথা বলিবেন না, গোনাহ কার্য্য গুলি করিবে না, কটু কথা বলিবে না, লোককে মন্দ উপাধি দ্বারা আহ্বান করিবে না, সঙ্গী ও চাকরদিগের সহিত কলহ করিবে না।

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করিল, উহার মধ্যে স্ত্রী-সহবাস করিল না বা স্ত্রীর সহিত সহবাসের কথা উল্লেখ করিল না এবং গোনাহ কার্য্যগুলি করিল না, সে ব্যক্তি যে দিবস তাহার মাতা তাহাকে প্রসব করিয়াছিল, সেই দিবসের ন্যায় (বে-গোনাহ অবস্থায়) প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পুরুষের পক্ষে রেশমি বস্ত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ, কিন্তু নামাজের মধ্যে উহা সমধিক নিষিদ্ধ। এইরূপ সঙ্গীত করা নিষিদ্ধ, কিন্তু কোরআন শরিফ সঙ্গীতের স্বরে পাঠ করা সমধিক নিষিদ্ধ। এইরূপ যে যে বিষয় অন্যান্য সময় নিষিদ্ধ, হজ্জের সময় তৎসমস্ত অধিকতর নিষিদ্ধ।

এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, হজ্জের নিয়ত করিলেই ইহ্‌রাম সিদ্ধ হইয়া যাইবে। এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, কেবল নিয়ত করিলে, ইহরাম সিদ্ধ হইবে না, বরং উহার সঙ্গে লাব্বায়কা পড়িলে কিম্বা একটী কোরবানির জীব জবেহ স্থলে প্রেরণ করিলে ইহরাম সিদ্ধ হইবে। তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, হজ্জের নিষিদ্ধ কার্য্যগুলি ত্যাগ করার পরে সমস্ত প্রকার সৎকার্য্য কর, যে কোন

সৎকার্য্য তোমরা করিবে, আল্লাহ উহার সুফল প্রদান করিবেন।

একদল ইয়েমেনের অধিবাসী বিনা পাথেয় হজ্জ করিতে যাইতে নিজদিগকে খোদার উপর আত্মনির্ভরকারী বলিয়া দাবি করিত, তৎপরে লোকদের নিকট ভিক্ষা করিত, অনেক সময় লোকদের উপর অত্যাচার করিত এবং তাহাদের নিকট হইতে খাদ্য দ্রব্য কাড়িয়া লইত। এবনো-জায়েদ বলেন, একদল আরব হজ্জ ও ওমরা করা কালে পাথেয় গ্রহণ করা হারাম জানিত। হজরত এবনো-ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি ইহরাম কালে তাহাদের নিকট পাথেয় থাকিত, তবে তাহারা উহা নিক্ষেপ করিত, সেই সময় খোদা এই আদেশ প্রেরণ করেন,—"তোমরা পাথেয় গ্রহণ কর, কেননা লোকের নিকট ভিক্ষা না করা উৎকৃষ্ট পাথেয়।" আর একদল বিদ্বান উহার এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তোমরা যেরূপ পার্থিব কষ্ট নিবারণ কল্পে খাদ্য পানীয় ইত্যাদি পাথেয় গ্রহণ করিয়া থাক, সেইরূপ পর জগতের শাস্তি নিবারণ উদ্দেশ্যে পরহেজ-গারী রূপ পাথেয় সংগ্রহ কর, শেষোক্ত পাথেয় প্রথমোক্ত পাথেয় অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, হে জ্ঞানবান সকল, তোমরা আমাকে ভয় কর, ইহাই পরহেজগারির মূল উদ্দেশ্য।—কঃ, ২।১৭২—১৭৭, রুঃ, মাঃ, ১।৩৯০।৩৯১, এবঃ, জঃ, ২।১৪৫—১৫৮ ও এঃ, কঃ, ২।৩৫—৪৩।

১৯৮। ইতিপূর্ব্বে আল্লাহ হজ্জকালে কলহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ব্যবসা করা কালে কলহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, দ্বিতীয়, ইসলামের পূর্ব্ব জামানায় হজ্জকালে ব্যবসা করা হারাম বলিয়া গণ্য হইত। তৃতীয়, নামাজের সময় মোবাহ কার্য্য দূরে থাকুক অন্যান্য এবাদত কার্য্যও হারাম হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে হজ্জকালে ব্যবসা করা হারাম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। চতুর্থ, ইহ্‌রাম বাঁধিবার

পরে শীকার করা, সাধারণ বস্ত্র পরিধান করা, সুগন্ধি বস্তু ব্যবহার করা ও স্ত্রী-সহবাস করা ইত্যাদি হালাল কার্য্য হারাম হইয়া যায়, এই সমস্ত কারণে হজ্জকালে ব্যবসা বাণিজ্য করা হারাম হওয়ার ধারণা মুসলমানগণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, আরবের একদল লোক হজ্জ করার সময় ক্রয় বিক্রয় করা একেবারে ত্যাগ করিত এবং ব্যবসায়িদিগকে হাজী বলিয়া সম্বোধন করিত না, বরং তাহারা বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ উদ্ধার হর্ব্বলের সাহায্য ও ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্য দান করা নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করিত। হজরত এবনো ওমার (রাঃ) বলেন, একজন লোক হজরত নবী (ছাঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমরা উষ্ট্রচালক সম্প্রদায় লোকের নিকট হইতে উটের বেতন স্বরূপ টাকা লইয়া থাকি, কিন্তু একদল লোক ধারণা করে যে, আমরা হাজী নহি।

মোজাহেদ বলেন, লোকে ইছলামের পূর্ব্ব জামানায় আরাফাত ও মিনাতে ক্রয় বিক্রয় করিত না। 'ওকাজ', 'মোজান্না' ও 'জোল-মাজাজ' নামক বাজারগুলিতে লোকে হজ্জের সময় ব্যবসা করিত, ইহাতে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, মুছল-মানেরা হজরতের বিনা অনুমতিতে উহা করিতে দ্বিধাবোধ করিতে লাগিলেন, সেই সময় আল্লাহ এই আদেশ প্রেরণ করেন "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে উপজীবিকা অন্বেষণ করিবে, ইহাতে কোন দোষ নাই।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, আরবেরা হজ্জের সময় অন্য প্রকার সৎকার্য্য করা নিষিদ্ধ বলিয়া ধারণা করিত, তাহার প্রতিবাদে খোদাতায়ালা বলিতেছেন, আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ (রহমত) লাভ উদ্দেশ্যে ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্য দান, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার ও দুর্ব্বলের সাহায্য করাতে কোন দোষ নাই।

'আরফাত' 'আরফা' শব্দের বহু বচন, একটি বৃহৎ প্রান্তরকে উক্ত নামে অভিহিত করা হয়, 'আরফা' মা রেফাত শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত আদম (আঃ) বেহেশ্‌ত হইতে ছারান্দিপে ও হজরত হাওয়া (আঃ) জেদ্দাতে, নিক্ষিপ্ত হন, যখন আল্লাহ হজরত আদম (আঃ) কে হজ্জ করিতে হুকুম করেন, তখন তিনি আরাফাতে হজরত হাওয়া (আঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং একে অন্যকে চিনিতে পারেন, এই পরিচয়ের জন্য উক্ত স্থানটি আরাফাত নামে অভিহিত হইয়াছে।

হজরত এবরাহিম (আঃ) জিবরাইল (আঃ) এর শিক্ষায় হজ্জের আহকাম অবগত হইয়াছিলেন, সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন, হে ইব্রাহিম, কিরূপে তওয়াফ করিতে হইবে এবং কোন্ স্থানে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, তাহা তুমি কি অবগত হইতে পারিয়াছ? তিনি বলিয়াছেন, হাঁ, সেই জন্য উক্ত স্থানকে আরফাত বলা হইয়াছে।

যে সময় হজরত ইবরাহিম (আঃ) লোকদিগকে আহ্বান করার জন্য আজান দিয়াছিলেন, একদল তাঁহার আজানের উত্তর দিয়াছিল, আর একদল অস্বীকার করিয়াছিল, তখন আল্লাহ তাঁহাকে আরফাতের চিহ্ন উল্লেখ করিয়া তথায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। তখন তিনি আকাবা নামক স্থানের বৃক্ষের নিকট পৌঁছিলেন, তখন শয়তান তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিল, ইহাতে তিনি তকবির পাঠ করিতে করিতে শয়তানের উপর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করিলেন। তখন শয়তান তথা হইতে উড়িয়া গিয়া দ্বিতীয় 'জামারা'র (কঙ্কর নিক্ষেপ স্থলের) উপর বসিল এবং তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল। হজরত এব্রাহিম (আঃ) তকবির পাঠ করিয়া তাহার উপর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করিলেন, ইহাতে সে উড়িয়া গিয়া তৃতীয় জামারার উপর বসিল,

তখন তিনি ঐরূপ তাহার উপর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে তিনি জোল-মাজাজের নিকট উপস্থিত হইয়া উহা চিনিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি আরফাতে পৌঁছিয়া উহা চিনিতে পারিলেন। হজরত জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, তুমি কি হজ্জের স্থান চিনিতে পারিয়াছ? তিনি বলিলেন হাঁ, এই দুই কারণে উহাকে আরফাত বলা হয়, আর যখন তিনি সন্ধ্যাকালে "জাম।" নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন উহা মোজদালেফা নামে অভিহিত হইল।

জগতের হাজিদের একে অন্যের সহিত পরিচয় লাভ করার জন্য আরাফাতের ন্যায় অতি সুন্দর স্থান দ্বিতীয় আর নাই, এই জন্য উক্ত স্থানকে আরফাত বলা হয়। মোজদালেফা مزدلفه ইজদেলাফ ازدلاف হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ নিকটে আসা, একত্রিত হওয়া ও নৈকট্য লাভ করা, উহা মিনার নিকট, লোকে তথায় সমবেত হইয়া থাকে এবং আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য তথায় অবস্থিতি করে, এইজন্য উক্ত স্থানকে মোজ-দালেফা নামে অভিহিত করা হয়।

'মাশয়ার' مشعر শব্দের অর্থ চিহ্ন হারাম حرام শব্দের অর্থ এস্থলে সম্মানিত, একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, মোজদালেফা নামক স্থানকে 'মাশয়ারোল-হারাম' বলা হইয়াছে, আর একদল বলেন, মোজদালেফার শেষ সীমায় কোজাহ, قزح নামে যে পর্ব্বতটি আছে এবং যাহার উপর হজ্জের এমাম দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন, উক্ত পর্ব্বতটিকে 'মাশয়ারোল হারাম' বলা হইয়াছে।

আল্লাহ বলিতেছেন, যখন তোমরা হজ্জ কার্য্য উপলক্ষ্যে আরাফাত হইতে প্রত্যাগমন কর, তখন মোজদালেফার নিকট উপস্থিত হইয়া মগরেব ও এশা পাঠ কর এবং আল্লাহ যেরূপ তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার তছবিহ্, তকবির

ও কলেমা পাঠ কর এবং তাঁহার নিকট দোয়া কর কিম্বা তথায় পৌঁছিয়া একবার মৌখিক জেকর কর এবং দ্বিতীয়বার আন্তরিক জেকর কর, অথবা প্রথম মোজদালেফাতে তাঁহার জেকর কর, তৎপরে প্রত্যেক অবস্থায় তাঁহার জেকর কর।

হাকেম ও বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত নবী (ছাঃ) আরফাতে যে খোৎবা পাঠ করিয়াছিলেন, অহ্য হজ্জে আকবরের দিবস, মোশরেক ও পৌত্তলিকেরা সূর্য্য ডুবিবার অগ্রে আরফাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে, আর আমরা সূর্য্য ডুবিবার পরে এইস্থান হইতে প্রত্যাগমন করি। তাহারা সূর্য্য উদয় হওয়ার পরে মোজদালেফা হইতে রওয়ানা হয়, আর আমরা উহা উদয় হওয়ার পূর্ব্বে তথা হইতে রওয়ানা হইয়া থাকি, ইহাই তাহাদের ও আমাদের মধ্যে প্রভেদ।

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের অগ্রে আরফাতে উপস্থিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে, তাহার হজ্জ পূর্ণ হইবে। আর যে ব্যক্তি ফজরের অগ্রে তথায় উপস্থিত হইতে না পারে, তাহার হজ্জ নষ্ট হইয়া যাইবে। আরাফাতের 'আরানা' নামক স্থান ব্যতীত সমস্ত স্থানে এবং মোজদালেফার 'মোহাছ-ছার নামক স্থান ব্যতীত সমস্ত স্থানে অবস্থিতি করা জায়েজ হইবে। ৯ই 'জেল-হজ্জ' তারিখের সূর্য্য পড়িয়া যাওয়ার পর হইতে হজ্জের সময় আরম্ভ হয়, তৎপরে রাত্রির ছোবহে-ছাদেক পর্য্যন্ত উহার শেষ ওয়াক্ত থাকে। যে কেহ এই সময়ের মধ্যে এক মুহূর্তকাল আরাফাতে উপস্থিত হইতে পারে, তাহার হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। কেবল এমাম আহমদের মতে ৮ই তারিখের ফজর হইতে ৯ই তারিখের ছোবহে-ছাদেক না হওয়া পর্য্যন্ত হাজ্জের সময়।

মোজদালেফাতে অবস্থিতি করা প্রায় সমস্ত ফকিহ, বিদ্বানের মতে ফরজ নহে, এমাম আবু হানিফা (রঃ) উহা ওয়াজেব

বলিয়াছেন।

তৎপরে আল্লাহ্ বলিতেছেন, আল্লাহ তোমাদিগকে হজ্জের আহকাম শিক্ষা দিয়াছেন, তোমরা ইতিপূর্ব্বে উহা অবগত ছিলে না কাজেই তোমাদের পক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

(১৯৯) কোরাএশগণ নিজেদের গৌরব ও প্রতিপত্তি প্রদর্শন করার মানসে হজ্জের দিবস আরাফাতে উপস্থিত না হইয়া মোজ-দালেফাতে উপস্থিত হইত এবং বলিত যে, আমরা মক্কা শরিফে আল্লাহতায়ালার নায়েব, কাজেই হেরম শরিফ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইব না। কোরাএশ ও তাহাদের মতাবলম্বিগণ ব্যতীত অবশিষ্ট আরবেরা আরাফাতে উপস্থিত হইত, ইছলামের আগমন পরে আল্লাহ বলিতেছেন, সমস্ত মুছলমান হজ্জের জন্য আরাফাতে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে যেরূপ তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ আদম ইব্রাহিম ও তাঁহার বংশধরগণ আরাফাতে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। কেহ আয়তের অর্থ বলিয়াছেন, পূর্ব্বতন লোকেরা যেরূপ মোজদালেফা হইতে মিনার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তোমরাও সেইরূপ প্রত্যাবর্ত্তন কর।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তোমরা সমস্ত গোনাহ্ হইতে মার্জ্জনা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল ও মহা দয়াশীল।

আহমদ ও তেবরানি এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন, আরফার অপরাহ্নে আল্লাহতায়ালা ফেরেশ্‌তাগণের নিকট গৌরব করিয়া বলেন, "তোমরা আমার বান্দাগণের দিকে দৃষ্টিপাত কর তাহারা দূর পথ হইতে রুক্ষকেশে ধূলায় ধূসরিত অবস্থায় লাব্বায়কা বলিতে বলিতে আমার দরবারে উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে মাফ করিলাম, আরফার দিবস যত অধিক পরিমাণ লোককে দোজখের

শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়, সেইরূপ অন্য কোন দিবসে লোককে মাফ করা হয় না।"

এবনো-মাজা ও হেকিম তেরমেজি এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন, "হজরত নবি (ছাঃ) আরফার অপরাহ্নে নিজের উম্মতের গোনাহ্ মাফের জন্য অনেকক্ষণ দোয়া করিতে লাগিলেন। আল্লাহ তাঁহার নিকট এই অহি প্রেরণ করিলেন যে, আমি তাহাদের গোনাহ মাফ করিলাম, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের অত্যাচার মাফ করিব না। হজরত বলিলেন, হে খোদা! তুমি প্রপীড়িত ব্যক্তিকে বেহেস্তের মধ্যে উচ্চ দরজা দিয়া অত্যাচারীকে মাফ করিয়া দিতে পার। আল্লাহ সেই অপরাহ্নে হজরতের দোয়া মঞ্জুর করিলেন না। পর দিবস প্রভাতে মোজদালেফাতে তিনি পুনরায় উক্ত দোয়া করেন, সেই সময় আল্লাহ তাঁহার দোয়া মঞ্জুর করিলেন। ইহাতে হজরত হাস্য করিলেন লাগিলেন ছাহাবাগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, হজরত বলিলেন, আল্লাহ আমার এই দোয়া কবুল করিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া ইবলিছ হায় সর্ব্বনাশ বলিয়া নিজের মস্তকের উপর মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিতে লাগিল, আমি ইহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না।"

(২০০) হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, আরবেরা হজ্জ সমাধা করিয়া তশরিকের দিবস মিনার মসজিদ ও পর্ব্বতের মধ্যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব গুণাবলী ও সুখ্যাতি প্রকাশ করিত, ইহাতে তাহারা নিজেদের খ্যাতিলাভ ও আত্মগরিমার ধারণা করিত। সেইজন্য আল্লাহ বলিতেছেন, যে সময় তোমরা হজ্জের এবাদত গুলি সমাপ্ত কর, সেই সময় তোমরা নিজেদের পূর্ব্বপুরুষগণের সুখ্যাতি ও গৌরব প্রকাশের তুল্য আল্লাহতায়ালার তছবিহ, তকবির, কলেমা পাঠ ও সুখ্যাতি মাহাত্ম্য প্রচার কর, বরং তদপেক্ষা অধিকতর তাঁহার জেকের কর।

হজরত নবী (ছাঃ) কাবা গৃহের তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করা কালে খোদা তায়ালার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, হে লোকেরা! আল্লাহতায়ালা অজ্ঞযুগের গৌরব লোপ করিয়াছেন. লোক হয় ধার্ম্মিক ও আল্লাহতায়ালার নিকট শরিফ' না হয় দুষক্রিয়াশীল, হতভাগ্য ও আল্লাহতায়ালার নিকট নীচ, তৎপরে তিনি ইহার সমর্থক একটি আয়ত পাঠ করিলেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, যেরূপ শিশু সন্তান অনবরত পিতা মাতা শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকে, সেইরূপ তোমরাও আল্লাহতায়ালার নাম উচ্চারণ করিতে থাক।

মোশরেকেরা হজ্জ কালে উট, ছাগল, গো, দাস, দাসী ইত্যাদি পার্থিব সম্পদ প্রার্থনা করিত, কিন্তু পরকালের অস্তিত্ব স্বীকার করিত না এই হেতু তওবা করিত না ও মাফ চাহিত না। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলিতেছেন, একদল লোক বলিয়া থাকে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি পৃথিবীতে আমাদিগকে কল্যাণ দান কর। কিন্তু পরজগতে তাহাদের কোন কল্যাণ লাভ হইবে না। —কঃ, ২।১৮৬—১৮৭, খাজেন, ১।১৫৭।১৫৮।

(২০১) এই আয়তে আল্লাহ ঈমানদারদিগের দোয়ার কথা উল্লেখ করিতেছেন, তাহারা বলিয়া থাকেন, হে খোদা! আমাদিগকে দুইজগতের কল্যাণ প্রদান কর এবং আমাদিগকে দোজখের অগ্নি হইতে রক্ষা কর। স্বাস্থ্য, এল্‌ম, এবাদত, হালাল অর্থ, সৎসন্তান শক্রদের বিরুদ্ধে সহায়তা, কোর-আনের বুঝিবার জ্ঞান, সৎসঙ্গ, শান্তি, সৎগুণসম্পন্না স্ত্রী ও জীবিকার স্বচ্ছলতা ইত্যাদি ইহজগতের কল্যাণ। বেহেশত, হাশর প্রান্তরে নির্ভীকতা, সহজ হিসাব ও আল্লাহতায়ালার দর্শন লাভ পরজগতের কল্যাণ।—রুঃ, মাঃ, ১।৩৯৫ ও কঃ, ২।১৮৯।

(২০২) যাহারা উভয় জগতের কল্যাণের জন্য দোয়া করেন,

তাহারা নিজেদের কার্য্যের জন্য উভয় জগতের কল্যাণ প্রাপ্ত হইবেন। আল্লাহ অতি সত্বর হিসাব লইবেন। কোন রেওয়াএতে পৃথিবীর অর্দ্ধ দিবস পরিমাণ সময়ের মধ্যে সমস্ত হিসাব শেষ হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সৎলোকদিগের ডাইন হস্তে তাহাদের আমলনামা (নেকিবদীর খাতা) প্রদত্ত হইবে, তন্মধ্যে যে গোনাহগুলি আছে, তৎসমস্তের সম্বন্ধে আল্লাহ বলিবেন, এই সমস্ত তোমার গোনাহ, আমি তৎসমস্ত মাফ করিলাম। আর নেকি গুলির সম্বন্ধে বলিবেন, এই সমস্ত তোমার নেকি, আমি উহা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিলাম। —রুঃ, মাঃ, ২।৩৯৮। কঃ, ২।১৯০।

(২০৩) আল্লাহ বলিতেছেন,—"তোমরা নির্দিষ্ট দিবসগুলিতে আল্লাহতায়ালার জেকর কর" ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে—প্রথম তশরিকের কয়েক দিবসে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে তকবির পাঠ কর, ইহা ওয়াজেব। হানাফিদিগের ফৎওয়া গ্রাহ্য-মতে ৯ই জোল-হজ্জ তারিখের ফজর হইতে ১৩ই তারিখের আছর পর্য্যন্ত প্রত্যেক ফরজের জামায়াত শেষ হইলে, উক্ত তকবির পাঠ করা ওয়াজেব।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থ এই যে, মিনাতে প্রসিদ্ধ তিনটি প্রস্তরের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করা কালে আল্লাহো-আকবর পড়িবে, এই কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজেব হইলেও তকবির পড়া ছুন্নত। ১০ই তারিখে সূর্য্য উদয় হওয়ার পরে জামারায়-আকাবাতে (শেষ প্রস্তরে) সাতবার কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে। ১১।১২ই তারিখে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পরে তিনটি প্রস্তরের উপর সাত খানা করিয়া ২১ খানা কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে। আর যদি ১৩ই পর্য্যন্ত মিনাতে থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে সেই দিবসেও সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পরে ২১ খানা কঙ্কর মারিয়া রওয়ানা হইয়া যাইবে, সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার অগ্রে

কঙ্কর মারিলে মকরুহ হইবে ।

আল্লাহ বলিতেছেন, যদি কেহ কোরবানির দিবস বাদ দিয়া ১২ই তারিখেই মিনা হইতে মক্কা শরিফে যাইতে ইচ্ছা করে, তবে কোন দোষ নাই । আর যদি ১৩ই পর্য্যন্ত থাকিয়া কঙ্কর মারিয়া রওয়ানা হয়, তাহাতেও কোন দোষ নাই ।

আরবের লোকেরা ১২ই তারিখে মিনা হইতে রওয়ানা হওয়াকে গোনাহ জানিত, আল্লাহ সেই কথার খণ্ডন করিলেন ।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদি হাজী আয়েন্দা জীবনে আল্লাহকে ভয় করিয়া গোনাহ হইতে নিরস্ত থাকে, তবে সে একেবারে মাফ পাইবে, ইহাতে বুঝা যায় যে, হাজিদিগকে পূর্ব্বতন হজ্জের উপর ভরসা না করিয়া পরহেজগারিকে চিরজীবনের প্রধান ব্রত করিয়া লওয়া ওয়াজেব । কেহ কেহ এই অংশের অর্থে লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি হজ্জের ফরজ আদায় ও এবাদতগুলি আদায় করিতে কোন প্রকার দোষ ত্রুটি না করিয়াছে, আল্লাহ তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেন ।

আল্লাহ বলিতেছেন, তোমরা হজ্জ করার পরে ও ওয়াজেব ফরজগুলি আদায় ও নিষিদ্ধ কার্য্যগুলি ত্যাগ করিতে থাক, এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহতায়ালার দরবারে পুনরুত্থিত হইবে এবং সদসৎ কার্য্যের হিসাব দিতে বাধ্য হইবে ।

পাঠক, হজ্জের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহিলে, মৎপ্রণীত 'হজ্জের মসায়েল' কেতাব পাঠ করুন ।

(২০৪) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ

الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ

الْخِصَامِ ○ (২০৫) وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ

فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ

الْفَسَادَ ○ (২০৬) وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ

الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ط وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

(২০৭) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ

اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ○ (২০৮) يٰاَيُّهَا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ص وَّلَا تَتَّبِعُوْا

خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ (২০৯)

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْا

اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ (২১০) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ

يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ

الْاَمْرُ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ع

(২০৪) এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে কতক এরূপ লোক আছে— সংসার জীবন সম্বন্ধে যাহার কথাবার্ত্তা তোমাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছেএবং যাহা তাহার অন্তরে আছে, তদ্বিষয়ে সে আল্লাহকে সাক্ষী করিতেছে, অথচ সে কঠিন বিরুদ্ধাচরণকারী। (২০৫) এবং যখন সে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন সে পৃথিবীতে বিভ্রাট ঘটাইতে ও শষ্য এবং জীবজন্তু নষ্ট করিতে সচেষ্ট হয় এবং আল্লাহ বিভ্রাট পছন্দ করেন না। (২০৬) এবং যে সময় তাহাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন আত্মাভিমান তাহাকে গোনাহ কার্য্যে উত্তেজিত করে এবং দোজখ তাহার জন্য যথেষ্ট এবং নিশ্চয় উহা কদর্য্য শয্যা। (২০৭) এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে এরূপ লোক আছে যে আল্লাহ.তায়ালার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণ বিক্রয় করে এবং আল্লাহ, বান্দাগণের প্রতি দয়াশীল। (২০৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা সম্পূর্ণরূপে ইস্লামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদচিহ্ন সমূহের অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের পক্ষে প্রকাশ্য শত্রু। (২০৯) অনন্তর তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সকল আসিবার পরে যদি তোমরা স্খলিত হও তবে জানিও যে নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী। (২১০) তাহারা ইহা ব্যতীত প্রতীক্ষা করিতেছেন যে, আল্লাহতায়ালার হুকুম (কিম্বা শাস্তি) এবং ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়া রাশির মধ্যে আগমন করিবেন এবং কার্য সমাধা করা হইবে ও আল্লাহতায়ালার দিকে কার্য্য সকল প্রত্যাবৃত্ত হইবে।

টীকা—

২০৪। আখ.নাছ বেনে শোরাএক মদিনা শরিফে হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার মনাকর্ষণ করা উদ্দেশ্যে নিজের মুছলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, কেবল ইস্লামের শান্তিময় ছায়াতে আশ্রয় গ্রহণ করা মানসে

আগমন করিয়াছি, আল্লাহতায়ালা জানেন যে, নিশ্চয় আমি সত্যবাদী। যখন সে হজরতের নিকট হইতে বাহির হইয়া মুছলমানদিগের শষ্য ও জীবজন্তুর নিকট উপস্থিত হইল, তখন উক্ত শষ্যগুলিকে দগ্ধীভূত করিল ও গর্দ্দভগুলি বিনষ্ট করিয়া ফেলিল, সেই সময় এই আয়ত ও নিম্নের আয়তদ্বয় নাজিল হইয়াছিল।

হজরত এবনো-আব্বাছ ও জোহাক বলিয়াছেন, কোরাএশ কাফেরেরা হজরতের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া প্রকাশ করে যে, আমরা মুছলমান হইয়াছি। আপনি একদল বিদ্বান্ ছাহাবাকে (শিক্ষা দিবার মানসে) আমাদের নিকট প্রেরণ করুন। তৎশ্রবণে হজরত একদল ছাহাবাকে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। যে সময় তাহারা 'বত্‌নে রাজি' নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং কাফেরদিগের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়া গেল, তখন তাহাদের মধ্য হইতে ৭০ জন অশ্বারোহী লোক তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া শূলিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিয়া বধ করিয়া ফেলিল। তাঁহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

অধিকাংশ বিচক্ষণ বিদ্বান, বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি উপরোক্ত প্রকার গুণসম্পন্ন হইবে, তাহার সম্বন্ধে এই মর্ম্ম ব্যাপক হইবে।

আয়তের অর্থ এই,—"হে মোহাম্মদ, কতক কপট লোক এরূপ আছে যে, দুনিয়া সম্বন্ধে কিম্বা দুনিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে তাহার বাকপটুতায় তুমি বিমুগ্ধ হইয়া থাক এবং সে দাবী করিয়া বলে যে, মনে মুখে একই কথা, আল্লাহ এই কথার সত্যতার সাক্ষী, অথচ সে কলহ ও বিরোধ করিতে মহাপটু।"

এই আয়তে বুঝা যায় যে, অতিরিক্ত কলহ করা নিন্দনীয়। এমাম বোখারি ও মোছলেম এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

"অধিক কলহ প্রিয় ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিকট সমধিক অপ্রীতি-ভাজন।"

এমাম আহমদ, হজরত আবুদ্দারদা (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, তোমার গোনাহগার হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ এই যে, সর্ব্বদা তুমি কলহ করিয়া থাক এবং তুমি যে অত্যাচারী, ইহার যথেষ্ট নিদর্শন এই যে, তুমি সর্ব্বদা বিরোধ লাগাইয়া থাক।—ক: ২।১৯৩—১৯৮ ও রঃ, ১।২২৯।

২০৫। আল্লাহ বলেন, যখন সেই কপট আপনার নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে কিম্বা পরাক্রান্ত কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া পড়ে, তখন সে মুছলমানদিগের অন্তরে নানাবিধ সন্দেহ উৎপাদন করিতে ও ধর্ম্মদ্রোহিতাকে বলবৎ করনেচ্ছায় নব নব কৌশল ও উপায় উদ্ভাবন করিতে এবং লোকদের ফল শস্য ও চতুষ্পদ জন্তু নষ্ট করিতে সাধ্য সাধনা করিতে থাকে, যেরূপ কপট আখনাছ করিয়া ছিল কিম্বা অত্যাচারী পরাক্রান্ত রাজারা করিয়া থাকে কিম্বা তাহার অত্যাচারের ফলে আল্লাহতায়ালা বারিপাত বন্ধ করিয়া দেন, ইহাতে ফল শস্য ও জীবজন্তু বিনষ্ট হইয়া যায়। আল্লাহতায়ালার নিকট এইরূপ অশান্তি মহা অপ্রীতিকর, এক্ষণে তাঁহার কোপের ভয় করা প্রত্যেকের উচিত। —রঃ, ১।২২৯।

২০৬। উপরোক্ত আয়তদ্বয়ে আল্লাহ কপট ব্যক্তির কয়েকটি অসৎ স্বভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—প্রথম দুনিয়া অর্জ্জনের জন্য মিষ্ট কথা বলা, দ্বিতীয় মিথ্যা হলফ করা, তৃতীয় সত্যকে বাতীল প্রমাণ করিতে ও অসত্যকে সত্য প্রমাণ করিতে হঠকারিতা, চতুর্থ পৃথিবীতে অশান্তি ঘটান, পঞ্চম শস্য ও জীবজন্তু নষ্ট করিতে চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেন, যদি উক্ত কপট ব্যক্তিকে উক্ত অসৎ স্বভাবগুলির জন্য খোদার ভয় করিতে বলা হয়, তবে সে আত্মাভিমান ও অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া অধিক হইতে অধিকতর অত্যাচার

ও অশান্তি উৎপাদন করিতে থাকে, তাহার জন্ম দোজখ উপযুক্ত শাস্তির স্থল ও অতিকদর্য্য শয্যা।—কঃ, ২।১৯৭ ও বঃ, ১।২২৯।

২০৭। ছোহাএবরুমি মক্কা শরিফে মুছলমান হইয়া মদিনা শরিফের দিকে হেজরত করার ইচ্ছা করিলে, মক্কার কাফেরেরা বলিতে লাগিল, তুমি দরিদ্র অবস্থায় মক্কায় আসিয়াছিলে, এখন তুমি ধনবান হইয়াছ, কাজেই তুমি এই অর্থরাশি লইয়া মদিনা শরিফে গমন করিতে পারিবে না। তখন তিনি উট হইতে অবতরণ করিয়া তীরদান হইতে তীরগুলি বাহির করিয়া বলিলেন, তোমরা জান যে, আমি তোমাদের মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর নিক্ষেপকারী, যতক্ষণ আমার তীরদানের মধ্যে একটি তীরও থাকে, ততক্ষণ তোমরা আমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না, তৎপরে আমার হস্তে যতক্ষণ তরবারি থাকে, ততক্ষণ তোমাদের শিরচ্ছেদন করিতে থাকিব, তৎপরে তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, করিতে পার। আমি অর্থশালী হইলেও একজন বৃদ্ধ মানুষ, কাজেই আমি তোমাদের দলে থাকি, অথবা তোমাদের শত্রুদের দলে থাকি, ইহাতে তোমাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না, কিন্তু আমি যে কলেমা পাঠ ও মতাবলম্বন করিয়াছি, তাহা ত্যাগ করা অপছন্দনীয় মনে করি। অবশ্য আমি আমার যাবতীয় অর্থ ও সম্পত্তি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করিব, ইহাতে তাহারা রাজি হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। তিনি মদিনার নিকটে পৌঁছিলে, হজরত ওমার (রাঃ) ও একদল ছাহাবা পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, হে ছোহাএব, তোমার ক্রয় বিক্রয় অতি লাভজনক হইয়াছে। তিনি বলিলেন, উহা কি? তখন তাহারা বলিলেন, তোমার সম্বন্ধে এই আয়ত নাজিল হইয়াছে।

হজরত ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, একজন সৎকার্য্য করিতে ও অসৎকার্য্য নিষেধ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, এমতাবস্থায় ধর্ম্ম-

দ্রোহিরা তাহার প্রাণ বধ করে, এই সম্বন্ধে এই আয়ত নাজিল হয়।

যে রাত্রি হজরত নবী (ছাঃ) হেজরত করিয়া 'ছওর' নামক গর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই রাত্রে হজরত আলী ( রাঃ ) তাঁহার বিছানায় শয়ন করিয়াছিলেন, তখন হজরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁহার মস্তকের নিকট ও হজরত মিকাইল (আঃ) তাঁহার পদদ্বয়ের নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন। হজরত জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, হে আলী তোমার তুল্য লোকের ধন্যবাদ, শত ধন্যবাদ। আল্লাহ্ ফেরেশতাগণের নিকট তোমার গৌরব প্রকাশ করিতেছেন। সেই সম্বন্ধে এই আয়ত নাজিল হয়।

এবনো জরির ও এবনো কছির বলিয়াছেন, এই আয়তটি প্রত্যেক ধর্ম্ম যোদ্ধার সম্বন্ধে নাজিল হইয়াছে, এই হিসাবে উপরোক্ত ব্যক্তিগণও উহার অন্তর্গত হইবেন, কিম্বা বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে উহা নাজিল হইলেও সমস্ত ধর্ম্ম যোদ্ধা ও ধর্ম্ম প্রচারক উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। আয়তের অর্থ এই যে, এইরূপ লোকেরা আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে আত্ম ও অর্থ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা দয়া পরবশ হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগকে চিরস্থায়ী বেহেশ্‌ত প্রদান করিবেন।—কঃ, ২।১৯৮, এবং কঃ, ২।৫৬।৫৭, দোঃ, ১।২৩৯। ২৪০, রুঃ, ১।৩৯৯ ও এবঃ জঃ, ২।১৮০।১৮১।

২০৮। এই আয়তের কয়েক প্রকার অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে প্রথম এই যে, হজরত আবদুল্লাহ বেনে ছালাম প্রমুখ একদল য়িহুদী, মুছলমান হইয়াও তওরাতের সম্মানের উদ্দেশ্যে শনিবারের সম্মান করিতে এবং উটের মাংস ও দুগ্ধ ভক্ষণ দুষিত মনে করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, এই সমস্ত বিষয় ত্যাগ করা ইছলাম ধর্ম্মে মোবাহ, ( বৈধ ) হইলেও শনিবারের সম্মান ও উক্ত

মাংস ও দুগ্ধ ত্যাগ করা তওরাতে ওয়াজেব হইয়াছে, কাজেই আমরা সাবধানতা হেতু (এহ্‌তিয়াতের জন্য) উহা ত্যাগ করিব। আল্লাহ তাহাদের এই উক্তি না-পছন্দ করিয়া এই আয়তে হুকুম করিতেছেন, তোমরা ইছলাম ধর্ম্মের সমস্ত আহ্‌কাম (ব্যবস্থা গ্রহণ কর এবং তওরাতের কোন মত ও কার্য্য অবলম্বন করিও না, কেননা উক্ত গ্রন্থ মনছুখ (উহার ব্যবস্থা পরিত্যক্ত) হইয়াছে। যখন তোমরা উহার মনছুখ হওয়ার সংবাদ অবগত হইয়াছ, তখন উহার আহ্‌কাম মান্য করিয়া শয়তানের প্ররোচনার অনুসরণ করিও না, কেননা সে তোমাদের পিতা আদমের সময় হইতে শত্রুতা করিয়া আসিতেছে, কাজেই তাহার শত্রুতা অতি প্রকাশ্য।

আর একদল টীকাকার বলেন, ইহা মুছলমানদিগের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে. ইহার অর্থ এই, তোমাদের মধ্যে যাহারা মুখে ঈমানদার বলিয়া দাবি করিতেছ, তাহারা ইছলামের সমস্ত ব্যবস্থা জীবনে পালন করিতে থাক এবং শয়তানের কুমন্ত্রণায় কতকাংশ গ্রহন ও কতকাংশ ত্যাগ করিও না।

কেহ কেহ উহার অর্থে বলিয়াছেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা সমস্ত লোক মিলিত ভাবে একতা সূত্রে আবদ্ধ হও, ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বিরোধের সৃষ্টি করিও না।

এমাম রাজি আর এক প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যাহারা অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, যেন কার্য্যতঃ সমস্ত এবাদত করে ও সমস্ত গোনাহ ত্যাগ করে।

এবনো-জরির উহার ব্যাপক অর্থ মনোনীত করিয়াছেন।

২০৯। হে নব ইছলামধারীগণ, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ), কোরআন ও ইছলাম এই প্রকাশ্য প্রমাণগুলি প্রকাশিত হওয়ার পরে যদি তোমরা শনিবারের সম্মান করিতে ও উষ্ট্রের মাংস হারাম জানিতে থাক, তবে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ প্রতিফল ও শাস্তি

প্রদান করিতে পরাক্রান্ত ও ন্যায়ভাবে প্রতিফল প্রদান করিতে মহাজ্ঞানী।

২১০। এমাম বাগাবি ও আলাউদ্দিন বাগদাদী লিখিয়াছেন, এইরূপ আয়তকে 'আয়তে-ছেফাত' বলা হইয়া থাকে. এইরূপ আয়ত ও হাদিছগুলি সম্বন্ধে বিদ্বানগণের দুই প্রকার মত আছে, —প্রাচীন উম্মত ও ছুন্নত-জামায়াতের মত এই যে, উক্ত আয়ত ও হাদিছগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শিরোধার্য্য করা, তৎসমুদয় যেরূপ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে সেইরূপ ভাবে মানিয়া লওয়া, উহার প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ ও রছুলের উপর ন্যস্ত করা এবং আল্লাহতায়ালাকে গমনাগমন করা ও স্থিতিশীল হওয়া এইরূপ সৃষ্ট পদার্থের গুণাবলী হইতে পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করা আমাদের উপর ওয়াজেব। কল্‌বি বলিয়াছেন, এইরূপ আয়তের ব্যাখ্যা ও মর্ম্ম প্রকাশ করা জায়েজ নহে। এমাম ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না (রঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা আপন কেতাবে যে যে গুণাবলী দ্বারা নিজেকে বিভূষিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, উহা পাঠ করিয়া মৌনাবলম্বন করাই উহার ব্যাখ্যা। আল্লাহ ও রছুল ব্যতীত কাহারও পক্ষে উহার মর্ম্ম প্রকাশ করা জায়েজ নহে। এমাম জুহরি, আওজায়ি, মালেক, এবনোল মোবারক, ছুফইয়ান ছওরি লায়েছ বেনে ছা'দ, আহমদ বেনে হাম্বল ও ইছহাক বেনে রাহওয়ায়হে এরূপ আয়তগুলি সম্বন্ধে বলিতেন, তৎসমুদয় যেরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, তোমরা সেইরূপে কর, তৎসমস্তের ভাব কিরূপ, তুলনা কি এবং মর্ম্ম কি, ইহা অনুসন্ধান করিও না, ইহা ছুন্নত জামায়াতের মত ও প্রাচীন উম্মতের বিশ্বাস।

দ্বিতীয়, অধিকাংশ আকায়েদ-তত্ত্ববিদের মত, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, গমনাগমন করা সৃষ্ট-পদার্থের গুন-বিশেষ আল্লাহতায়ালার পক্ষে এইরূপ গুণে গুণান্বিত হওয়া অসম্ভব,

কাজেই উপরোক্ত প্রকার আয়তের প্রকাশ্য অর্থ উহার প্রকৃত মর্ম্ম নহে। অন্যান্য আয়তের সহিত সামাঞ্জস্য করিলে, উহার এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশিত হয়—"তাহারা কেবল ইহা প্রতীক্ষা করে যে আল্লাহতায়ালার আদেশ কিম্বা শাস্তি ও কোপ ফেরেশতাগণ কর্ত্তৃক মেঘের ছায়ারাশির মধ্যে উপস্থিত হয় এবং (বান্দাগণের) শাস্তি ও হিসাব সমাধা হইয়া যায়। আল্লাহতায়ালার দিকে সমস্ত কার্য্যের এমন কি হিসাব নিকাশের সমাপ্তি হইবে।"

এমাম বয়হকি লিখিয়াছেন, এমাম আবুল হাছান আশয়ারি (রা:) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিবস একটি কার্য্য করিবেন যাহাকে তিনি আরবি اتيان 'এৎইয়ান' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন, উহার অর্থ একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করা নহে, কেননা গমনাগমন করা ও স্থিতিশীল হওয়া আকৃতিধারী পদার্থ সমূহের গুণ বিশেষ আল্লাহতায়ালা অদ্বিতীয়, পবিত্র, অতুলনীয়। কোর-আন শরিফের অন্যত্রে উল্লিখিত হইয়াছে,—

فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ

مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ

এই আয়তে اتيان 'এৎইয়ান' শব্দের অর্থ একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করা নহে, এস্থলে উহার অর্থ এরূপ একটি ঘটনা যদ্দারা ছমুদ সম্প্রদায়ের অট্টালিকাগুলি সমূলে বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

এইরূপ এমাম আশয়ারি বলিয়াছেন, যে হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে যে আল্লাহ প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে প্রথম আছমানে 'নজুল' করেন, এই নজুল শব্দের অর্থ উচ্চস্থান হইতে নিম্ন স্থানে নামিয়া আসা নহে, কেননা ইহা সৃষ্ট বস্তুর গুণ বিশেষ, বরং তিনি একটি কার্য্য করেন যাহাকে 'নজুল' শব্দে অভিহিত

করিয়াছেন। এমাম খাত্তাবি বলিয়াছেন, প্রাচীন বিদ্বান্‌গণ 'ছেফাত' সংক্রান্ত হাদিছগুলি পাঠ করিয়া তৎসমস্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেন এবং তৎসমুদয়ের মর্ম্ম প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিতেন। তৎপরে তিনি জুহরি, মকহুল আওজায়ি, মালেক, ছুফইয়ানছওরি, লাএছ ও এবনোল-মোবারক হইতে উপরোক্ত প্রকার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আরও তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এস্থলে 'নজুল' শব্দের অর্থ উচ্চস্থান হইতে নিম্ন স্থানে আগমন করা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে, সে ব্যক্তি বাতীল মত প্রকাশ করিয়াছে। এস্থলে 'নজুল' শব্দের অর্থ বান্দাগণের প্রতি আল্লাহতায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ করা। তিনি 'মায়া'লেমোছ-ছুনান' কেতাবে লিখিয়াছেন আমরা উহার স্পষ্ট শব্দগুলির প্রতি বিশ্বাস করিয়া থাকি, উহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতে চেষ্টাবান হই না, ইহা অব্যক্ত মর্ম্ম বাচক ( মোতাশাবেহ ) হাদিছ, উহার স্পষ্ট মর্ম্ম অবগত হইলেও উহার প্রকৃত মর্ম্ম খোদার উপর ন্যস্ত করি। এইরূপ ছুরা বাকারের ২১০ আয়তের অবস্থা বুঝিতে হইবে, ইহা প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মত এবং একদল ছাহাবা হইতে উল্লিখিত হইয়াছে।

একজন মোহাদ্দেছ উক্ত হাদিছ উল্লেখ করার পরে বলিয়াছিলেন, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে এই 'নজুল' করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার এইরূপ মত প্রকাশ করা মহা ভ্রম, কেননা ইহা সৃষ্ট পদার্থের গুণ বিশেষ, আল্লাহতায়ালার এইরূপ গুণ সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। তিনি পবিত্র, কোন বস্তু তাঁহার তুল্য হইতে পারে না। যদি উক্ত মোহাদ্দেছ প্রাচীন বিদ্বান্‌-গণের পথের অনুসরণ করিতেন, তবে এইরূপ মহা ভ্রম সঙ্কুল মত প্রকাশ করিতেন না।

নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব ফৎহোল-বায়ান নামক তফছিরে

লিখিয়াছেন, ছুরা বাকারের এই আয়তের اتيان 'এৎইয়ান' শব্দের অর্থ প্রতিফল দেওয়া, যেরূপ ছমুদ জাতির ইতিহাস সংক্রান্ত فاتى الله بنيانهم من القواعد এই আয়তে এবং নোজ্জাএর সম্প্রদায় সংক্রান্ত فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا এই আয়তে উক্ত শব্দের অর্থ শাস্তি দেওয়া। আয়তের অর্থ এই যে, আল্লাহ ফেরেশতাগণ কর্তৃক মেঘের ছায়ারাশির মধ্যে তাহাদের সৎ অসৎ কার্য্যকলাপের প্রতিফল দিবেন এবং বান্দাগণের হিসাব নিকাশ সমাধা করিবেন।

কেহ কেহ আয়তের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, মেঘের ছায়ারাশির মধ্যে তাহাদের আল্লাহতায়ালার আদেশ উপস্থিত হইবে ও ফেরেশতাগণ উক্ত আদেশ পালন করিতে আসিবেন এবং হিসাব ও শাস্তি সমাধা করা হইবে।

কেহ উহার এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, আল্লাহ ফেরেশতাগণ কর্তৃক তাহাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিতে মেঘের ছায়ারাশি আনয়ন করিবেন।

কেহ কেহ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, আল্লাহ ফেরেশতাগণ কর্তৃক মেঘের ছায়ারাশির মধ্যে নিজের 'আজাব' প্রেরণ করিবেন।

এমাম রাজি বহু প্রমাণে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, গমনাগমন ও স্থিতিশীল হওয়া আল্লাহতায়ালার পক্ষে অসম্ভব, আরও তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার পক্ষে রাত্রির শেষ তৃতীয় অংশে প্রথম আছমানে অবতরণ করা অসম্ভব, কেননা যে কার্য্য করিতে তিনি প্রথম আছমানে নামিয়া আসিবেন, তাহা নামিয়া না আসিয়া সম্পাদন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে কিনা? যদি সম্ভব হয়, তবে তিনি বৃথা কি জন্য নামিয়া আসিবেন? আর যদি সম্ভব না হয়, তবে তিনি সর্ব্বশক্তিমান হইলেন কিরূপে? দ্বিতীয়

পৃথিবী গোলাকার, সূর্য্য পৃথিবীর চারি দিকে অনবরত ঘুরিতেছে, এই হিসাবে পৃথিবীর কোননা কোন স্থানে প্রত্যেকক্ষণেই রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ হইতে থাকে, এক্ষেত্রে যদি খোদা রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে প্রথম আছমানে নামিতে বাধ্য হন, তবে আর তিনি প্রথম আসমান হইতে প্রথমস্থলে ফিরিয়া যাইবেন কিরূপে ?

যে খোদা স্থান কাল হইতে পবিত্র তাঁহার পক্ষে কোন স্থানে স্থিতিশীল হওয়া বা স্থানান্তরে গমন করা একেবারে অসম্ভব।

এমাম রাজি এই আয়তে উল্লিখিত দুই প্রকার মত বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিতেছেন, আমার মতে এই আয়তের অন্য প্রকার মর্ম্ম হওয়াই সমধিক যুক্তিযুক্ত, উহা এই,—ইতিপূর্ব্বের দুইটি আয়ত য়িহুদিদিগের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল, এই আয়তেও য়িহুদিদিগের মতের কথা উল্লিখিত হইতেছে, তাহারা যেরূপ হজরত মুছা (আঃ) কে বলিয়াছিল যে, যতক্ষণ না আমরা প্রকাশ্য ভাবে আল্লাহকে দেখিতে পাইব, ততক্ষণ আমরা তোমার প্রতি ইমান আনিব না, সেইরূপ তাহাদের একদল হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে বলিতেছেন যে, যতক্ষণ খোদাতায়ালা ও ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়ারাশির মধ্যে আগমন না করিবেন, ততক্ষণ আমরা আপনার ধর্ম্মের প্রতি আস্থা স্থাপন করিব না। ইহাতে য়িহুদি-দিগের উক্ত মতের সত্যতা সপ্রমাণ হয় না,—কঃ, ২।২০২—২০৫, রুঃ, ১।২৭০, কেতাবেল আছমা-অছ্ছেফত, ৩১৬—৩২০, খাঃ, ও মাঃ, ১।১৬৬।১৬৭।

২৬ শ রুকু ও ৬ আয়ত।

سَلْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِنْ اٰيَةٍ (২১১)

بينة ○ ومن يبدل نعمة الله من ما جاءته

فان الله شديد العقاب ○ ( ২১২ ) زين للذين

كفروا الحيوة الدنيا ويسخرون من الذين

امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة ط والله

يرزق من يشاء بغير حساب ○

২১১। ইস্রাইল সন্তানগণকে জিজ্ঞাসা কর যে, আমি তাহাদিগকে কত প্রকাশ্য নিদর্শন প্রদান করিয়াছি, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ তাহার নিকট আসিবার পর পরিবর্ত্তন করে, নিশ্চয় আল্লাহ ( তাহার পক্ষে ) কঠিন শাস্তি প্রদাতা। ২১২। যাহারা ধর্মদ্রোহী ( কাফের ) হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে পার্থিব-জীবন মনোরম (পরিশোভিত) করা হইয়াছে এবং তাহারা ঈমানদারগণের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া থাকে, বস্তুতঃ যাহারা ধর্মভীরু হইয়াছে তাহারা কেয়ামতের দিবস উক্ত ব্যক্তিদের চেয়ে উন্নত হইবে এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন অসংখ্য জীবিকা প্রদান করেন।

টীকা—

২১১। আল্লাহতায়ালার রাছুল ( সাঃ ) কে বলিতেছেন যে, তুমি ইস্রাইল সন্তানগণকে জিজ্ঞাসা কর যে, আমি কত উজ্জ্বল নিদর্শন তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলাম—সমুদ্র তাহাদের জন্য বিভাগ করিয়াছিলাম, তাহাদের মস্তকের উপর শুভ্র মেঘের ছায়া

দান করিয়া ছিলাম, তাহাদের জন্ম 'মান্ন' ও 'ছালওয়া' প্রেরণ করিয়াছিলাম, পর্ব্বত তাহাদের মস্তকের উপর ধারণ করিয়াছিলাম, তওরাত কেতাব তাহাদের উপর নাজিল করিয়াছিলাম, উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা সত্য পথ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ স্বরূপ সত্যপথ প্রদর্শক নিদর্শনাবলী ( মো'জেজাত ) তাহাদের নিকট আগমনের পরে তাহারা সত্যপথ প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে ভ্রান্ত-পথের পথিক হইয়াছিল, কাজেই আল্লাহ তাহাদিগকে কঠিন শাস্তিতে ধৃত করিবেন। আয়তের এইরূপ মর্ম্ম হইতেও পারে,—হে রাছুল, আপনি য়িহুদিদিগকে জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি হজরত মোহাম্মদ ( সাঃ ) এর নবুয়ত ( প্রেরিতত্ব ) ও তাঁহার শরিয়তের সত্যতা সংক্রান্ত কত উজ্জ্বল প্রমাণ তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু তাহারা তৎসমুদয়ের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়াছে, যে ব্যক্তি এইরূপ উজ্জ্বল প্রমাণগুলি প্রকাশ হওয়ার পরে তৎসমস্তের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, আমি তাহাকে কঠোর শাস্তিতে নিক্ষেপ করিব। - কঃ, ২।২০৭।২০৮ ।

২১২। আবু জাহ্‌ল ও কোরাএশ বংশের নেতারা শান্তি ও সম্পদে থাকিয়া হজরত এবনো-মছউদ, আম্মার, খাব্বাব, ছালেম, আমের ও আবু ওবায়দা প্রভৃতি মুছলমানগণকে দরিদ্র ও বিপন্ন দর্শন করিয়া ইহাদের উপর উপহাস করিত। কোরাএজা, নোজা-এর ও কোয়ানকা বংশের য়িহুদী নেতা ও বিদ্বানগণ হেজরতকারী মুছলমানদিগের স্বদেশ ও অর্থ সম্পদ হইতে বিতাড়িত দেখিয়া তাহাদের উপর বিদ্রুপ করিত। আবদুল্লাহ, বেনে ওবাই ও তাহার সহচর মোনাফেক দল দরিদ্র হেজরতকারী ও মুছলমানদিগের প্রতি উপহাস করিত, এইজন্য এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল। আল্লাহ বলিতেছেন, ধর্ম্মদ্রোহিরা পার্থিব জীবন প্রাপ্তে বিমুগ্ধ হইয়াছে এবং ঈমানদারদিগের প্রতি উপহাস করিতেছে, কিন্তু ধার্ম্মিক

পরহেজগারেরা কেয়ামতের দিবস আছমানের উপরিস্থ 'ইল্লিনে' এবং উক্ত কাফেরেরা জমিনের নিম্নোস্থ 'ছিজ্জিনে' থাকিবে. ধার্ম্মিকেরা উচ্চপদে সমুন্নত ও কাফেরেরা লাঞ্ছিত বিতাড়িত অবস্থার হইবে. ধার্ম্মিকেরা কাফেরদের প্রতি ইহাদের চেয়ে অধিক পরিমাণ উপহাস করিবে।

পৃথিবীতে কাফেরেরা সম্পদশালী হইলেও ইহা সীমাবদ্ধ ও অস্থায়ী কিন্তু আল্লাহ পরজগতে ধার্ম্মিকদিগকে অসংখ্য ও চির-স্থায়ী সম্পদ দান করিবেন। কাফেরেরা দরিদ্র মুছলমানদিগের উপর উপহাস করিয়া বলিয়া থাকে যে, তোমরা অসত্যপথে আছ, এজন্য তোমরা সুখ সম্পদহীন অবস্থায় আছ. আর আমরা সত্য পথে আছি. এজন্য সুখ ও সম্পদে আছি. আল্লাহ তাহাদের এই দাবী খণ্ডন করনোদ্দেশ্যে বলিতেছেন যে, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন পৃথিবীতে অপরিমিত জীবিকা দান করেন. ইহাতে তাহার সত্যপরায়ণ বা অসত্যপরায়ণ হওয়া সপ্রমাণ হয় না, ইহা কেবল আল্লাহতায়ালার ইচ্ছার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে. আল্লাহ কারুণকে অতুল ঐশ্বর্য ও সম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং হজরত আয়ুব (আঃ) কে দরিদ্র করিয়া ছিলেন, কাজেই অর্থ সম্পদ দ্বারা সত্য-পরায়ণ হওয়ার প্রমাণ পেশ করা বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আল্লাহ পৃথিবীতে কাফের ও ঈমানদার প্রত্যেককে ইচ্ছা করিলে, ধনবান ও সম্পদশালী করিয়া থাকেন, ইহাতে কাহারও প্রশ্ন করার অধিকার নাই. ইহাতে কাফের বা ঈমানদার আপন আপন সত্যপরায়ণ হওয়ার দাবী করিতে পারে না।

(২১৩) كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ (وقف) فَبَعَثَ اللّٰهُ

النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ص وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ

الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا

فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ

مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ

ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ (২১৪)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ

خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ

وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ○ (২১৫)

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ

فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ

السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

(২১৬) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

২১৩। লোক একই ধর্মাবলম্বী ছিল, তৎপরে আল্লাহ নবিগণকে সুসংবাদ-দাতা ও ভীতি-প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছে এবং তিনি তাহাদের সহিত সত্যসহ কেতাব ( ধর্মগ্রন্থ ) অবতারণ করিয়াছেন —যেন তিনি লোকদিগের মধ্যে যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে মীমাংসা করেন এবং সত্য মত ( কিম্বা কেতাব ) সম্বন্ধে কেহ মতভেদ করে নাই, কেবল যাহাদিগকে উক্ত কেতাব প্রদান করা হইয়াছে তাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমূহ আসিবার পরে পরস্পরে বিদ্বেষবশতঃ ( তৎসম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছে ) পরে তাহারা যে সত্যমত সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছে তাহা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে ঈমানদারদিগকে ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে সত্যপথ প্রদর্শন করেন।

২১৪। তোমরা কি ধারণা করিতেছ যে, তোমরা বেহেস্তে প্রবেশ করিবে ? অথচ এখনও তোমরা যাহারা তোমাদের পূর্ব্বে গত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হও নাই— তাহাদিগকে কঠিন বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে বিকম্পিত করা হইয়াছিল ( মহাকষ্টে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল ), এমন কি রাছুল এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিলেন, তাহারা বলিয়া ফেলিলেন যে, কোন্ সময় আল্লাহর সাহায্য উপস্থিত হইবে ?) সাবধান। নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্ত্তী।

২১৫। তাহারা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহারা কি বস্তু ব্যয় করিবে ? তুমি বল, তোমরা যে অর্থ ব্যয় করিবে, তাহা—পিতামাতার, আত্মীয়-স্বজনদের, পিতৃহীন সন্তানদের, দরিদ্রদের এবং পথিকের জন্য ( ব্যয় করিবে ) এবং তোমরা যে কোন সৎকার্য্য কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহা সমধিকজ্ঞাত আছেন।

২১৬। তোমাদের উপর জেহাদ করা ফরজ করা হইয়াছে এবং উহা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর এবং সম্ভবতঃ তোমরা কোন বিষয় অপ্রীতিকর ধারণা কর, অথচ উহা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর এবং সম্ভবতঃ তোমরা কোন বিষয় প্রীতিকর মনে কর, অথচ উহা তোমাদের পক্ষে অনিষ্টকর এবং আল্লাহ জানেন ও তোমরা জানিতে পার না।

টীকা—

২১৩। أمّة 'উম্মত' শব্দের অর্থ এক ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায় (জামায়াত), কখনও একজন লোকের উপর 'উম্মত' শব্দ প্রয়োগ করা হয়। কোর-আন শরিফে হজরত এবরাহিম ( আঃ ) কে নিম্নোক্ত আয়তে উম্মত বলা হইয়াছে,—ان ابراهيم كان امّة قانتا لله حنيفا এস্থলে 'উম্মত' শব্দের অর্থ এমাম—অর্থাৎ সৎকার্য্যে লোকে যাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। এবনো-জরির বলেন, একদল লোকের গুণাবলী যে ব্যক্তির মধ্যে সংগৃহীত থাকে, তাহাকে 'উম্মত' বলা হইয়া থাকে। তহজিবওহজিবে লিখিত আছে, كان شعبة امّة واحدة "( এমাম ) শো'বা এক 'উম্মত'।"

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত আদম ও হজরত নুহ (আলায়হেমাছ-ছালাম) এই নবীদ্বয়ের মধ্যে দশ পুরুষ গত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই সত্যধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, হজরত আদম (আঃ) এর শরিয়তের অনুসরণকারী ছিলেন, তৎপরে তাহা-

দের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়—এমনকি উপরোক্ত শরিয়ত ত্যাগ করতঃ পৌত্তলিক হইয়া যায়, সেই সময় আল্লাহতায়ালা লোকদের বিরোধ মীমাংসা করার ও সত্যপথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সত্যভাব বাক্যদাতা কেতাবসহ প্রথমে হজরত নূহ্‌ (আঃ)কে, তৎপরে অন্যান্য পয়গম্বরকে বেহেস্তের সুসংবাদ-দাতা ও দোজখের ভয় প্রদর্শক করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

আরও হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত নূহ (আঃ) এর জামানায় যে মহাপ্লাবন (তুফান) হইয়াছিল, ইহাতে কেবল ৮০ জন পুরুষ ও স্ত্রীলোক জীবিত ছিলেন, তৎপরে হজরত নূহ, তাঁহার তিন পুত্র ছাম, হাম ও ইয়াফেছ তাহাদের স্ত্রীগণ ব্যতীত সকলেই মৃত্যুপ্রাপ্ত হন, ইহারা সকলেই হজরত নূহ্‌ (আঃ) এর শরিয়তের অনুসরণ করিতেন, তৎপরে একদল লোক পৌত্তলিক হইয়া ভিন্ন মতের সৃষ্টি করে, সেই সময় খোদাতায়ালা—ক্রমান্বয়ে সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য অন্যান্য পয়গম্বরকে প্রেরণ করেন।

রওজাতোল-আহবাবে লিখিত আছে, হজরত আদম (আঃ) এর জামানায় কাবিল ও তাহার কতিপয় অনুসরণকারী ব্যতীত সকলেই, একত্ববাদী ও তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, যত দিবস হজরত ইদরিছ (আঃ) আছমানে উত্থাপিত না হন, তত দিবস তাহারা ঐরূপ অবস্থায় ছিলেন, তাঁহার বেহেস্তবাসী হওয়ার পরে লোক পৌত্তলিক হইয়া যায়, এই জন্য আল্লাহ ক্রমান্বয়ে পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেন।

হজরত ওবাই বেনে কা'ব (রাঃ) বলিয়াছেন, যে সময় আল্লাহ তায়ালা (হজরত) আদম (আঃ) এর পৃষ্ঠদেশ হইতে তাঁহার সন্তান সন্ততিগণের আত্মীকরূপ গুলিকে প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক মালিক নহি ? সেই সময় তাহারা বলিয়াছিলেন, হাঁ, তুমি আমাদের প্রতিপালক।

সেই সময় তাহারা সকলেই ইছলামধারী ছিলেন। তৎপরে তাহারা পৃথিবীতে প্রকাশিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিলেন, এইজন্য আল্লাহ তাহাদিগকে সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য নবীগণকে প্রেরণ করেন।

একদল বিদ্বান্ বলেন, হজরত আদম (আঃ) এর সন্তানগণ একই মতাবলম্বী হইয়া তাঁহার ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেন, তৎপরে যে সময় কাবিল, হাবিলের প্রাণ হত্যা করে, সেই সময় হইতে মতভেদের সৃষ্টি হয়। এমাম এবনো-জরির উক্ত আয়তের ব্যাপক অর্থ মনোনীত করিয়াছেন।

হাছান ও আতা উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, হজরত আদম (আঃ) এর মৃত্যুর পর হইতে হজরত নূহ (আঃ) এর জামানা অবধি হাবিল, শিশ ও ইদ্রিছ (আঃ) ইত্যাদি অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই কাফেরি মূলক মতাবলম্বী হইয়াছিল, এজন্য খোদাতায়ালা তাহাদিগকে সত্য পথ প্রদর্শন উদ্দেশ্যে নবীগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) কর্ত্তৃক এইরূপ মত বর্ণিত হইয়াছে। এবনো-কছির এই রেওয়াএতটি দুর্ব্বল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম রাজি ও এবনো-জরির এই মতটি যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এমাম রাজি অন্য এক প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইতিপূর্ব্বে যে কয়েকটি আয়ত উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অধিকাংশ টীকাকারের মতে য়িহুদীদিগের সম্বন্ধে নাজিল হইয়াছিল, এই আয়তটি তাহাদের সম্বন্ধে নাজিল হইয়াছে। এক্ষেত্রে আয়তের মর্ম্ম এইরূপ হইবে যে, য়িহুদিগণ হজরত মুছা (আঃ) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই একই ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তৎপরে তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা বিদ্বেষবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছিলেন, এই জন্য আল্লাহ নবীগণকে প্রেরণ

করেন। রুহোল মায়ানি, বয়জবি, খাজেন ও মায়ালেমে এমাম আহমদ ও এবনো হাব্বানের যে রেওয়াএতটি উল্লিখিত হইয়াছে, উহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহতায়ালা এক লক্ষ চব্বিশ সহস্র নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাছুলগণের সংখ্যা ৩১৩। কোরআন শরিফে কেবল ২৮ জন নবীর নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

এই আয়তে আল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহ পয়গম্বরগণের সহিত আছমানি কেতাব এই জন্য নাজিল করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ কিম্বা নবী অথবা কেতাব লোকদের বিরোধভঞ্জন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে সত্য পথ প্রদর্শন করেন।

রুহোল মায়ানি খাজেনে ও লিখিত আছে, প্রসিদ্ধ মতে আছমানি কেতাবগুলির সংখ্যা ১০৪। হজরত আদম (আঃ) এর উপর দশ খানা ছহিফা (ক্ষুদ্র কেতাব) হজরত শিশ (আঃ) এর উপর ৫০ খানা ছহিফা, হজরত ইদরিছ (আঃ) এর উপর ৫০ খানা ছহিফা, হজরত মুছা (আঃ) এর উপর ১০ খানা ছহিফা এবং তওরাত কেতাব, হজরত দাউদ (আঃ) এর উপর জবুর, হজরত ঈছা (আঃ) এর উপর ইঞ্জিল ও হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) এর উপর কোরআন নাজিল হইয়াছিল।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, গ্রন্থধারিগণ (য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণ) স্পষ্ট প্রমাণ সমূহ আসিবার পরে পরস্পরে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া অথবা পার্থিব সম্মান, ধন, ঐশ্বর্য্য লাভের কামনায় উক্ত সত্যমত সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছে, তৎপরে আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়া মুছলমানদিগকে উক্ত সত্যপথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

হজরত নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমরা পৃথিবীতে সর্ব্বশেষে আগমন করিয়াছি, কেয়ামতের দিবস আমরা অগ্রগামী হইয়া সর্ব্ব প্রথমে বেহেস্তে প্রবেশ করিব, কিন্তু য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা আমাদের অগ্রে কেতাবপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আমরা তাহাদের পরে

কেতাবপ্রাপ্ত হইয়াছি। তাহারা যে সত্য মত সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিলেন, খোদাতায়ালা নিজ অনুগ্রহে আমাদিগকে সেই সত্যপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহারা জুমার দিবস নির্দ্দেশে মতভেদ করিয়াছিলেন, য়িহুদীরা শনিবারকে ও খ্রীষ্টানেরা রবিবারকে জুমা স্থির করিয়াছেন, কিন্তু খোদাতায়ালা আমাদিগকে প্রকৃত জুমার দিবস অবগত করাইয়া দিয়াছেন।

আরও জায়েদ বেনে আছলাম বলিয়াছেন,—প্রকৃত কেবলা নির্দ্দেশ করিতে য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা মতভেদ করিয়াছিলেন, য়িহুদীরা বায়তুল-মোকাদ্দেছকে ও খ্রীষ্টানেরা পূর্ব্বদিককে কেবলা স্থির করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু আল্লাহ মুছলমানদিগের পক্ষে প্রকৃত কেবলা কা'বা শরিফ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

য়িহুদীরা ও খ্রীষ্টানেরা নামাজ সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিলেন, তাহাদের একদল নামাজে রুকু করিতেন, কিন্তু ছেজদা করিতেন না। অন্য দল নামাজে ছেজদা করিতেন, কিন্তু রুকু করিতেন না। তাহাদের একদল নামাজে কথা বলিতেন, অন্য দল পথ চলিতে চলিতে নামাজ পড়িতেন। আল্লাহতায়ালা মুছলমানদিগের জন্য নামাজের প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। আহ্‌লে কেতাব সম্প্রদায় রোজা সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিলেন, তাহাদের একদল দিবসের কতকাংশে রোজা করিতেন, অন্য দল রোজা অবস্থায় কতক খাদ্য ভক্ষণ ও কতক খাদ্য ত্যাগ করিতেন। আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়া মুছলমানদিগের জন্য প্রকৃত রোজার অবস্থা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থধারী সম্প্রদায় হজরত এব্রাহিম (আঃ) সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিলেন, য়িহুদীরা তাঁহাকে য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা তাঁহাকে খ্রীষ্টান বলিয়া দাবী করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে হানিফ মুছলিম ছিলেন, ইহা আল্লাহ মুছলমানদিগকে অবগত করাইয়া দিয়াছেন।

য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা হজরত ঈছা (আঃ) এর সম্বন্ধে মতভেদ করিয়া ছিলেন, য়িহুদীরা তাঁহার উপর অসত্যারোপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মাতার উপর অযথা অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানেরা তাঁহাকে খোদার পুত্র ধারণা করিয়াছিলেন। আল্লাহ-তায়ালা মুছলমানদিগকে এতৎসম্বন্ধে সত্যমত প্রকাশ করিয়াছেন।

একদল টীকাকার উক্ত আয়তের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা প্রকৃত কথা অবগত হইয়াও বিদ্বেষবশতঃ প্রত্যেক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে কাফের বলিয়া অভিহিত করিত কিন্তু আল্লাহ মুছলমানদিগকে এই সত্য মত অবগত করাইয়া দিয়াছেন যে, ইছলাম ধর্ম্ম প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে হজরত মুছা (আঃ) ও হজরত ঈছা (আঃ) এর প্রকৃত অনুসরণকারিগণ ঈমানদার ছিলেন।

আর একদল টীকাকার উক্ত আয়তের এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রন্থধারী সম্প্রদায় পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ পদমর্য্যাদা লাভ উদ্দেশ্যে নিজেদের কেতাবে তহরিফ (পরিবর্ত্তন) করিয়া ফেলিয়া ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ মুছলমানদিগের উপর কোর-আন নাজিল করিয়া প্রকৃত সত্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। মায়ালেম ও খাজেনে নিম্নোক্ত প্রকার অর্থ লিখিত আছে,—হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর সত্য নবী হওয়ার প্রকাশ্য প্রমাণ সমূহ অবগত হইয়াও য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা পার্থিব পদমর্য্যাদার কামনায় তওরাত ও ইঞ্জিলের শব্দ বা অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার উপর অসত্যারোপ করিয়াছিলেন, কিন্তু আল্লাহ ঈমানদারদিগকে এই সত্য অবগত করাইয়া দিয়াছেন।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, খোদাতায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করেন, সত্যপথ ব্যক্ত করিয়া দেন।—কঃ, ২।২১২—২১৬, এবং কঃ, ২।৬০-৬১, মাঃ ও খাঃ, ১।১৬৮।১৭০ রুঃ, মা; ১।৪০২—

৪০৭, এবং জঃ, ২।১৬৭।১৭১।

২১৪। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে সময় হজরত নবী (ছাঃ) ও তাঁহার ছাহাবাগণ মাতৃভূমি ও অর্থ সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃসম্বল অবস্থায় মদিনা শরিফে আগমন করিয়াছিলেন, এদিকে য়িহুদীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে শত্রুতাভাব প্রকাশ করিতে লাগিল ও একদল ধনবান কপটাচরণ করিতে লাগিল, সেই সময় তাহাদের প্রবোধ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

কাতাদা ও ছোদি বলিয়াছেন, 'খোন্দক' যুদ্ধের দিবস মুছলমানগণ ক্ষুধা, কষ্ট, ভয়, শীত, দারিদ্রতা ও বিবিধ অত্যাচারে পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন, শত্রুগণ উপরিদিক ও নিম্নদিক হইতে উপস্থিত হইল, এমন কি মুছলমানদিগের চক্ষু বক্র ও প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিবস মুছলমানগণ মহা বিপন্ন হইলে উক্ত আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

ছহিহ, বোখারি, আবুদাউদ ও নাছায়িতে উল্লিখিত হইয়াছে, খাব্বাব বলিয়াছেন, হজরত নবী (ছাঃ) কা'বা শরিফের ছায়ায় নিজের চাদরকে বালিশ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, এমতাবস্থায় আমরা তাঁহার নিকট এইরূপ অনুযোগ উপস্থিত করিলাম যে, আপনি কি জন্য আমাদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করেন না এবং দোয়া করেন না ? হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) বলিলেন, প্রাচীন কালে একজন লোককে গর্ত্তের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহার মস্তককে করাতের দ্বারা দুই ভাগ করিয়া কর্ত্তন করা হইত এবং লৌহের চিরুণী দ্বারা তাহার শরীরের মাংসকে ছিন্ন করা হইত, ইহা সত্বেও যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিত না। খোদার শপথ, নিশ্চয় তিনি এই ইছলামকে পূর্ণ করিবেন -এমন কি এক

জন আরোহী 'ছানয়া' হইতে 'হাজরামাওত' অবধি ভ্রমণ করিবে, কিন্তু খোদা ব্যতীত কাহারও ভয় করিবে না। তোমরা ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছ।

আয়তের অর্থ এই যে, হে মুছলমানগণ! তোমরা ধারণা করিতেছ যে, তোমরা কেবল ঈমান আনিয়াই বেহেস্তে প্রবেশ করিবে এবং প্রাচীন নবীগণের উম্মতেরা যেরূপ মহা কষ্ট ও বিপদে পতিত হইয়াছিল, তোমরা সেইরূপ কষ্টও বিপদে পতিত হইবে না? তোমরা যেরূপ মোশরেক, মোনাফেক ও য়িহুদী দল কর্ত্তৃক নানা প্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিতেছ এবং যুদ্ধকালে প্রাণ ও অর্থ বিনষ্ট করিতে বাধ্য হইতেছ, তোমাদের পূর্ব্বের নবীগণের উম্মতেরা সেইরূপ বিপদের সম্মুখে সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহারা দারিদ্রতা নিবন্ধন ক্ষুধার্ত্ত থাকিত, নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত হইত এবং বিবিধ বিপদে বিকম্পিত হইয়াছিল, এমনকি তাহারা নিজেরা বলিয়াছিল যে, কোন্‌ সময় আল্লাহতায়ালার সাহায্য উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের রাছুল ইয়াছা কিম্বা শা'ইয়া বা আশই'য়া বলিয়াছিলেন, আল্লাহ-তায়ালার সাহায্য অতি নিকটবর্ত্তী।

কেহ কেহ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা এইরূপ ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল যে, তাহারা ও তাহাদের রাছুল অস্থির হইয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, যে আল্লাহতায়ালার সাহায্য কোন সময় উপস্থিত হইবে? তদুত্তরে আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, আল্লাহতায়ালার সাহায্য অতি নিকটবর্ত্তী।

কেহ কেহ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন যে,তাহারা কঠোর বিপদে পতিত হইয়া চৈতন্যহারা অবস্থায় বলিয়াছিলেন যে, কোন্‌ সময় আল্লাহতায়ালার সাহায্য উপস্থিত হইবে, তৎপরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নিজেরা বলিয়াছিলেন যে, কখনও শত্রুরা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না, আল্লাহ অচিরে আমা-

দিগকে সাহায্য করিবেন।

২১৫। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমর বেনেলজামুহ একজন অতিবৃদ্ধ অর্থশালী ছিল, সে হজরত নবী (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমরা কি বস্তু ব্যয় করিব? কাহাকে দান করিব? সেই সময় এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

আতা বলিয়াছেন, একজন লোক হজরত নবী (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার একটি 'দীনার' আছে, হজরত বলিলেন, উহা নিজের জন্য ব্যয় কর। সে ব্যক্তি বলিল, আরও যদি দুইটি দীনার থাকে, তবে কি করিব? হুজুর বলিলেন, তবে পরিজনের জন্যও উহা ব্যয় কর। সে ব্যক্তি বলিল, যদি তিনটি দীনার থাকে, তবে কি করিব? হুজুর বলিলেন, নিজের দাসের জন্য ও উহা ব্যয় কর। সে ব্যক্তি বলিল, যদি আমার চারিটি দীনার থাকে, তবে কি করিব? হুজুর বলিলেন, নিজের পিতা-মাতার জন্যও উহা ব্যয় কর। সে ব্যক্তি বলিল, যদি আমার পাঁচটি দীনার থাকে, তবে কি করিব? হুজুর বলিলেন, নিজের আত্মীয় স্বজনের জন্যও ব্যয় কর। সে ব্যক্তি বলিল, যদি আমার ছয়টি দীনার থাকে, তবে কি করিব? হুজুর বলিলেন, তবে আল্লাহ-তায়ালার পথেও ব্যয় কর। সেই সময় উক্ত আয়তটি নাজিল হইয়াছিল।

এবনো-জোরাএজ বলিয়াছেন, মুছলমানেরা হজরত নবী (ছাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাহারা নিজেদের অর্থ কোন্ কোন্ স্থলে ব্যয় করিবেন? সেই সময় উক্ত আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

এই আয়তে যে خير শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, উহাতে হালাল অর্থ বুঝা যায়। আয়তের মর্ম্ম এই যে, তোমরা হালাল অর্থ ব্যয় কর এবং তোমরা যে হালাল অর্থ ব্যয় করিবে, তাহা পিতামাতা, আত্মীয়—স্বজন, পিতৃহীন সন্তান, দরিদ্র ও পথিক-

দিগের জন্য ব্যয় করিবে। এই আয়তটি নফল খয়রাতের জন্য কথিত হইয়াছে। কেন না জাকাতের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, আর এস্থলে অনির্দিষ্টভাবে দান করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই আয়তে নির্দিষ্ট কয়েকস্থলে দান করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তৎপরে খোদা সাধারণভাবে বলিতেছেন ? তোমরা যে কোন স্থানে দান কর কিম্বা যে কোন সৎকার্য্য কর, আল্লাহ উহার সম্বন্ধে সমধিক জ্ঞাতা, কাজেই তিনি উহার সমুচিত সুফল প্রদান করিবেন।

২১৬। যখন হজরত নবী (ছাঃ) ও মুছলমানগণ কোরেশগণ কর্ত্তৃক যৎপরনাস্তি উৎপীড়িত হইয়া নিজেদের ধনসম্পত্তি মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া মদিনা শরিফে আগমন করিলেন, সেই সময় উক্ত শত্রুগণ য়িহুদীগণের সমবায়ে মুছলমানগণের ধর্ম্ম প্রাণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অনিষ্ট সাধন কল্পে ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল ও মদিনা শরিফ আক্রমণ করার সঙ্কল্প করিল, এমতাবস্থায় খোদাতায়ালা তাহাদিগকে জেহাদ করার আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু মুছলমানগণ ধন জন বলে অতি নগণ্য থাকায় যুদ্ধ করা অহিতকর মনে করিতেছিলেন, সেই সময় আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্যে এই আয়ত নাজিল করিয়াছিলেন। আয়তের অর্থ এই যে, যদিও তোমরা এরূপ ক্ষেত্রে জেহাদ করা অহিতকর মনে করিতেছ, তথাচ তোমাদের উপর জেহাদ করা ফরজ করা হইয়াছে। ধর্ম্মদ্রোহিরা ইছলাম প্রচারে বাধা প্রদান করিতেছে, ইছলামাবলম্বীগণকে হত্যা করিতেছে, তাহাদিগকে নির্ভীকচিত্তে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে বাধা দিতেছে, এবং দেশময় অশান্তি উৎপাদন করিতেছে, কাজেই এরূক্ষেত্রে তোমাদের ধর্ম্ম ও জাতীয় জীবন রক্ষা করিতে ও অশান্তি উপশম করিতে যুদ্ধ করা মহা হিতকর। যদি তোমরা যুদ্ধ করা ত্যাগ করতঃ সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া থাক,

তবে তোমরা নির্ম্মুল হইয়া যাইবে। এবং সত্য ধর্ম্ম ধরাবক্ষঃ হইতে মুছিয়া যাইবে। যদিও তোমরা অনভিজ্ঞতার ফলে নিজেদের হিতকর বিষয়কে অহিতকর ও অহিতকর বিষয়কে হিতকর ধারণা করিতেছ, তথাচ আল্লাহ তোমাদের এই ভীষণ পরিণাম অবগত আছেন এবং এইজন্য তোমাদের উপর জেহাদ করা ফরজ করিয়াছে।

পাদরি সাহেবেরা এরূপস্থলে জেহাদ করার আদেশ দেখিয়া বলিয়া থাকেন যে, হজরত মোহম্মাদ (ছাঃ) তরবারীর বলে ইছলাম প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা তাহাদের বাতীল ধারণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহারা যে পুরাতন নিয়ম (তওরাত) কে আছমানি কেতাব বলিয়া থাকেন, উহাতে যে বিনা বাদ-বিচারে জেহাদের কথা বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা তাহারা পাঠ করিয়া থাকেন কি ?

তাহারা বলেন, যীশুখ্রীষ্ট আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, কেহ একজন খ্রীষ্টানের এক গালে চপেটাঘাত করিলে, সে দ্বিতীয় গাল চপেটাঘাতের জন্য অগ্রসর করিয়া দিবে।

বলি, খ্রীষ্টান-জগত তাঁহার এই আদেশ পালন করিয়া থাকেন কি? এই আদেশ পালন করিতে গেলে, চোর, দস্যু ও দুর্ব্বৃত্ত দলের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে কিনা ?

ইছলাম যদিও জেহাদ করার আদেশ প্রদান করিয়াছে, তথাচ কয়েকটি নিয়ম ও শর্ত সহ উহার আদেশ প্রদান করিয়াছে। আবার প্রচলিত ইঞ্জিলের শিক্ষা যে শৈথিলতার সৃষ্টি করে, ইছলাম তাহাও সমর্থন কর নাই, কাজেই প্রত্যেক ন্যায়বানকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইছলামের শিক্ষা সময়োপযোগী হইয়াছে।

ইহা জানা উচিত যে, জেহাদের কারণ উপস্থিত হইলে, এই আয়তে জেহাদ করার আদেশ করা হইয়াছে, কিন্তু এই জেহাদ করা কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। একদল বিদ্বান্ বলিয়াছেন,

উহা প্রত্যেক লোকের ফরজে-আএন, কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বানের মনোনীত মতে উহা ফরজে-কেফায়া ;

২৭ শ রুকু ও ৫ আয়াত ।

(২১৭) يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ط وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ق وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ج وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط وَ لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ط وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ج وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٥ (২১৮) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ جَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥ (২১৯)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ

ومنافع للناس ز و اثمهما اكبر من نفعهما ط و يسئلونك

ماذا ينفقون ط قل العفو ط كذلك يبين الله لكم

الايت لعلكم تتفكرون لا (২২০) فى الدنيا و الاخرة

و يسئلونك عن اليتمى ط قل اصلاح لهم خير ط و ان

تخالطوهم فاخوانكم ط و الله يعلم المفسد من المصلح

ط و لو شاء الله لاعنتكم ط ان الله عزيز حكيم ० (২২১)

و لا تنكحوا المشركت حتى يؤمن ط و لامة مؤمنة

خير من مشركة و لو اعجبتكم ج و لا تنكحوا المشر

كين حتى يؤمنوا ط و لعبد مؤمن خير من مشرك

و لو اعجبكم ط اولئك يدعون الى النار ج صلے و الله

يدعوا الى الجنة و المغفرة باذنه ج و يبين ايته

للناس لعلهم يتذكرون ع

২১৭। তাহারা তোমার নিকট হারাম মাস সম্বন্ধে—উহাতে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে ; তুমি বল, উহাতে যুদ্ধ করা মহা গোনাহ্‌ ; এবং আল্লাহতায়ালার পথ হইতে বাধা প্রদান করা ও তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করা ও মছজিদোল-হারাম হইতে ( বাধা প্রদান করা ) এবং উহার অধিবাসিদিগকে তথা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া আল্লাহতায়ালার নিকট গুরুতর গোনাহ এবং অশান্তি স্থাপন, প্রাণহত্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর গোনাহ এবং ইহারা সর্ব্বদা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিবে, এই হেতু যে, যদি তাহারা সক্ষম হয়, তবে তোমাদিগকে তোমাদের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবে ( ফিরাইয়া দিবে ) এবং যে কেহ তোমাদের মধ্য হইতে নিজের ধর্ম্ম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, এইরূপ লোকদের কার্য্যসমূহ পৃথিবী এবং পর-জগতে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং এইরূপ লোকের দোজখবাসী,— তাহারা উহাতে চিরস্থায়ী হইবে।

২১৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও হেজরত করিয়াছে এবং আল্লাহতায়ালার পথে জেহাদ করিয়াছে, এইরূপ লোকেরা আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহের আশা করিয়া থাকে এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াশীল।

২১৯। তাহারা তোমাকে মদ ও জুয়াখেলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে ; তুমি বল, এতদুভয়ে মহা গোনাহ্‌ এবং লোকদের উপকার আছে এবং এতদুভয়ের উপকার অপেক্ষা এতদুভয়ের গোনাহ গুরুতর ; এবং তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, কি পরিমাণ ব্যয় করিবে ? তুমি বল, উদ্ধৃত অংশ ( ব্যয় কর ) এইরূপ আল্লাহ্‌, তোমাদের জন্য নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন—আশা করা যায় যে, তোমরা চিন্তা করিবে।

২২০। পৃথিবী ও পরজগতের (কার্য্য কলাপ) সম্বন্ধে। এবং

তাহারা তোমাকে পিতৃহীন সন্তানদিগের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে; তুমি বল, তাহাদের হিতসাধন করা উত্তম, আর যদি তোমরা তাহাদের সহিত মিলিত হও, তবে (তাহারা) তোমাদের ভ্রাতা এবং আল্লাহ অনিষ্টকারী ও হিতসাধনকারীকে জানেন; এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে কষ্টে নিক্ষেপ করিতেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

২২১। এবং তোমরা মোশরেক স্ত্রীলোকদের সহিত নিকাহ করিও না যতক্ষণ না তাহারা ঈমান আনে, এবং যদিও মোশরেক স্ত্রীলোক তোমাদের মনমুগ্ধ কারিণী হয়, তথাচ নিশ্চয় ঈমানদার দাসী মোশরেক স্ত্রীলোক অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট এবং তোমরা মোশরেক পুরুষদিগের সহিত ঈমানদার স্ত্রীলোকদের নিকাহ দিও না যতক্ষণ না তাহারা ঈমান আনে। এবং যদিও মোশরেক পুরুষ তোমাদের মনাকর্ষণ করে, তথাচ নিশ্চয় ঈমানদার দাস মোশরেক পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, এইরূপ লোকেরাই দোজখের দিকে আহ্বান করিয়া থাকে এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে বেহেস্তে ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন এবং লোকদিগের জন্য নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করেন—যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

### টীকা—

২১৭। الشهر الحرام হারাম মাস—জোল-কা'দা, জোল-হাজ্জ, মোহর্‌রম ও রজব এই চারিমাসে প্রাচীন কাল হইতে যুদ্ধ করা হারাম ছিল, এই জন্য উপরোক্ত চারি মাসকে হারাম-মাস বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এবনো-জরির, এবনো-আবিহাতেম ও বয়হকি এই আয়তটি নাজিল হওয়ার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন ;—

হজরত নবী (ছাঃ) আবদুল্লাহ, বেনে জাহাশকে ৮ জন হেজরত-কারী ছাহাবা সহ কোন স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন এব, তাহার

সহিত এক খণ্ড পত্র দিয়া আদেশ প্রদান করিলেন যে, দুই দিবস পথ গমন করার পূর্ব্বে তিনি যেন উহা পাঠ না করেন। দুই দিবস পথ গমন পূর্ব্বক তিনি যেন উহা পাঠ করিয়া উহার মর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করেন এবং নিজের সঙ্গীগণের মধ্যে কাহাকেও উহা করিতে বল প্রয়োগ না করেন। হজরত আবদুল্লাহ বেনে জাহাশ দুই দিবসের পথ গমন পূর্ব্বক পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, উহাতে লিখিত আছে, তুমি পত্র পাঠ মাত্র মক্কা ও তায়েফের মধ্যস্থিত নাখ্‌লা নামক স্থানে উপস্থিত হও এবং কোরাএশ দলের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার নিকট তাহাদের সংবাদ আনায়ন কর। তিনি উহা পাঠ করিয়া শিরোধার্য্য করিলেন এবং সঙ্গিদিগকে বলিলেন, হজরত নবী (ছাঃ) আমাকে কোরাএশদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক তাহাদের সংবাদ উক্ত হজরতের নিকট পৌছাইতে আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন এবং তোমাদের কাহারও প্রতি বল প্রয়োগ করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ আমার সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে গমন করিতে পারে, আর যাহার অনিচ্ছা হয়, সে ফিরিয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমি হজরতের আদেশ পালন করিব। সহচরেরা আনন্দিতচিত্তে তাঁহার সঙ্গে হেজাজ ভূমের দিকে চলিলে, ছা'দ-বেনে আক্কাছ ও আতাবা বেনে গাজ্‌ওয়ান এই ছাহাবাদ্বয় পর্য্যায় ক্রমে একটি উটের উপর আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন, উহার উপর তাঁহাদের পাথেয় ছিল, তাঁহারা নাজরান নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, উক্ত উটটি নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, তাঁহারা উভয়ে উহার সন্ধানে পশ্চাতে রহিয়া গেলেন, অবশিষ্ট সহচরেরা উক্ত সেনাপতির সঙ্গে নাখ্‌লা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এমতাবস্থায় কোরাএশ দলের মধ্যে চারিজন লোক তায়েফ হইতে মোনাক্কা, শাকসবজি ও অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, ইহারা উক্ত

ছাহাবাগণকে দেখিয়া প্রথমতঃ ভীত হইয়াছিল, তৎপরে আকাশকে মস্তক মুণ্ডন অবস্থায় দেখিয়া তাহার 'ইহরাম' করার ধারণায় নির্ভীক হইয়া গেল। সেই দিবসটি জামাদিওল ওখরার শেষ দিবস ছিল, ছাহাবাগণের মধ্যে ওয়াকেদ বেনে আবহুল্লাহ, ধর্ম্মদ্রোহী আমর বেনেল হাজরমিকে শরাঘাতে হত্যা করিল, ওছমান বেনে আবহুল্লাহ ও হাকাম বেনে কয়ছানকে বন্দী করিল এবং নওফল পলায়ন করিল, ছাহাবাগণ তাহাকে বন্দী করিতে পারিল না। ছাহাবাগণ হুই জন বন্দী ও বাণিজ্য দ্রব্য সহ হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। হজরত বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এই মাসে যুদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করি নাই। হজরত উক্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ গ্রহণ করিলেন না। তখন তাহারা নিজেদিগকে ধ্বংসশালী ধারনা করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য ছাহাবাগণ তাহাদিগকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন, এদিকে মক্কার কোরাএশ-গণ বলিতে লাগিল যে, (হজরত) মোহাম্মদ ও তাঁহার ছাহাবাগণ হারাম মাসকে হালাল করিয়াছেন, ইহাতে প্রাণহত্যা করিয়াছেন, লোককে বন্দী করিয়া লইয়াছেন এবং বাণিজ্য দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়াছেন। ছাহাবাগণ বলিলেন, তাঁহার এই কার্য্য জামাদিয়োল ওখরাতে করিয়াছেন। সেই সময় এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

আয়তের অর্থ এই যে, লোকে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, হারাম মাসে যুদ্ধ করা কি? আল্লাহ বলেন, হে মোহাম্মদ, তুমি বল, এইরূপ মাসে যুদ্ধ করা মহা গোনাহ, কিন্তু মোশরেকদিগকে জানিয়া রাখা উচিত যে, তাহারা যে লোকদিগকে ইছলাম গ্রহন করিতে, হজ্জ ও হেজরত করিতে কিম্বা অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্য করিতে বাধা প্রদান করিয়াছে, আল্লাহতায়ালার প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছে, কা'বাগৃহের চারিপার্শ্বে তওয়াফ করিতে ও নামাজ পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছে এবং হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও মুছলমান-

গণকে মক্কা শরিফ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে, ইহা আল্লাহ তায়ালার নিকট হারাম মাসে যুদ্ধ করা অপেক্ষা গুরুতর গোনাহ।

আর তাহারা যে মুছলমানদিগের অন্তরে নানাবিধ সন্দেহ উৎপাদন করিতেছে, তাহাদিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করিতেছে, তাহাদিগকে মাতৃভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিতেছে ও শেরক কাফেরিতে সংলিপ্ত হইতেছে, ইহা প্রাণ হত্যা অপেক্ষা গুরুতর গোনাহ।

এস্থলে দুইটি বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে, প্রথম এই যে, এই স্থলে জিজ্ঞাসাকারী কাহারা ছিলেন? অধিকাংশ টীকাকারের মতে মুছলমানগণ জিজ্ঞাসাকারী ছিলেন, আর একদলের মতে মোশ-রেকগণ জিজ্ঞাসাকারী ছিল, আয়তের শব্দগুলি দেখিলে, এই মতের সত্যতা সপ্রমাণিত হয়, কিন্তু অধিকাংশ রেওয়াএতে প্রথম মত সমর্থিত হয়।

দ্বিতীয় যে চারটি মাসে প্রাচীন কাল হইতে যুদ্ধ করা হারাম ছিল, বর্ত্তমান কালে উহা হারাম হইবে কি না? আতা বলিয়াছেন, উক্ত চারিমাসে যুদ্ধ করা হারাম, অবশ্য কেবল শত্রুদের আক্রমণ ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে উহা জায়েজ হইতে পারে। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে উক্ত আয়ত মনছুখ হইয়াছে এবং সমস্ত মাসে যুদ্ধ করা জায়েজ হইবে। সমস্ত শহরের বিদ্বানগণ এই মতের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। এবনো-জরির এই মতটি ছহিহ, বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, মোশরেকেরা সর্ব্বদা তোমাদের সহিত সংগ্রাম করিতে থাকিবে, উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা সক্ষম হইলে, তোমাদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবে, কিন্তু তাহাদের এই ধারণা কার্য্যে পরিণত হইবে না। যে ব্যক্তি ইছলামচ্যুত হয় এবং কাফেরি অবস্থায় মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, পৃথিবী ও পরজগতে তাহার কার্য্য বতীল

হইয়া যাইবে এবং সে ব্যক্তি চির দোজখী হইবে।

এমাম শাফেয়ি ( রঃ ) বলিয়াছেন, কোন মুছলমান ইছলাম-চ্যুত (মোরতাদ) হইয়া গেলে, যতক্ষণ না ঐঅবস্থায় মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহার সৎকার্য্যগুলি বাতীল হইবে না। এমাম আবু হানিফা ( রঃ ) বলিয়াছেন, আল্লাহ কোর-আন শরিফের অন্যত্রে বলিয়াছেন: —

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

"আর যে ব্যক্তি ঈমান নষ্ট করে, নিশ্চয় তাহার আমল (সৎ-কার্য্য ) নষ্ট হইয়াছে।"

আরও কোর আন শরিফে উল্লিখিত হইয়াছে :—

وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"এবং যদি তাহারা শেরেক করে, তবে নিশ্চয় তাহারা যাহা করিত, তাহা বাতীল হইয়া যাইবে।" উপরোক্ত আয়তদ্বয়ে স্পষ্টভাবে সপ্রমাণ হইতেছে যে, শেরক, কাফেরি করিলেই সমস্ত সৎকার্য্য বাতীল হইয়া যায়।

উল্লিখিত আয়তে বর্ণিত হইয়াছে, ইছলাম-ত্যাগী হইলে, পৃথিবীতে সৎকার্য্য নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহাতে বুঝা যায় যে, কেহ ইছলাম ত্যাগ করিলে, মৃত্যুর অগ্রেই তাহার সৎকার্য্য বাতীল হইয়া যাইবে। তফছির রুহোল মায়ানির ১।৪১০ পৃষ্ঠায় এমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহে আলায়হের মতটি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

যদি কোন মুছলমান নামাজ পড়িয়া ইছলাম ত্যাগী হয়, তৎপরে সেই নামাজের ওয়াক্ত থাকিতে পুনরায় মুছলমান হইয়া যায়, তবে এমাম আবু হানিফার (রঃ) মতে উক্ত নামাজ দ্বিতীয়বার

কাজ্জা পড়িতে হইবে, কিন্তু এমাম শাফেয়ির মতে উহা দ্বিতীয়বার পড়িতে হইবে না।

এইরূপ কোন মুছলমান হজ্জ করিয়া ইছলামত্যাগী হইলে, এমাম শাফেয়ির মতে তাহাকে দ্বিতীয়বার হজ্জ করিতে হইবে না, কিন্তু এমাম আবু হানিফার মতে তাহাকে দ্বিতীয়বার হজ্জ করিতে হইবে।—কঃ, ২।২২২—২২৭, রঃ মঃ ১।৪০৭—৪১০, খাঃ, ২।১৭২—১৭৭, বঃ, ১।২৩৪ ও এবঃ জঃ, ২।১৯৪—১৯৯।

ফৎহোল-বায়ান ও আবু ছউদে উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, কোন মুছলমান কাফের হইলে, দুনিয়াতে মুছলমানগণের সমস্ত হুকুম তাহা হইতে রহিত হইয়া যাইবে এবং সমস্ত ইছলামী 'হক' হইতে সে ব্যক্তি বঞ্চিত হইবে। মুছলমানগণের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না, মুছলমানগণের গোরস্থানে তাহাকে দফন করা হইবে না, তাহার জানাজা পাঠ জায়েজ হইবে না। এমাম রাজি উহার ব্যাখ্যায় বলেন, তাহার স্ত্রীর নিকাহ্ ভঙ্গ হইয়া যাইবে, মুছলমানগণের পক্ষে তাহার সাহায্য ও সুখ্যাতি করা বা তাহার সহিত বন্ধুত্ব করা জায়েজ হইবে না। এস্থলে কাদিয়ানি মিষ্টার মোহাম্মদ আলী সাহেব লিখিয়াছেন, যখন ইংরেজ রাজ্যে উপরোক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধীয় সমস্ত ফৎওয়া প্রতিপালন করা সম্ভব হয় না, তখন কেবল নিকাহ্ ভঙ্গ হওয়ার ফৎওয়াটি প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করা অনুচিত বিশেষতঃ যখন এই হুকুমটি কোর-আন ও হাদিছে নাই। কেবল ইহা ফকিহ্-গণের ফৎওয়া। আমরা বলি, ইংরেজ রাজ্যে শরিয়তের হদ জারি হয় না বলিয়া মুছলমানগণ নামাজ, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি শরিয়তের আহকাম রহিত হওয়ার ফৎওয়া দিবেন কি? নিকাহ ভঙ্গ হওয়ার হুকুমটি কেবল আলেমগণের ফৎওয়া নহে, বরং কোর-আনের উক্ত আয়ত হইতে গৃহীত হইয়াছে, যথা তফছির কবির,

আবু ছউদ ইত্যাদি হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে।

এমাম এবনো-জরির ও আলাউদ্দিন লিখিয়াছেন যে, আয়তের শেষাংশের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি ইছলামত্যাগী হইয়া ঐ অবস্থায় মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি অন্যান্য কাফেরদিগের ন্যায় অনন্তকাল দোজখে থাকিবে। কাদিয়ানি মিষ্টার মোহাম্মদ আলী সাহেব এস্থলে আয়তের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, যেহেতু তিনি 'هم فيها خلدون এর অর্থ লিখিয়াছেন, "তাহারা উহাতে অবস্থিতি করিবে" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এইরূপ অর্থ হইবে, "তাহারা উহাতে অনন্তকাল স্থায়ী হইবে।" এবনো-জরির, ২।১৯৯, খাজেন, ১।১৭৪ ও ফৎহোল বায়ান, ১।২৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২১৮। আবদুল্লাহ, বেনে জাহ,শ ও তাঁহার সহচরগণ হজরত নবী (ছাঃ) এর কথায় দুঃখিত হইয়াছিলেন, তৎপরে কোর-আন শরিফের উপরোক্ত আয়ত নাজিল হইলে, তাহাদের বেগোনাহ, হওয়া প্রকাশিত হয় ও দুঃখ নিবারণ হইয়া যায়। সেই সময় তাঁহারা সুফল প্রাপ্তির আশাযুক্ত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমরা এই কার্য্যে জেহাদের ফল প্রাপ্ত হইব কি না? সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়। আয়তের অর্থ এই,—এই ছাহাবাগণ ঈমান আনিয়াছেন, মোশরেকদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া মদিনাতে হেজরত করিয়াছেন এবং উপরোক্ত ব্যাপারে জেহাদের নিয়ত (ধারণা) করার জন্য জেহাদকারীদলের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছেন, ইহারাই আল্লাহতায়ালার নিকট ছওয়াবের আশা করিতেছেন আল্লাহ ইহাদের কেয়াছি ভ্রমকে মার্জ্জনা করিয়াছেন এবং ইহাদের নিয়তের (সৎসঙ্কল্পের) জন্য অনুগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে জেহাদের ছওয়াব (সুফল) প্রদান করিয়াছেন।

২১৯। মক্কা শরিফে নিম্নোক্ত আয়তটি নাজিল হয়,—ومن ثمرات النخيل و الاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا

অর্থ,—"খোর্ম্মা ও আঙ্গুরের ফল সমূহ হইতে তোমরা নেশা-করা বস্তু ও উপাদেয় জীবিকা প্রস্তুত করিয়া থাক।" সেই সময় মুছলমানেরা নেশাকর বস্তু পান করিতে থাকেন। কিছু দিবস পরে (হজরত) ওমার, মোয়াজ ও অন্যান্য কয়েকজন ছাহাবা বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আপনি আমাদিগকে মদ সম্বন্ধে ফৎওয়া প্রদান করুন, কেননা উহা পান করাতে বুদ্ধি লোপ ও অর্থ নষ্ট হইয়া থাকে। সেই সময় এই সুরার আয়তটি নাজিল হয়। ইহা নাজিল হইলে একদল ছাহাবা উহা ত্যাগ করেন। কিছু দিবস এইরূপ গত হইয়া যায়, এক সময় হজরত আবদুর রহমান বেনে আওফ ও একদল ছাহাবা মদপান করিয়া নামাজ পড়িতে লাগিলেন, নামাজের মধ্যে উক্ত ছাহাবা ছুরা কাফেরুনের لا اعبد ما تعبدون লা-আ'বোদো-মা তা'বুদুন স্থলে اعبد ما تعبدون আ'বোদো মা ত'াবুদুন' পড়িয়া ফেলেন। সেই সময় সুরা নেছার এই আয়ত নাজিল হয়,—

لا تقربوا الصلوة و انتم سكارى

"তোমরা নেশাযুক্ত হওয়া অবস্থায় নামাজের নিকটবর্ত্তী হইও না।" সেই সময় অতি অল্প লোকই উহা পান করিতেন। কিছু দিবস পরে আতাবান বেনে মালেক নামক একজন ছাহাবা, হজরত ছা'দ বেনে-আবি আক্কাছ ও একদল ছাহাবাকে দাওয়াত করিয়াছিলেন, সেই স্থানে তাঁহারা নেশা পান করিয়া গৌরব-সূচক কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন, এমতাবস্থায় হজরত ছা'দ একটি কবিতায় আনছার দলের নিন্দাবাদ করিলেন, এতশ্রবণে একজন আনছারী উষ্ট্রের মস্তক দ্বারা হজরত ছা'দের মস্তকে আঘাত করিয়া উহা রক্তাক্ত করিয়া দিল। ইহাতে হজরত ছা'দ জনাব নবী (ছাঃ) এর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন, সেই সময় হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ, তুমি আমাদিগকে মদ সম্বন্ধে পূর্ণ

ব্যবস্থা বিধান কর। তৎক্ষণাৎ সুরা মায়েদার আয়তে মদ্য অপবিত্র শয়তানের কার্য্য ও পরিত্যক্ত বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই আয়তে মদ একেবারে হারাম বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। আল্লাহতায়ালা ক্রমান্বয়ে মদের শেষ ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া লোকদিগের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন।

আয়তের অর্থ এই যে, সুরাপান ও জুয়া খেলায় লোকের কতক উপকার হইয়া থাকে, সুরাপানে খাদ্য পরিপাক হইয়া থাকে, মনে ফূর্ত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে, রং পরিষ্কার হয়, কামশক্তি বৃদ্ধি হয়, কাপুরুষতা লোপ পাইয়া বীরত্ব প্রকাশ হয় ও উহার ব্যবসায়ে অর্থ লাভ হয়। জুয়া খেলাতে বিনা পরিশ্রমে অর্থ সঞ্চয় হয়। সুরা পানে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতম গুণ—যাহা জ্ঞান নামে অভিহিত, তাহা বিলুপ্ত হয়। এবনো-আবিদ্দ্নইয়া বলেন, আমি এক জন মাতালকে দেখিয়াছিলাম যে, নিজ হস্তে প্রস্রাব করিয়া তদ্দারা নিজের মুখ ধৌত করিতেছে। সুরা পানে আল্লাহতায়ালার জেকর ও নামাজ নষ্ট হইয়া যায় ও দ্বেষ-হিংসা শত্রুতা প্রকাশিত হয়, অনেক সময় সুরাপানের মজলিশে একজন সুরাপায়ী অপরকে হত্যা করিয়া ফেলে। মনুষ্য যাহা অভ্যাস করিয়া লয়, তাহা করিতে অধীর হইয়া পড়ে, অনেক ক্ষেত্রে উহা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে. অনেক সময় উহাতে মারাত্মক ব্যাধিসৃষ্টি হইয়া থাকে। চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ উহার বহু প্রকার শারীরিক ক্ষতির কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। যদি উহাতে বুদ্ধি লোপ হওয়া ব্যতীত অন্য কোনই ক্ষতি না থাকিত, তবে তাহাই যথেষ্ট ক্ষতিকর বিষয় বলিয়া গণ্য হইত। যখন উহাতে জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন উহাতে সমস্ত প্রকার দোষ বর্ত্তমান আছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এই জন্য হজরত নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা মদ পান পরিত্যাগ কর, কেননা উহা সমস্ত প্রকার দোষের মূল।

জুয়াখেলার অপকার এই যে, তদ্দারা বাতীল ভাবে লোকের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়, ইহার জন্য লোকে চুরি করিতে, পরিজনকে ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে এবং বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে বাধ্য হয়।

আল্লাহ বলেন, উভয় বিষয়ে উপকার অপেক্ষা অপকার অধিকতর, এই হেতু নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে কোন খেলাতে জয়পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকে, সমস্তই এই আয়তে নিষিদ্ধ হইতেছে। পাশা, শতরঞ্জি, কড়ি ও পয়সা খেলা সমস্তই এই শ্রেণীভুক্ত।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, একদল ছাহাবা খোদার পথে দান করিতে আদিষ্ট হইয়া হজরত নবী (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমরা জানিনা যে, কি পরিমাণ দান করিতে আমাদের উপর আদেশ দেওয়া হইয়াছে? ইতিপূর্ব্বে তাহারা সমস্ত অর্থ দান করিয়া ফেলিতেন, এমন কি তাহারা পুনরায় দান করার সুযোগ পাইতেন না এবং যতক্ষণ না অন্যে তাহাদিগকে দান করিত, ততক্ষণ তাহারা অনাহারে সময় অতিবাহিত করিতেন। সেই সময় উক্ত আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

এহইয়া বলেন, হজরত মোয়াজ বেনে জাবাল ও ছা'লাবা হজরত নবী (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমাদের পরিজন ও দাস দাসী আছে, কাজেই আমরা কি পরিমাণ দান করিব? সেই সময় এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

আয়তের শেষাংশের অর্থ এই যে,—লোকে তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, তাহারা কি পরিমাণ দান করিবে? তুমি বল, স্ত্রী পরিজনকে দান করিয়া যাহা কিছু উদ্ধৃত্ত থাকে, তাহাই দান কর। কেহ কেহ এই অংশের এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, তুমি বল, যাহা দান করা সহজ সাধ্য হয়, তাহাই দান কর।
তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন,—

এইরূপ আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়ত সকল স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, এই হেতু যে, তোমরা গাঢ় চিন্তা করিয়া আহকাম আবিষ্কার করিতে এবং উপকার অপকার বুঝিতে সক্ষম হইবে।

২২০। এই আয়তের فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ এই অংশ পূর্ব্ব আয়তের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে, সম্পূর্ণ অংশের অর্থ এই,— "এইরূপ আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়ত সকল স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, এই হেতু যে, তোমরা পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয় সমূহের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া উপকারী বিষয়গুলি গ্রহণ ও অনিষ্টকর বিষয়-গুলি বা যে বিষয়গুলির উপকার অপেক্ষা অপকার অধিক তৎসমস্ত ত্যাগ করিবে।"

আবু দাউদ, নাছায়ি ও এবনো-জরির উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, কোর আন শরিফের দুইটি আয়তে পিতৃহীন সন্তানের অর্থ সম্পত্তি আত্মসাৎ করাতে মহাশাস্তির কথা উল্লিখিত হইলে, ছাহাবাগণের মধ্যে যাহারা এতিমের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহারা তাহার খাদ্য পানীয় পৃথক করিয়া দিলেন, এতিম নিজের খাদ্য ভক্ষণ করার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিয়া যাইত, উক্ত তত্ত্বাবধানকারিরা তাহা রাখিয়া দিতেন, তৎপরে হয় ত সে উহা ভক্ষণ করিত, না হয় উহা বিকৃত হইয়া যাইত, অবশেষে উহা নিক্ষেপ করার আবশ্যক হইত, ইহাতে এতিমদিগের কার্য্যকলাপ ও জীবন যাপন কষ্টকর হইয়া পড়িল। সেই সময় তাহারা ইহা হজরত নবী (ছাঃ) এর নিকট উল্লেখ করিলেন, এমতাবস্থায় এই আয়ত নাজিল হইল।

আয়তের অর্থ এই,—"লোকে তোমার নিকট এতিমদিগের তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল, তাহাদের হিত-সাধন করা উৎকৃষ্ট।"

হিতসাধন করার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম এই যে

তাহাদিগকে বিদ্যা, সভ্যতা ও শিল্প-ব্যবসায় ইত্যাদি জীবন-যাপনের উপায় শিক্ষা দেওয়া. দ্বিতীয়, ব্যবসায় ও বাণিজ্য দ্বারা তাহাদের অর্থের উন্নতি সাধন করা। তৃতীয়, বেতন ও পারিশ্রমিক গ্রহণ ব্যতীত এতিমদিগের অর্থের উন্নতি সাধন করা ওলির পক্ষে মহা ফলকর বিষয়। চতুর্থ, এতিমগণ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকা অপেক্ষা—তাহাদের হিতসাধন কল্পে তাহাদের সহিত মিলিত থাকা উৎকৃষ্ট।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, যে যে কার্য্যে এতিমের বিশুদ্ধ উপকার সাধিত হয় কিম্বা উপকারের বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, ওলি তাহার পক্ষ হইতে সেই সেই কার্য্য করিতে পারিবে। আর যে যে কার্য্যে তাহার ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই, ওলি তাহার পক্ষ হইতে সেই সেই কার্য্য করিতে পারিবে না।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন:—

যদি তোমরা তাহাদের সহিত মিলিত হও, (তবে ইহাতে দোষ নাই), যেহেতু তাহারা তোমাদের ভাই। মিলিত হওয়ার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম এই যে, এতিমদিগের খাদ্য-পানীয় নিজের খাদ্য-পানীয়ের সহিত একত্রিত করা ও একই গৃহে তাহাদের সহিত অবস্থিতি করা। দ্বিতীয়, ওলি নিজের পারিশ্রমিক পরিমাণ—তাহাদের অর্থের দ্বারা উপসত্ব ভোগ করিবে, একদল লোক বলেন, ওলি ধনী হইলে, পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবে না। তৃতীয়, নিজের অর্থের সহিত তাহাদের অর্থ মিশ্রিত করিয়া যৌথ কারবার করা। চতুর্থ, তাহাদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

মূল কথা, এতিমদিগের সহিত উপরোক্ত কয়েক প্রকারে মিলিত হওয়াতে কোন দোষ নাই।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন,—

কোন্ ব্যক্তি এতিমদিগের হিতসাধন কল্পে তাহাদের সহিত মিলিত হয় এবং কোন্ ব্যক্তি তাহাদের অনিষ্ট সাধন কল্পে উহা করে, তাহা খোদা অবগত আছেন। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তবে এতিমদিগের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য ওলিদ্দিগকে বিপন্ন করিতেন, ( কিন্তু তিনি কাহারও উপর অসাধ্যভার অর্পণ করেন না। ) কঃ, ২।২৩৪—২৩৬।

২২১। হজরত নবী (ছাঃ) আবু মেরছাদকে মক্কা শরিফে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, তথা হইতে মুছলমান-দিগকে বাহির করিয়া আনিবেন। আবু মেরছাদ ইছলামের পূর্ব্বে আলাক নাম্নী একটি রূপসী মোশরেক স্ত্রীলোকের প্রেমে আবদ্ধ ছিল, সেই স্ত্রীলোকটি তাহার মক্কায় আগমনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া নির্জ্জন বাসের কামনা প্রকাশ করিল। তিনি বলিলেন, ইছলাম আমাকে এই কার্য্যে বাধা প্রদান করিতেছে। তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, তুমি আমার সহিত বিবাহ করিতে বাসনা রাখ কি ? তিনি বলিলেন, হাঁ, কিন্তু মদিনা শরিফে উপস্থিত হইয়া হজরত নবী ( ছাঃ ) এর নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব। তিনি মদিনা শরিফে উপস্থিত হইয়া এই বিবাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় এই আয়ত নাজিল হয়, – "মোশরেক স্ত্রীলোকেরা যতক্ষণ ঈমান না আনে, ততক্ষণ তোমরা তাহাদের সহিত বিবাহ করিও না।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, মোশরেক স্ত্রীলোকের সহিত মুছলমানের নিকাহ করা হারাম। অগ্নি উপাসক ও পৌত্তলিক স্ত্রীলোকদের সহিত নিকাহ করা হারাম, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই, কিন্তু য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা মোশরেক নামে অভিহিত হইবে কিনা এবং এই উভয় সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদের সহিত মুছলমানগণের নিকাহ জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

একদল বিদ্বান্‌ বলিয়াছেন, যে মোশরেক স্ত্রীলোকদের কোন আছমানি কেতাব ছিল না, তাহাদের সহিত নিকাহ করা হারাম হওয়া সম্বন্ধে এই আয়ত নাজিল হইয়াছে। য়িহুদী ও খ্রীষ্টান স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজিল হয় নাই, কাজেই সুরা মায়েদার আয়ত অনুযায়ী তাহাদের সহিত নিকাহ করা জায়েজ হইবে।

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, গ্রন্থধারিণী হউক, আর না হউক, প্রত্যেক প্রকার মোশরেক স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ করা নিষিদ্ধ হওয়ার সম্বন্ধে এই আয়ত নাজিল হইয়াছে, কিন্তু য়িহুদী ও খ্রীষ্টান স্ত্রীলোকগণ মোশরেক হইলেও সুরা মায়েদার আয়ত অনুযায়ী তাহাদের সহিত মুছলমানগণের নিকাহ করা জায়েজ হইবে। ইহাই অধিকাংশ এমামের মনোনীত মত।

হজরত এবনো-ওমার, মোহাম্মদ বেনেল হানাফিয়া ও হাদি বলিয়াছেন, য়িহুদী ও খ্রীষ্টান স্ত্রীলোকেরা মোশরেক হওয়ার জন্য এই আয়ত অনুযায়ী তাহাদের সহিত নিকাহ করা হারাম। এমাম এবনে-জরির প্রথম দলের মত মনোনীত স্থির করিয়াছেন। এমাম রাজি দ্বিতীয় দলের মত মনোনীত স্থির করিয়াছেন। আল্লামা শেহাবদ্দিন আলুছি বলেন, দ্বিতীয় মতটি গ্রহণীয় মত।

য়িহুদী ও খ্রীষ্টান স্ত্রীলোকদের সহিত নিকাহ জায়েজ হইলেও উহা মকরুহ হইবে, কেননা হজরত নবী (ছাঃ) দীনদার স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ করিতে হুকুম করিয়াছেন। এবনো-জরির বলিয়াছেন, হজরত ওমার (রাঃ) এইরূপ নিকাহ মকরুহ জানিতেন এমন কি তিনি হজরত হোজায়ফাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তিনি যেন য়িহুদী স্ত্রীকে তালাক দেন।

বাইয়ানোল-কোর-আনে আছে, বর্ত্তমান ইংরেজরা না খোদাকে মান্য করেন, না হজরত ঈছা (আঃ) কে পয়গম্বর বলিয়া জানেন,

না ইঞ্জিলকে আছমানি কেতাব বলিয়া স্বীকার করেন, ইহারা প্রকৃত পক্ষে ঈছায়ি ( খ্রীষ্টান ) নহেন। ইহাদের স্ত্রীলোকদের সহিত নকাহ করা মুছলমানগণের পক্ষে জায়েজ নহে। বর্ত্তমান দর্শন বিজ্ঞান তত্ত্ববিদ্ মুছলমানগণের আ'কিদা ইছলামের সম্পূর্ণ বিপরীত, এমন কি তাহাদের আ'কিদা ঘোর ধর্ম্ম দ্রোহিতামূলক, তাহাদের সহিত মুছলমান স্ত্রীলোকদিগের নিকাহ একেবারে না জায়েজ। যদি নিকাহ করার পরে তাহারা এইরূপ ধর্ম্মদ্রোহিতা-মূলক মতাবলম্বন করে, তবে তাহাদের নিকাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। যদি নিকাহ করার পরে তাহাদের এইরূপ মত প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে স্ত্রী তাহা হইতে পৃথক থাকার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিবে।

লেখক বলেন, এদেশের বেদীন ফকিরদিগের সহিত মুছলমান স্ত্রীলোকদের নিকাহ জায়েজ হইবে না। খোলাছাতে-ফাছিরে লিখিত আছে, যদি কোন মুছলমান স্ত্রীলোক য়িহুদী কিম্বা খ্রীষ্টান হইয়া যায়, তবে তাহাকে 'মোরতাদ্দ' (ইছলামচ্যুত কাফের) বলা যাইবে, তাহার নিকাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

দারে'-মনছুরে লিখিত আছে, আবদুল্লাহ বেনে রোওয়াহার একটি হাবশী দাসী ছিল, তিনি রাগন্বিত হইয়া উক্ত দাসীকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি ভীত হইয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ প্রকাশ করিলেন, হজরত নবী (ছাঃ) উক্ত দাসীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, সে নামাজ পড়িয়া থাকে, রোজা করিয়া থাকে, সুন্দররূপে ওজু করিয়া থাকে, আপনাকে নবী ও আল্লাহকে মা'বুদ (উপাস্য) বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। হজরত বলিলেন, সে ঈমানদার। হজরত আবদুল্লাহ বলিলেন, আমি তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করিলাম এবং তাহার সহিত নিকাহ করিব, এই নিকাহ করার পরে কতক মুছলমান দাসীর সহিত নিকাহ করার জন্য তাহার উপর

উপহাস করিতে লাগিল, তাহারা মোশরেক স্ত্রীলোকদের সহিত নিকাহ করা প্রীতিজনক বলিয়া ধারণা করিত। সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়,—"যদিও মোশরেক স্ত্রীলোক মনমুগ্ধকারিণী হয়, তবু ঈমানদার স্ত্রীলোক মোশরেক স্ত্রীলোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।"

এবনো-মাজা এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—তোমরা স্ত্রীলোকদের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাহাদের সহিত বিবাহ করিও না, যে হেতু উক্ত রূপলাবণ্য তাহাদিগকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করিতে পারে। তোমরা তাহাদের অর্থরাশির লোভে তাহাদের সহিত নিকাহ করিও না। যে হেতু উহা তাহাদিগকে উদ্ধত করিতে পারে। তোমরা তাহাদের 'দীন' ও ঈমান দেখিয়া তাহাদের সহিত নিকাহ কর, কেননা দীনদার কুৎসিতা দাসী উৎকৃষ্ট।"

এমাম বোখারি ও মোছলেম এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের অর্থ, বংশ, রূপ ও ধর্ম্ম এই চারিটি বিষয় দেখিয়া লোকে বিবাহ করিয়া থাকে, কিন্তু তুমি দীনদার দেখিয়া তাহার সহিত বিবাহ কর। আহমদ, হাকেম ও এবনো-হাব্বান ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন, তুমি দীনদার ও সচ্চরিত্রা দেখিয়া তাহার সহিত বিবাহ কর।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন,—

"যতক্ষণ না মোশরেক পুরুষেরা ঈমান আনে, ততক্ষণ তোমরা তাহাদের সহিত ঈমানদার স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ বন্ধন করিয়া দিও না।" ইহাতে বুঝা যায় যে, য়িহুদী, খ্রীষ্টান, পৌত্তলিক বা যে কোন সম্প্রদায়ের মোশরেক পুরুষ হউক না কেন, তাহার সহিত ঈমানদার স্ত্রীলোকের নিকাহ জায়েজ হইবে না।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদিও মোশরেক পুরুষ তোমাদের মনমুগ্ধকর হয়, তথাচ ঈমানদার দাস তাহা অপেক্ষা উত্তম।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন,—

"মোশরেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা তোমাদিগকে এইরূপ কার্য্য করিতে উত্তেজিত করিবে যে, তোমরা সেই জন্য দোজখের উপযুক্ত হইবে, কিম্বা তাহারা তোমাদিগকে কাফেরি-মূলক কথা বলিতে, কাফেরি কার্য্যে ভক্তি করিতে, অথবা উহার সহিত মিলিত ভাবে থাকিতে উত্তেজিত করিবে—যাহাতে তোমরা দোজখের শাস্তি ভোগের পাত্র হইবে, পক্ষান্তরে আল্লাহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তোমা-দিগকে এইরূপ সত্যমত গ্রহণ করিতে ও সৎকার্য্য করিতে আদেশ করিতেছেন—যাহা তোমাদের গোনাহ মার্জ্জনার হেতু হইবে এবং তোমাদিগকে বেহেশতে পৌঁছাইয়া দিবে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন,—

আল্লাহ লোকদিগের জন্য নিজ আয়ত সকল এই জন্য স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন যে, তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে কিম্বা স্মরণ রাখিবে। রু, মাঃ ১।৪১৫--৪১৭, কঃ, ২।২৩৬--২৪১, দোঃ, ১।২৫৬--২৫৭, বাইয়ান, ১।১১৭, খাঃ, ১।১৮০।১৮১, খোলা, ১৫৭।১৫৮, এবং, জঃ, ২।২১১।২১৩ .

## ২৮ শ রুকু ও ৭ আয়ত।

(২২২) وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ لا وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ

حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ

اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝ (২২২) نِسَاۤؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص

فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ز وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ط

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْآ اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ط وَبَشِّرِ

الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (২২৩) وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ

اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ

سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ (২২৪) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ

اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ط

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝ (২২৫) لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ

نِّسَاۤئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ج فَاِنْ فَاۤءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (২২৬) وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ

سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ (২২৭) وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ

بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ

مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

الْاٰخِرِ ط وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ

اَرَادُوْا اِصْلَاحًا ط وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ع

২২২। এবং লোকে তোমাকে ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল, উহা নাপাকি (অশুচি), কাজেই তোমরা ঋতু অবস্থার স্ত্রীলোকগণ হইতে পৃথক থাক এবং তাহারা যতক্ষণ পবিত্র (না) হয়, ততক্ষণ তোমরা তাহাদের সহিত সঙ্গম করিও না, তৎপরে যখন তাহারা পবিত্র হয়, তখন তোমরা আল্লাহ যে স্থান দিয়া তোমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, (সেই স্থান দিয়া) তাহাদের নিকট গমন কর, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থীগণকে ভালবাসেন।

২২৩। তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র, কাজেই যেরূপে তোমরা ইচ্ছা কর, তোমাদের ক্ষেত্রে গমন কর এবং নিজেদের জীবনের জন্য অগ্রে প্রেরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমরা তাঁহার সাক্ষাৎকারী হইবে এবং ঈমানদারগণকে সুসংবাদ প্রদান কর।

২২৪। এবং তোমরা নিজেদের শপথ সমূহের নিমিত্ত আল্লাহকে সৎকার্য্য করার, পরহেজগারি করার ও লোকদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করার অন্তরাল স্থির করিও না। এবং আল্লাহ শ্রোতা মহাজ্ঞাতা। ২২৫। আল্লাহ তোমাদের শপথগুলির মধ্যে অযথা প্রকারের জন্য তোমাদিগকে দোষী করিবেন না, বরং

তোমাদের অন্তর সমূহ যাহা অর্জ্জন করিয়াছে, তজ্জন্য তিনি তোমাদিগকে দোষী করিবেন, এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল সহিষ্ণু। ২২৬। যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহবাস হইতে পৃথক থাকার শপথ করে, তাহাদের জন্য চারি মাস প্রতীক্ষণীয়, তৎপরে যদি তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াশীল। ২২৭। আর যদি তাহারা তালাক দেওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ শ্রোতা মহাজ্ঞাতা। ২২৮। এবং তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকেরা নিজেদিগকে তিন ঋতু (হায়েজ) প্রতীক্ষায় রাখিবে। এবং যদি তাহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে আল্লাহ যাহা তাহাদের গর্ভাশয়ে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন করা তাহাদের পক্ষে হালাল (বৈধ) নহে, এবং যদি উভয়ে সন্ধিস্থাপনের আকাঙ্খা করে, তবে তাহাদের স্বামী উক্ত এদ্দতের (বৈধব্যব্রত যাপনের) মধ্যে তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইতে সমধিক স্বত্ববান, এবং (স্বামীদিগের প্রতি) স্ত্রীদিগের ঐরূপ নিয়মিত ভাবে স্বত্ব (হক) আছে যেরূপ স্ত্রীলোকের প্রতি (স্বামীদিগের) স্বত্ব আছে এবং উক্ত নারীদিগের উপর পুরুষদিগের শ্রেষ্ঠত্ব আছে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

টীকা—

২২২। য়িহুদিরা ঋতু কালে স্ত্রীলোকদিগকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিত, এক গৃহে তাহাদের নিকট পানাহার করিত না ও অবস্থিতি করিত না, তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিত না ও তাহাদের সহিত কথা বলা হারাম জানিত। আরবেরা তাহাদের অনুসরণ করিয়া ঐরূপ করিত। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানগণ ঋতুকালে তাহাদের সহিত সঙ্গম করিতে অভ্যস্ত ছিল, সেই কারণে ছাবেত নামক একটি লোক জনাব হজরত নবী (ছাঃ) এর নিকট এতৎ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়,

"লোকে তোমার নিকট ঋতুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল, উহা নাপাকি, কাজেই তোমরা ঋতু কালে উক্ত স্ত্রীগণের সহিত সঙ্গম করিও না, যতক্ষণ না তাহারা পাক হইবে, ততক্ষণ তোমরা তাহাদের সহিত সঙ্গম করিও না।"

এমাম শাফেয়ি (রঃ) বলেন, ঋতু বন্ধ হওয়ার পরে গোসল করার পূর্ব্বে স্ত্রীসঙ্গম করা জায়েজ হইবে না। এমাম আবু হানিফা (রঃ) এই আয়তের দুই কেরাতের মর্ম্ম নির্দ্দেশে বলেন, দশ দিবসে ঋতু বন্ধ হইলে, বিনা গোসলে সঙ্গম করা জায়েজ হইবে, কিন্তু উহার কমে ঋতু বন্ধ হইলে, বিনা গোসলে সঙ্গম করা জায়েজ হইবে না। ঋতুকালে স্ত্রীলোকের পক্ষে নামাজ পড়া, রোজা করা, কোর-আন পাঠ করা, উহা স্পর্শ করা ও মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। ঋতুকালে তাহাদের যে নামাজ নষ্ট হইয়া যায়, তাহার কাজা করিতে হইবে না, কিন্তু যে রোজা নষ্ট হয়, তাহার কাজা করিতে হইবে। তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন,—

"যখন স্ত্রীলোকেরা পাক হইয়া যায়, তখন আল্লাহতায়ালার নির্দিষ্ট দিক দিয়া তাহাদের সহিত সঙ্গম কর অর্থাৎ তাহাদের মূত্র-দ্বারে সঙ্গম কর, তাহাদের মলদ্বারে সঙ্গম করিও না।"

একদল বিদ্বান বলিতেছেন, যে সময় তাহাদের সহিত সঙ্গম করা হালাল, সেই সময় তাহাদের সহিত সঙ্গম কর অর্থাৎ যখন তাহারা রোজা এ'তেকাফ ও এহরাম অবস্থায় থাকে, তখন তাহাদের সহিত সঙ্গম করা জায়েজ নহে, তদ্ব্যতীত অন্য সময়ে তাহাদের সহিত সঙ্গম করা জায়েজ হইবে।

এমাম তেরমেজি এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ঋতুকালে স্ত্রী সঙ্গম করে, কিম্বা তাহাদের মলদ্বারে সঙ্গম করে, অথবা কোন গণকের নিকট গমন করে, সে ব্যক্তি হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উপর প্রেরিত কোর আনকে অস্বীকার করিল।"

অন্য হাদিছে আছে, ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গম করিলে, যদি সেই সময় সন্তানের উৎপত্তি হয়, তবে তাহার কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তৎপরে বলিতেছেন, যদি কেহ ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গম করতঃ তওবা করে, তবে আল্লাহ এই ত্রুটি স্বীকারের জন্য তাহাদিগকে ভাল বাসেন, আর যাহারা এইরূপ অপবিত্র কার্য্য হইতে পবিত্র থাকে, তাহারা যে খোদার প্রিয়পাত্র, ইহাতে সন্দেহ নাই। রূ, মাঃ, ১।৪১৮—৪১০, খাঃ, ১।১৮১—১৮৩, দোঃ, ১।২৫৮—২৬১।

২২৩। য়িহুদীরা বলিত যে, যদি কেহ স্ত্রীলোকের পশ্চাদ্দিক হইতে তাহার মুত্রদ্বারে সঙ্গম করে, এবং এমতাবস্থায় তাহার কোন সন্তান জন্মে, তবে সেই সন্তানের চক্ষু টেরা হইবে, সেই কারণে এই আয়ত নাজিল হয়। আয়তের অর্থ এই যে, স্ত্রীলোকেরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র, তোমরা পশ্চাদিক হইতে হউক কিংবা সম্মুখের দিক হইতে হউক, যেরূপ ভাবে হউক যে দিক দিয়া হউক, যখন হউক তাহাদের সহিত সঙ্গম কর। এস্থলে শস্যক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, শস্যক্ষেত্রে ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, স্ত্রীলোকের মুত্রদ্বার শস্যক্ষেত্র, যেহেতু তথা হইতে সন্তান সন্ততি উৎপন্ন ও বাহির হইয়া থাকে, কিন্তু মলদ্বারকে শস্যক্ষেত্র বলা যাইতে পারে না, যেহেতু তথা হইতে সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হইতে পারে না। এই হেতু এই আয়ত হইতে মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম সপ্রমাণ হইতেছে।

তৎপরে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন—

তোমরা পরকালের পাথেয় স্বরূপ সৎকার্য্য করিতে থাক। কেহ কেহ উহার অর্থে বলিয়াছেন, তোমরা স্ত্রীসঙ্গম করার পূর্ব্বে বিছমিল্লাহ পাঠ কর। হজরত নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, স্ত্রী সঙ্গম

করার পূর্ব্বে—

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا—

"বিছমিল্লাহে আল্লাহুম্মা জান্নেবনাস শয়তানা ও জান্নেবেশ শয়তানা মারাজাকতানা।" এই দোয়া পাঠ করিবে যদি এই সঙ্গমে সন্তানের জন্ম হয়, তবে শয়তান তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

কেহ কেহ বলেন, সন্তান লাভ উদ্দেশ্যে স্ত্রীসঙ্গম করিবে। হজরত বলিয়াছেন, সৎসন্তান ছদ্‌কায়-জারিয়ার অন্তর্গত।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন—

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে তোমরা নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার দরবারে উপস্থিত হইবে, তিনি তোমাদের কার্য্যের প্রতিফল দিবেন এবং ঈমানদারদিগকে সুফল প্রাপ্তির সুসংবাদ প্রদান কর।—কঃ, ২। ২৪৬—২৪৮, রু, মাঃ, ১। ৪২০—৪২২।

২২৫। মেছতাহ, নামক একটি দরিদ্র লোক হজরত আবুবকর সিদ্দিকের খালাত ভাই ছিল, তিনি এই ব্যক্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। যে সময় এই মেছ্‌তাহ হজরত আএশা ছিদ্দিকার প্রতি অযথা অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিল, সেই সময় হজরত আবুবকর (রাঃ) হলফ্‌ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি উক্ত ব্যক্তির ব্যয় বহন করিবেন না। সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়।

কেহ কেহ বলেন, আবদুল্লাহ বেনে রোওয়াহার জামাতা বশির বেনে নো'মান তাঁহার কন্যাকে তালাক দিয়াছিল, তৎপরে এই ব্যক্তি উক্ত স্ত্রীর সহিত পুনরায় নিকাহ করার ইচ্ছা করিতেছিল,

সেই সময় উপরোক্ত হজরত আবদুল্লাহ হলফ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি কখনও আমার জামাতার নিকট গমন করিব না, তাহার সহিত কথা বলিব না এবং জামাতা ও কন্যার মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিব না। সেই সময় উক্ত আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

এই আয়তের কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম এই যে তোমরা খোদার শপথকে পরোপকার করার, পরহেজগারি করার ও লোকের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করার অন্তরাল করিও না অর্থাৎ তোমরা খোদার শপথ করিয়া পরোপকার, পরহেজগারি ও লোকের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দেওয়া হইতে বিরত হইও না।

এমাম মোছলেম হজরত নবী (ছাঃ) এর এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের জন্য শপথ করিয়া তদ্ব্যতীত অন্য কার্য্য কল্যাণকর ধারণা করে, সে ব্যক্তি যেন নিজ শপথের (কছমের) কাফ্ফারা (ক্ষতি পূরণ) আদায় করে এবং কল্যাণকর বিষয়টি করিতে থাকে।"

দ্বিতীয়, তোমরা পরোপকার ও পরহেজগারি না করার ও লোকের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া না দেওয়ার উদ্দেশ্যে খোদার শপথ করিও না।

তৃতীয়, যদি তোমরা পরোপকারী (সজ্জন) পরহেজগার (ধার্মিক) ও লোকের মধ্যে সন্ধিস্থাপনকারী (বিশ্বাস ভাজন) হইতে বাসনা রাখ, তবে আল্লাহ তায়ালার নামকে তোমাদের শপথের লক্ষ্যস্থল করিও না—অর্থাৎ অধিক পরিমাণ খোদার শপথ করিও না।

একটি হাদিছে আছে, তুমি অধিক পরিমাণ শপথ করিও না, কেননা উহা ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনকারী হইলেও বরকতহীন হইয়া থাকে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহ তোমাদের কথা ও শপথ

শ্রবণ করেন ও তোমাদের অবস্থা ও সংকল্প অবগত আছেন।

(২২৫) কছম তিন প্রকার, প্রথম لغو 'লাগ্‌য়ো', দ্বিতীয় غموس 'গমুছ', তৃতীয় منعقدة 'মোনয়াকেদা'। কোন গত কার্য্যের উপর উহাকে সত্য ধারণা করিয়া কছম করা, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ঘটনা উহার বিপরীত ছিল, যেরূপ একজন লোক এই ধারণায় যে, আবদুল্লাহ কলিকাতায় গিয়াছিল, বলিল যে, খোদার কছম, আবদুল্লাহ কলিকাতায় গিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে কলিকাতায় গমন করে নাই। এইরূপ কছম করাকে 'লাগ্‌য়ো' নামে অভিহিত করা হয়। ইহা এমাম আবু হানিফা, হজরত এবনো আব্বাছ হাছান (বাছরি), মোজাহেদ, নখ্‌য়ি, জুহরি, ছোলায়মান বেনে ইয়ার, কাতাদা, ছুদ্দি ও মকহুলের মত।

এমাম শাফেয়ি বলেন, আরবেরা কোন কথা তাকিদ করা উদ্দেশ্যে যে لا و الله 'লা ওল্লাহে' (না, খোদার কছম), بلى و الله 'বালা ওল্লাহে' (হাঁ খোদার কছম) বলিয়া থাকেন, ইহাতে তাহারা হলফ করার ধারণা করেন না, ইহাকে 'লাগ্‌য়ো' নামে অভিহিত করা হয়। ইহা হজরত আএশা, শা'বি ও একরামার মত।

এমাম রাজি এমাম আবু হানিফার মতের সমর্থন করিয়াছেন।

কোন অতীত কার্য্যের উপর উহা মিথ্যা জানা সত্বেও কছম করা, যেরূপ আবদুল্লাহ মক্কা শরিফে গমন করে নাই, ইহা জানা সত্বেও বলা যে, আমি খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আবদুল্লাহ মক্কা শরিফে গমন করিয়াছে। এইরূপ হলফ করাকে 'গমুছ' নামে অভিহিত করা হয়।

কোন আগামী কার্য্যের উপর স্বেচ্ছায় কছম করা, যেরূপ এক জন লোক বলে যে, আমি খোদার কছম করিয়া বলিতেছি যে, আমি অমুকস্থানে গমন করিব না। এইরূপ কছমকে 'মোনয়া'-

কেদা' নামে অভিহিত করা হয়।

এমাম আবুহানিফা (রঃ) বলেন, প্রথম শ্রেণীর কছমে কোন প্রকার গোনাহ ও কাফ্‌ফারা নাই। এই আয়তে দ্বিতীয় প্রকার কছমে পরকালের শাস্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, আর ছুরা মায়েদাতে তৃতীয় প্রকার কছমে এই জগতে কাফ্‌ফারা দেওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকারে তওবা ব্যতীত পার্থিব কোন কাফ্‌ফারা দেওয়া ওয়াজেব নহে।

এমাম শাফেয়ি (রঃ) এই আয়ত ও ছুরা মায়েদার আয়তের একই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার কছমে পার্থিব কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

ছুরা মায়েদাতে যে কাফ্‌ফারার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই,—দশজন দরিদ্রকে খাদ্য দান করা, কিম্বা তাহাদিগকে বস্ত্র দান করা, অথবা একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত (আজাদ) করিয়া দেওয়া অভাব পক্ষে তিনটি রোজা রাখা।

২২৬। 'ঈলা' ايلا শব্দের আভিধানিক অর্থ শপথ করা। শরিয়তের ব্যবহারে স্ত্রীসঙ্গম না করার জন্য শপথ করাকে "ঈলা" বলা হইয়া থাকে। ছইদ বেনে মোছাইয়েব বলেন, ইছলামের পূর্ব্ব জামানায় যে ব্যক্তি স্ত্রীর আগ্রহ রাখিত না, অথচ ইহাও পছন্দ করিত না যে, অন্যে তাহাকে নিকাহ করে, এই হেতু সেই ব্যক্তি শপথ করিয়া বলিত যে, সে নিজের স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিবে না। সে ব্যক্তি তাহাকে না বিধবা, এই অবস্থায় ত্যাগ করিত। মুছলমানেরা এইরূপ করিতে আরম্ভ করিলে, আল্লাহতায়ালা এই-রূপ অহিত কার্য্য নিবারণ কল্পে স্বামীর পক্ষে একটি সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যদি সে ব্যক্তি উক্ত সময়ের মধ্যে চিন্তা করিয়া তাহাকে গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ মনে করে, তবে গ্রহণ করিবে, আর যদি তাহাকে ত্যাগ করা যুক্তি-যুক্ত মনে করে, তবে তাহাই

করিবে। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, যেব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গম না করার কছম করে, তাহার জন্য চারি মাস সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যদি সে ব্যক্তি এই সময়ের মধ্যে স্ত্রীসঙ্গম করে, কিম্বা অক্ষম অবস্থায় সঙ্গম করার ওয়াদা করে, তবে খোদাতায়ালা তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন এবং তাহার প্রতি দয়া করিবেন, কিন্তু তাহাকে এই শপথ করার জন্য উল্লিখিত প্রকারে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। ২২৭। আর যদি চারি মাসের মধ্যে সঙ্গম না করে বা উহার ওয়াদা না করে তবে তাহার উপর এক তালাক বাএন হইয়া যাইবে। এবনো-কছির বলেন, ইহা হজরত ওমার, ওছমান, আলি, এবনো-মছউদ, এবনো-আব্বাছ, এবনো-ওমার, জায়েদ বেনে ছাবেত, ও বহু সংখ্যক তাবেয়ির মত।

এমাম শাফেয়ি বলেন, চারি মাস গত হওয়ার পরে হয় তাহার সহিত সঙ্গম করিবে এবং কছমের কাফ্‌ফারা আদায় করিতে বাধ্য হইবে, না হয় তালাক দিবে, আর যদি সে ব্যক্তি উভয় কার্য্য না করে, তবে শরিয়তের কাজী উভয়কে পৃথক করিয়া দিবে, ইহাতে তালাক বাএন হইয়া যাইবে। এবনো-কছির বলেন, ইহাও অনেক ছাহাবা ও তাবেয়ির মত। যদি কেহ বলে, যদি আমি চারি মাসের মধ্যে তোমার সহিত সঙ্গম করি, তবে আমার উপর হজ্ব করা ওয়াজেব হইবে। ইহাও 'ঈলা' হইবে, চারি মাসের মধ্যে সঙ্গম করিলে, তাহার উপর হজ্ব ওয়াজেব হইবে, চারি মাস অতীত হইয়া গেলে, স্ত্রীর উপর এক তালাক বাএন হইবে। চারি মাসের কম সঙ্গম না করার কছম করিলে, চারি এমামের মতে 'ঈলা' হইবে না। এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, চারি মাস কিম্বা তদধিক দিন সঙ্গম না করার কছম করিলে, 'ঈলা' হইবে। অন্য তিন এমাম বলেন, চারি মাসের অধিক না বলিলে, ঈলা হইবে না।

২২৮। এই আয়তে قروء 'কোরু' শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, উহার এক বচন قرء 'কোরয়োন', উহার দুই প্রকার অর্থ আছে, প্রথম ঋতু (হায়েজ), দ্বিতীয় 'তোহর' অর্থাৎ উভয় ঋতুর মধ্যস্থিত পাকির সময়। এমাম শাফেয়ি উক্ত শব্দের শেষ অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোক তিন 'তোহর' অবধি 'এদ্দত' পালন করিয়া অন্য নিকাহ করিতে পারিবে, ইহা হজরত আএশা এবনো-আব্বাছ, জায়েদ বেনে ছাবেত ও কতক তাবেয়ির মত।

এমাম আবু হানিফা (রঃ) উহার প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোক তিন ঋতু এদ্দত পালন করিবে, ইহা হজরত আবুবকর, ওমার, ওছমান, আলি, আবুদ্দারদা, ওবাদা, আনাছ, এবনো-মছউদ, মোয়াজ, ওবাই, আবুমুছা, এবনো-আব্বাছ ও বহু সংখ্যক তাবেয়ির মত। আবু দাউদ ও নাছায়িতে এই মতের সমর্থক একটি হাদিছও আছে।

এই আয়তে তালাকের এদ্দতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, স্বামী যে স্ত্রীর সহিত নিকাহ অন্তে সঙ্গম করে নাই, এমতাবস্থায় তাহাকে তালাক দিলে, তাহার এদ্দত নাই। আর সে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিয়াছে, যদি তাহাকে গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেওয়া হইয়া থাকে, তবে সন্তান প্রসব কাল পর্য্যন্ত তাহাকে এদ্দত পালন করিতে হইবে। আর যদি গর্ভবতী না হয়, তবে তাহার ঋতু হইয়া থাকে কিনা, তাহা দেখিতে হইবে। যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কা বা বৃদ্ধা হওয়া বশতঃ ঋতুবতী না হয়, তবে তাহাকে তিন মাস এদ্দত পালন করিতে হইবে। আর যদি ঋতুবতী হয়, তবে সে ক্রীতদাসী হইলে, দুই ঋতু এদ্দত পালন করিবে। আর যদি স্বাধীন (আজাদ) স্ত্রী হয়, তবে এমাম আজমের মতে তিন ঋতু এদ্দত পালন করিবে, আর এমাম শাফেয়ির মতে তিন তোহর এদ্দত পালন করিবে।

স্বামী স্ত্রীকে তালাক 'রজয়ি' দিলে, এদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইতে পারে, যদি স্ত্রী স্বামী সংসর্গ ভাল বিবেচনা না করিত, তবে এদ্দতের শেষাংশ বাকি থাকিত অর্থাৎ তৃতীয় ঋতুর মধ্যে বলিত যে, আমি ঋতু হইতে পবিত্র হইয়াছি। আর যদি স্ত্রী স্বামী সংসর্গ ভালবাসিত, তবে স্বামী তাহাকে ফিরাইয়া লইবে, এই আশায় এদ্দত গত হওয়ার পরেও বলিত যে, এখনও আমার শেষ ঋতু বাকি আছে। স্ত্রী গর্ভবতী হইলে, স্বামী তাহাকে ফিরাইয়া লইতে পারে, অথচ স্ত্রী তাহাকে ভাল বাসে না, এই উদ্দেশ্যে সে নিজের গর্ভধারিণী হওয়ার কথা গোপন করতঃ তিন ঋতু গত হইয়াছে, এই মিথ্যা দাবি করিয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিত।

এই হেতু আল্লাহ বলিতেছেন, যখন স্ত্রীলোকেরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে, তখন তাহাদের পক্ষে ঋতু কিম্বা গর্ভের কথা গোপন করা কিছুতেই হালাল হইতে পারে না। তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন,—"যদি তাহারা সম্প্রীতি স্থাপনের ইচ্ছা রাখে, তবে তালাক 'রজয়ি' দেওয়ার পরে উহার এদ্দতের মধ্যে তাহাদিগকে পুনঃ গ্রহণ করিতে তাহাদের স্বামীরাই সমধিক দাবিদার। আর যদি তাহাদের স্বামীরা তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার মানসে তাহাদিগকে ফিরাইয়া লয়, তবে গোনাহগার হইবে।"

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন,—যেরূপ স্ত্রীলোকদের পক্ষে স্বামীদের হক আছে, সেইরূপ স্বামীদের পক্ষে স্ত্রীলোকদেরও হক আছে।

তেরমেজি, নাছায়ি ও এবনো মাজা একটি হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন, হে পুরুষেরা, স্ত্রীলোকদের উপর তোমাদের হক আছে, তোমাদের উপরও স্ত্রীলোকদের হক আছে, তোমরা যাহাদিগকে না পছন্দ কর, তাহারা যেন তোমাদের শয্যায় গমন না করে ও

স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগকে যেন তোমাদের গৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি না দেয়, ইহাই স্ত্রীলোকদের প্রতি তোমাদের হক। তোমরা স্ত্রীলোকদের খোরাক পোষাক নিয়মিত রূপে প্রদান করিবে, ইহাই তোমাদের প্রতি স্ত্রীলোকদের হক।

স্ত্রীলোকেরা স্বামীদের সেবা ভক্তি করিবে, তাহাদের সহিত আদব তাজিমের লক্ষ্য রাখিবে, তাহাদের কথার উপর প্রশ্ন উত্থাপন করিবেনা, তাহাদের সমস্ত আদেশ নিষেধ পালন করিবে, প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদের অনুগামিনী হইয়া চলিবে, তাহাদিগকে হায়েজ নেফাছের সময় ব্যতীত ও মলদ্বারে সঙ্গম ব্যতীত কোন সময় কোন ভাবে সঙ্গম করিতে নিষেধ করিবে না। ইহাই স্ত্রীগণের প্রতি স্বামীদিগের হক। স্বামীরা স্ত্রীদিগের খোরাক পোষাক দিবে, মোহর পরিশোধ করিয়া দিবে ও শরিয়তের আহকাম শিক্ষা দিবে। ইহাই স্বামীদিগের উপর স্ত্রীদিগের হক।

একটি হাদিছে আছে, স্ত্রীসঙ্গম কালে যদি পুরুষের বীর্য্য অগ্রে বাহির হইয়া যায়, তবে যতক্ষণ স্ত্রী নিজের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে না পারে ততক্ষণ পুরুষ তাহার সহায়তা করিতে থাকিবে। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, যেরূপ স্ত্রী আমার জন্য সজ্জিতা হয়, আমিও সেইরূপ তাহার জন্য সজ্জিত হইয়া থাকি। একটি হাদিছে আছে, তুমি যখন ভক্ষণ করিবে, তখন স্ত্রীকে ভক্ষণ করাইবে, তুমি যখন নববস্ত্র পরিধান করিবে, তাহাকেও উহা পরিধান করাইবে, তাহাদের মুখমণ্ডলে প্রহার করিবে না, তাহাকে কটু কথা বলিবে না, যদি পৃথক শয্যায় শয়ন করায় আবশ্যক হয়, তবে এক গৃহে থাকিয়া তাহাই করিবে। একটি হাদিছে আছে, যে ব্যক্তি স্ত্রীর সহিত সদ্ভাবে জীবনযাপন করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন,—

স্ত্রীলোকদের উপর পুরুষদিগের শ্রেষ্ঠত্ব আছে, পুরুষেরা জ্ঞান বুদ্ধিতে তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। পুরুষদের ফারায়েজি সত্ব স্ত্রীলোকদের চেয়ে অধিক। পুরুষেরা এমাম ও কাজী হওয়ার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। দুইটি স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একটি পুরুষলোকের সাক্ষ্যের তুল্য। পুরুষেরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা এক সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। পুরুষেরা স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, তালাক রজয়ি' দিয়া স্ত্রীর নারাজী সত্বেও তাহাকে ফিরাইয়া লইতে পারে, কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে না কিম্বা তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করার বাধা দিতে পারে না। লুণ্ঠিত দ্রব্যে পুরুষের অংশ স্ত্রীলোকের চেয়ে অধিক। পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের রক্ষক ও ভরণ পোষণকারী। পুরুষেরা কর্তা, স্ত্রীলোকেরা তাহাদের আদেশের অনুগামিনী।

হজরত বলিয়াছেন, যদি আমি কাহারও উপর খোদা ব্যতীত অন্যকে সেজদা করার আদেশ প্রদান করিতাম, তবে স্ত্রীর উপর তাহার স্বামীকে সেজদা করিতে আদেশ প্রদান করিতাম।

মূল কথা, পুরুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ হইয়া স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করা যেরূপ অনুচিত, স্ত্রীর পক্ষে পরম হিতকারী স্বামীর অবাধ্যতা সেইরূপ অন্যায়।

আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি প্রদান করিতে তিনি সক্ষম এবং মহাজ্ঞানী এবং প্রত্যেক কার্য্যের পরিণাম ও শরিয়তের ব্যবস্থা গুলির উপকারিতা তাঁহার অগোচর নহে।

২৯ শ রুকু ও ৩ আয়ত।

(২২৯) اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌ ۢبِمَعْرُوْفٍ اَوْ

تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا

اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ

اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا

تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

الظّٰلِمُوْنَ ۝ (২২৯) فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ

بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ط فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ (২৩০)

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ

بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ص وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ

ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ

ط وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ

عليكم وما انزل عليكم من الكتب والحكمة يعظكم

به ط واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شئ

عليم ۵

২২৯। তালাক দুইবার, পরে সদ্ভাবে রক্ষা করা কিম্বা সুনিয়মে ত্যাগ করা এবং তোমরা যাহা তাহাদিগকে দান করিয়াছ, তাহার কিয়দাংশ তোমাদের প্রতি গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে হালাল নহে, কিন্তু যদি তাহারা উভয়ে আশঙ্কা করে যে, তাহারা আল্লাহতায়ালার নিয়মাবলী রক্ষা করিতে পারিবে না। অনন্তর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তাহারা উভয়ে আল্লাহতায়ালার নিয়মাবলী রক্ষা করিবে না, তবে উক্ত স্ত্রী যাহা বিনিময় প্রদান করে, তাহাতে উভয়ের পক্ষে কোন দোষ নাই। এই সমস্ত আল্লাহ তায়ালার নিয়মাবলী, অতএব তোমরা তৎসমুদয় লঙ্ঘন করিও না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ার নিয়মকানুন গুলি অতিক্রম করে এইরূপ লোকেরাই অত্যাচারী।

২৩০। তৎপরে যদি সে উক্ত স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে ইহার পরে যতক্ষণ না সেই স্ত্রীলোক তদ্ব্যতীত অন্য স্বামীর সহিত নিকাহ করে, ততক্ষণ সে (স্ত্রীলোকটি) তাহার (প্রথম স্বামীর) পক্ষে হালাল হইবে না, তৎপরে যদি ঐ ব্যক্তি (দ্বিতীয় স্বামী) তাহাকে তালাক দেয়, এক্ষেত্রে যদি উভয়ে ধারণা করে যে, তাহারা আল্লাহ-তায়ালার নিয়মাবলী রক্ষা করিতে পারিবে, তবে তাহাদের একে অন্যের সহিত পরিণয় (নিকাহ) সূত্রে আবদ্ধ হইলে, উভয়ের পক্ষে কোন দোষ নাই, এবং এই সমস্ত আল্লাহতায়ালার বিধিব্যবস্থা,

তিনি তৎসমুদয় উক্ত সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্ট ভাবে ব্যাক্ত করেন—যাহারা বুঝিতে পারে।

২৩১। এবং যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে তালাক প্রদান কর, পরে যখন তাহারা তাহাদের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়, তখন তোমরা তাহাদিগকে সুনিয়মে রক্ষা করিও কিম্বা তাহাদিগকে সুনিয়মে ত্যাগ করিও এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার মানসে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না, এই হেতু যে তোমরা (তাহাদের প্রতি) অত্যাচার করিবে। এবং যে ব্যক্তি ইহা করিবে, নিশ্চয় সে নিজের জীবনের উপর অত্যাচার করিবে এবং তোমরা আল্লাহতায়ালার আহকামকে ক্রীড়া কৌতুক স্থির করিও না এবং তোমরা তোমাদের উপর (প্রদত্ত) আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ এবং তিনি যে কেতাব ও জ্ঞান তোমাদের উপর এই হেতু অবতারণ করিয়াছেন যে, তদ্দারা তোমা-দিগকে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা স্মরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ, প্রত্যেক বিষয়ে সমধিক অভিজ্ঞ।

টীকা—

২৬৯। ইছলামের পূর্ব্ব জামানায় লোকে স্ত্রীকে তালাক দিয়া এদ্দতের মধ্যে তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করিত, সহস্র বার তালাক দিলেও তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করার অধিকারী হইত। একটি স্ত্রীলোক হজরত আএশার (রা:) নিকট আগমন পূর্ব্বক এই অনুযোগ উপস্থিত করিল যে, তাহার স্বামী তাহাকে তালাক দিয়া যন্ত্রণা প্রদান করার মানসে পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করিবে। হজরত সিদ্দিকা (রা:) হজরতের নিকট এই কথা পেশ করিলে, এই আয়তের প্রথমাংশ নাজিল হয়।

ওরওয়া বলিয়াছেন, একজন আনছারী নিজ স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছিল যে, আমি তোমাকে কখনও তালাক

দিব না। এবং কখনও আশ্রয় প্রদান করিব না। তৎশ্রবণে স্ত্রী-লোকটি বলিল, ইহার অর্থ কি? আনছারী বলিল, আমি তোমাকে তালাক দিব, তৎপরে এদ্দতের মধ্যে বলিব, আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। এইরূপ অনবরত করিতে থাকিব। তখন স্ত্রীলোকটি হজরতের নিকট উপরোক্ত কথা প্রকাশ করে, সেই সময় আয়তের প্রথমাংশ নাজিল হয়।

উহার অর্থ এই যে, তালাক 'রজয়ি' কেবল দুইবার হইবে—অর্থাৎ একবার তালাক 'রজয়ি' দিয়া স্ত্রীকে বিনা নিকাহ এদ্দতের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে, দ্বিতীয় বার তালাক রজয়ি দিয়া এদ্দতের মধ্যে তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু যেন তাহাকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুনঃ গ্রহণ করা না হয়, বরং যেন প্রীতি প্রণয় বর্দ্ধনের জন্য গ্রহণ করা হয়। আর যদি তাহাকে গ্রহণ করা না হয়, তবে তাহাকে সুনিয়মে ত্যাগ করিতে হইবে, এই ত্যাগ করার অর্থ কি, তাহাতে মতভেদ হইয়াছে, একদল বিদ্বান বলিয়াছেন তাহাকে তৃতীয় তালাক দিয়া ত্যাগ করিবে, একটি হাদিছে এই মতের সমর্থন হয়। অন্য দল বলেন, দ্বিতীয় তালাকের পরে তাহাকে ঐ অবস্থায় ত্যাগ করিবে, এদ্দত গতে তালাক বাএন হইয়া যাইবে। এমাম রাজি চারিটি প্রমাণ দ্বারা এই মতের যুক্তিযুক্ত হওয়া সপ্রমাণ করিয়া বলিয়াছেন, যদি প্রথম মতের সমর্থক হাদিছটি ছহিহ হয়, তবে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা আর কি হইবে? এক্ষণে সুনিয়মে ত্যাগ করার অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে, তাহার মোহর পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে, যে সমস্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার তাহাকে দান করা হইয়াছিল, তাহা তাহাকে প্রদান করিতে হইবে, তাহার দুর্নাম করিবে না এবং ঘৃণাজনক কথা লোকের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া তাহার উপর লোকের অভক্তি জন্মাইয়া দিবে না ইহাই সুনিয়মে ত্যাগ করার অর্থ।

এমাম রাজি বলেন, শরিয়তে দুই তালাক পর্য্যন্ত পুনঃ গ্রহণ করার ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে, স্বামী যতক্ষণ স্ত্রী সংসর্গে থাকে, ততক্ষণ বুঝিতে পারে না যে, সে স্বীয় স্ত্রীর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবে কিনা ? যখন সে স্ত্রীকে তালাক দিয়া ফেলে, তখন সেই নিদারুন যন্ত্রণা অনুভূত হইতে থাকে। যদি এক তালাক দেওয়ার পরেই তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করা হারাম হইয়া যাইত তবে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িত, কিন্তু একবার পরীক্ষায় মনুষ্যের চৈতন্যোদয় ও পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চার হয় না, এই হেতু আল্লাহ দুই তালাক দেওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করার অধিকার পুরুষের প্রতি অর্পন করিয়াছেন, এই সময় সে নিজের অন্তরে অনুধাবন করিয়া সবিশেষ বুঝিতে পারিবে যে, সে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবে কিনা ? যদি সে তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করা সঙ্গত বিবেচনা করে, তবে সুনিয়মে গ্রহণ করিয়া সদ্ভাবে জীবন যাপন করিবে, আর যদি ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত ধারণা করে, তবে সুনিয়মে তাহাকে ত্যাগ করিবে, খোদাতায়ালা ক্রমান্বয়ে উপরোক্ত ধরণে যে তালাকের বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা তাহার নিতান্ত দয়া ও অনুগ্রহ বুঝিতে হইবে।

হজরত এবনো-মছউদ, এবনো-আব্বাছ ও মোজাহেদ উক্ত আয়তের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তালাক পৃথক পৃথক ভাবে দিতে হইবে, স্ত্রীলোক ঋতুর পরে পবিত্র হইলে, স্বামী সঙ্গমের পূর্ব্বেই তাহাকে এক তালাক দিতে হইবে, তৎপরে ঋতু হইতে পাক হইলে, তাহাকে দ্বিতীয় তালাক দিবে, তৎপরে ঋতু হইতে পাক হইলে, ইচ্ছা হয় তালাক দিবে, না হয় ঐ অবস্থায় ত্যাগ করিবে, এদ্দত শেষ হইলে অর্থাৎ তৃতীয় ঋতু শেষ হইলে, তালাক বায়েন হইয়া যাইবে, ইচ্ছা হয় এদ্দতের মধ্যে তাহাকে

পুন: গ্রহণ করিবে।

এমাম আজম (রঃ) বলিয়াছেন, তালাক তিন প্রকার—প্রথম 'আহ্ছান', যে তোহরে ( পাকির সময়ে ) স্ত্রী, স্বামী সঙ্গম করে নাই, উক্ত সময়ে এক তালাক দেওয়াকে 'আহ্ছান' তালাক নামে অভিহিত করা হয়। তিন তোহরে কিম্বা তিন মাসে পৃথক পৃথক ভাবে তিন তালাক দেওয়াকে 'হাছান' তালাক নামে অভিহিত করা হয়, ইহাকে 'ছুন্নি' তালাক বলা হইয়া থাকে। তফছিরে রুহোল মায়ানির ১।৪৩০ পৃষ্ঠায় এই সম্বন্ধে একটি হাদিছ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কয়েকজন ছাহাবা উক্ত আয়ত হইতে উপরোক্ত প্রকার তালাক প্রদানের ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কাদিয়ানি মিষ্টার মোহাম্মদ আলি সাহেব উহা অমূলক মত বলিয়া বাতীল দাবি করিতে সাহসী হইয়াছেন।

এক তোহরে দুই কিম্বা তিন তালাক দেওয়া, যে একশব্দে দুই কিম্বা তিন তালাক দেওয়া, যে তোহরে স্ত্রী স্বামী সঙ্গম করিয়াছেন, সেই তোহরে তালাক দেওয়া কিম্বা হায়েজের সময়ে তালাক দেওয়া, ইহাকে 'বেদয়ি' তালাক বলে। যদিও এইরূপ তালাক দেওয়া হারাম এবং তালাক দাতা গোনাহগার হয়, তথাপি ইহাতে তালাক হইয়া যাইবে।

যদি কেহ স্পষ্ট ভাবে বলে, আমি তোমাকে তালাক দিলাম, কিম্বা এক তালাক দিলাম, তবে এক তালাক রজয়ি হইবে, কিম্বা যদি বলে, তোমাকে দুই তালাক দিলাম, তবে, দুই তালাক রজয়ি হইবে, কিম্বা এক তালাক দিয়া এদ্দতের মধ্যে তাহার সহিত সঙ্গম করিয়া কিম্বা পুনঃ গ্রহণ করার কথা মৌখিক বলিয়া পুনরায় আর এক তালাক দিলে, দুই তালাক রজয়ি হইবে। এক তালাক রজয়ি বা দুই তালাক রজয়ি দিয়া এদ্দত গত হওয়া পর্য্যন্ত গ্রহণ না করিলে কিম্বা গ্রহণ করার কথা মুখে উচ্চারণ না করিলে, তালাক

বাএন হইয়া যাইবে। এইরূপ যদি বলে, তোমাকে তালাক বাএন দিলাম কিম্বা তুমি আমার পক্ষে হারাম হইলে, তবে তালাক বাএন হইয়া যাইবে। ইহার পরে স্ত্রীকে নিকাহ্‌ করিয়া লইতে পারে, আর স্ত্রী ইচ্ছা করিলে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে।

একশব্দে এক মজলিশে তিন তালাক দিলে, তিন তালাক হইবে, ছহিহ্‌ বোখারিতে লিখিত আছে যে, ওয়ায়মের নামক একজন ছাহাবা হজরত নবী (ছাঃ) এর সাক্ষাতে নিজ স্ত্রীকে এক মজলিশে তিন তালাক দিয়াছিলেন হুজুর ইহার প্রতিবাদ করেন নাই।

এমাম মালেক মোয়াত্তা কেতাবে লিখিয়াছেন,—

"এক ব্যক্তি হজরত এবনো-আব্বাছকে বলিয়াছিল অবশ্য আমি আমার স্ত্রীকে একশত তালাক দিয়াছি, ইহাতে আপনার ধারণায় আমার পক্ষে কি ব্যবস্থা হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, তোমার স্ত্রীর উপর তিন তালাক হইয়া গিয়াছে, আর অবশিষ্ট ৯৭ তালাক দ্বারা তুমি আল্লাহতায়ালার আয়তগুলির সহিত বিদ্রূপ করিলে।

এক ব্যক্তি হজরত এবনো মছউদ ছাহাবার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, নিশ্চয় আমি আমার স্ত্রীকে দুই শত তালাক দিয়াছি, তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, তোমার সম্বন্ধে কি ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে? সে ব্যক্তি বলিল, আমার সম্বন্ধে এইরূপ ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে যে, উক্ত স্ত্রী আমা হইতে একেবারে বিছিন্ন হইয়া গিয়াছে ইহাতে উক্ত ছাহাবা বলিলেন, তাঁহারা সত্য ফৎওয়া দিয়াছেন।"

আবু দাউদে আছে:—

"এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তাহার সহিত সহবাস করার পূর্ব্বে তিন তালাক দিয়াছিল' তৎপরে তাহার সহিত নিকাহ করার ইচ্ছা করিয়া (হজরত) আবদুল্লাহ বেনে আব্বাছ ও আবু হোরায়রার (রা

নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করিতে উপস্থিত হইলে, ইহাতে তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, যতক্ষণ না সেই স্ত্রীলোকটি তোমা ব্যতীত অন্য স্বামীর সহিত নিকাহ করে, ততক্ষণ তুমি তাহার সহিত নিকাহ করিতে পরিবে না। সে ব্যক্তি বলিল, 'আমি তাহাকে এক তালাক দিয়াছিলাম, ইহাতে ( হজরত ) এবনো-আব্বাছ ( রাঃ ) বলিলেন, যাহা তোমার পক্ষে অতিরিক্ত ছিল, তুমি তাহা হস্তচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছ।"

মছনদে আবদুর রাজ্জাকে আছে ;—

"ছামেত নিজ স্ত্রীকে এক সহস্র তালাক দিয়াছিল, ইহাতে ( হজরত ) নবি ( ছাঃ ) বলিয়াছিলেন, আল্লাহতায়ালার অবাধ্যতা সত্ত্বেও তাহার স্ত্রী তিন তালাক হইয়া গিয়াছে, অবশিস্ট ৯ শত ও ৯৭ তালাকে সীমা অতিক্রম করা হইল। এইরূপ ওকি, হজরত ওছমান ও আলি ( রাঃ ) হইতে এক মজলিশে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হওয়ার মত উল্লেখ করিয়াছেন। হজরত ওমার ইহাতে সমধিক তাকিদ করিয়াছেন।"

এমাম নবাবী ছহিহ, মোছলেমের টীকার ৪৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, চারি এমাম ও প্রায় সমস্ত প্রাচীন ও পরবর্ত্তী বিদ্বান বলিয়াছেন যে, উহাতে তিন তালাক হইবে।

আয়নি, ছহিহ, বোখারির টীকার ৯ম খণ্ডে ( ৫৯৭ পৃষ্ঠায় ) লিখিয়াছেন, এমাম আওজায়ি, নখয়ি, ছওরি, ইছহাক, আবুছওর' আবুওবাএদ, চারি এমাম তাঁহাদের শিষ্যগণ, অন্যান্য বহু সংখ্যক বিদ্বান বরং প্রায় সমস্ত তাবেয়ি ও তাবা তাবেয়ি বিদ্বান বলিয়াছেন যে, এক মজলিশে তিন তালাক দিলে, তিন তালাক হইবে, কিন্তু উহাতে তালাক দাতা গোনাহগার হইবে। যে ব্যক্তি ইহার বিপরীত মতাবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সুন্নতজামায়াতের বিরুদ্ধবাদী। বেদয়াতি সম্প্রদায় উহাতে এক তালাক হওয়ার মত ধারণ করিয়াছে। কঃ,

২।২৬০-২৬২ এবংজঃ, ২।২৫৮—২৬০, রু, অহেঃ, ১২৩-১২৪।

আয়তের অবশিষ্টাংশ নাজিল হওয়ার কারণ এই,—
ছাবেত বেনে কয়েছ, আবদুল্লাহ বেনে ওবাইর কন্যা জামিলা বিবির সহিত নিকাহ করিয়াছিল, ছাবেত উক্ত স্ত্রীর প্রেমে বিমুগ্ধ ছিল, কিন্তু স্ত্রী তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত, এই হেতু উক্ত স্ত্রীলোকটি হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হুজুর আমাদের উভয়কে পৃথক করিয়া দিন কেননা আমি তাহাকে পছন্দ করি না। ছাবেত বলিল, হুজুর আমি নিজের প্রধান সম্পত্তি একটি উদ্যান তাহাকে দান করিয়াছি, সে উহা আমাকে ফেরত দিবে কি? হজরত উক্ত স্ত্রীলোককে বলিলেন, তুমি কি বল? সে বলিল, হঁা, উহা ফেরত দিব, তদ্ব্যতীত আরও কিছু বেশী ফেরত দিতে রাজি আছি। হজরত বলিলেন, না, কেবল উদ্যানটি ফেরত দাও। তৎপরে হজরত (ছাঃ) ছাবেতকে বলিলেন, তুমি তোমার প্রদত্ত বস্তু ফেরত লইয়া তাহাকে ত্যাগ কর, ইহাতে সে তাহাই করিল। সেই সময় আয়তের এই অংশ নাজিল হয়।

আয়তের অর্থ এই যে, স্বামীরা স্ত্রীলোকদিগকে যে মোহর, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি প্রদান করিয়াছিল, তাহা তালাক দেওয়া কালে তাহাদের ফিরাইয়া লওয়া হালাল নহে, কিন্তু যদি উভয়ে আশঙ্কা করে যে, তাহারা আল্লাহতায়ালার বিধিব্যবস্থা প্রতিপালন করিতে পারিবে না—অর্থাৎ স্ত্রী আশঙ্কা করে যে, স্বামীর অবাধ্যতা করিবে, তাহার সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে পারিবেনা ও আদব কায়দা প্রতিপালন করিতে পারিবেনা, এবং স্বামী আশঙ্কা করে যে, তাহাকে কটু কথা বলিবে ও প্রহার করিবে, তবে এক্ষেত্রে স্বামী তাহার প্রদত্ত বস্তু তালাক উপলক্ষ্যে ফেরত লইতে পারিবে।

যদি বিচারকগণ আশঙ্কা করেন যে, দম্পতি আল্লাহতায়ালার বিধি ব্যবস্থা পালন করিতে পারিবে না, তবে স্ত্রী নিজের জীবনকে

মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে স্বামীকে যে অর্থ প্রদান করে, ইহাতে উভয়ের কোন গোনাহ হইবে না। এইরূপ স্ত্রীর অর্থের বিনিময়ে স্বামীর নিকট হইতে তালাক গ্রহণ করাকে 'খোলা' বলা হয়। যদি স্ত্রীর দোষের জন্য 'খোলা' করা হয়, তবে স্বামীর পক্ষে তাহার প্রদত্ত বস্তু ফেরৎ লওয়া হালাল হইবে, কিন্তু তদতিরিক্ত গ্রহণ করা এমাম আজমের মতে মকরুহ, হইবে, ইহা হাদিছ শরিফ হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে। আর যদি স্বামীর দোষে স্ত্রী খোলা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তবে স্বামীর পক্ষে প্রদত্ত বস্তু ফিরাইয়া লওয়া না-জায়েজ হইবে। যদিও প্রথম ক্ষেত্রে প্রদত্ত বস্তু অপেক্ষা অতিরিক্ত গ্রহণ করা এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, তথাচ খোলা জায়েজ হইবে। আর যদি উভয় পক্ষের দোষে খোলা গ্রহণ করা হয়, তবে এমাম রাজির মতে স্বামীর পক্ষে প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করা না-জায়েজ হইলেও এমাম এবনো-জরির বলেন, সমধিক যুক্তিযুক্ত মতে উহা জায়েজ হইবে।

বায়ানোল-কোর-আনে আছে, যদি স্বামী স্ত্রীর দোষ এবং স্ত্রী স্বামীর দোষ এবং প্রত্যেকে অন্যকে অত্যাচারী ধারণা করে, তবে স্ত্রীর পক্ষে খোলার প্রার্থনা করা ও স্বামীর পক্ষে প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।

একটি হাদিছে আছে, যে স্ত্রীলোক নিজের দোষের জন্য স্বামীর নিকট তালাকের প্রার্থনা করে, সে বেহেস্তের সুগন্ধের ঘ্রাণ লইতে পারিবে না।

বিদ্বানগণ ইহাতে মতভেদ করিয়াছেন যে, খোলা তালাকের অন্তর্গত হইবে কিম্বা ফছ খের মধ্যে গণ্য হইবে? হজরত এবনো-আব্বাছ ও কতিপয় তাবেয়ি এবং এমাম শাফেয়ির পুরাতন মতে উহা ফছ্‌খের মধ্যে গণ্য হইবে। হজরত ওমার, আলি, এবনো-মছউদ, এবনো-ওমার, ছইদ বেনেল মোছাইয়েব, হাছান, আতা,

শোরাএহ, শা'বি, এবরাহিম, জাবের, মালেক, আবুহানিফা, তাঁহার শিষ্যগণ, ছওরি, আওজায়ি ও আবু ওছমানের মতে উহা তালাকের মধ্যে গণ্য, ইহাই এমাম শাফেয়ির শেষ মত। এমাম আবুহানিফা (রঃ) বলেন, যদি খোলা দাতা এক তালাক বা দুই তালাকের নিয়ত করে, কিম্বা কেবল খোলা শব্দ উল্লেখ করে, তবে এক তালাক বাএন হইবে। আর যদি সে তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে তিন তালাক হইবে।

খোলা প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের এদ্দত কি হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, ছহিহ্‌, বোখারির ৩।১৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "কয়েছের পুত্র ছাবেতের স্ত্রী (হজরত) নবী (ছাঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল, হে খোদার রছুল, আমি চরিত্র ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ছাবেতের উপর দোষারোপ করি না, কিন্তু আমি ইছলাম-ধর্ম্মে স্বামীর অবাধ্যতা না পছন্দ করি। তদুত্তরে হজরত বলিলেন, তুমি তাহাকে তাহার (প্রদত্ত) উদ্যানটি ফেরত দিবে কি? সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, হাঁ। হজরত বলিলেন, তুমি উদ্যানটি পুনঃ গ্রহণ কর এবং তাহাকে এক তালাক দাও।"

হজরতের এই হাদিছ দ্বারা উহার তালাক হওয়া সপ্রমাণ হইল। আর কোর-আন শরিফে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের এদ্দত তিন হায়েজ কিম্বা তিন মাস উল্লিখিত হইয়াছে। এই হেতু এমাম মালেক, আবু হানিফা, শাফেয়ি, আহমদ ও এছহাকের মতে খোলাপ্রাপ্তা ঋতুবতী স্ত্রীলোকের এদ্দত তিন হায়েজ কিম্বা তিন তোহর হইবে, ইহা হজরত ওমার, আলি, এবনো-ওমার, ছইদ, ছোলায়মান, ওরওয়া, ছালেম, আবু ছালমা, ওমার বেনে আবদুল আজিজ, জুহরি, শা'বি, নখয়ি, হাছান, কাতাদা, ছওরি, আওজায়ি, লাএছ ও আবু ওবাএদ প্রভৃতি বহু সংখ্যক বিদ্বানের মত। এমাম তেরমেজি বলেন, ইহা অধিক সংখ্যক ছাহাবা ও

তাবেয়ির মত। কেহ কেহ এইরূপ স্ত্রীলোকের এদ্দত এক হায়েজ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহারা ইহার প্রমাণে তেরমেজির একটি হাদিছ ও হজরত ওছমানের মত পেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা বলি, তেরমেজির হাদিছটি হাছান, আর ছহিহ, বোখারির হাদিছটি ছহিহ, কাজেই ছহিহ, হাদিছের বিরুদ্ধে তেরমেজির হাদিছটি গ্রাহ্য হইতে পারে না। দ্বিতীয় যে হজরত ওছমান (রাঃ) উহাতে এক হায়েজ এদ্দত হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছিলেন, তিনি নিজেই খোলার এক তালাক হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, মোয়াত্তায় মালেক দ্রষ্টব্য। এ সূত্রে তাঁহার মতেই উহাতে তিন হায়েজ এদ্দত হওয়া সপ্রমাণ হইল।

খোলা দাতা পুরুষ এদ্দতের মধ্যে এবং পরে উক্ত স্ত্রীলোক রাজি হইলে, তাহার সহিত নিকাহ করিতে পারে।

খোলার এদ্দত থাকিতে যদি স্বামী দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক দেয়, তবে এমাম আবুহানিফা ও বহু সংখ্যক বিদ্বানের মতে উক্ত তালাক হইয়া যাইবে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, উল্লিখিত মদ, জুয়া, এতিমের অর্থ, ঋতু, কছম, ঈলা, তালাক ও এদ্দত সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি আল্লাহতায়ালার বিধান, কাজেই উক্ত বিধি ব্যবস্থাগুলি লঙ্ঘন করিও না। যাহারা উক্ত বিধি ব্যবস্থাগুলি লঙ্ঘন করে, তাহারাই অত্যাচারী। কঃ, ২।২৬২-২৬৭, এবঃ, কঃ, ২।৯১-৩০১, এবং জঃ ২।২৬১-২৬৯, রু, মা, ১।৪৩২—৪৩৩, আহঃ ১২৫—১২৭।

২৩০। এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি একদল মোহাদ্দেছ উল্লেখ করিয়াছেন, রাফায়ার স্ত্রী হজরত নবী (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, (আমার স্বামী) রাফায়া আমাকে তিন তালাক দিয়াছিল, এজন্য আবদুর রহমান বেনে জোবাএর আমার সহিত নিকাহ করিয়াছে, কিন্তু তাহার ধ্বজভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

হজরত নবী (ছাঃ) বলিলেন, তুমি কি পুনরায় রাফায়ার সহিত নিকাহ করিতে চাও? যতক্ষণ না সে তোমার সহিত সঙ্গম করে, ততক্ষণ তুমি প্রথম স্বামী গ্রহণ করিতে পার না। এই সময় এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল। আয়তের অর্থ এই যে, যদি স্বামী (দুই তালাক 'রজয়ি' দেওয়ার পরে) স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দেয়, তবে যতক্ষণ না সে তদ্ব্যতীত অন্য স্বামী গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গম করে, ততক্ষন প্রথম স্বামীর সহিত তাহার নিকাহ করা হালাল হইবে না।

এমাম মোজতাহেদগণ বলিয়াছেন, তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী লোক পাঁচটি শর্ত পাওয়া গেলে, প্রথম স্বামীর পক্ষে হালাল হইতে পারে, তালাক দেওয়ার পরে এদ্দত উত্তীর্ণ হইবে, পরে দ্বিতীয় স্বামীর সহিত নিকাহ করিবে, পরে এই দ্বিতীয় স্বামী তাহার সহিত সঙ্গম করিবে, তৎপরে এই দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে তালাক দিবে কিম্বা মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে, অবশেষে এই তালাক কিম্বা মৃত্যুর এদ্দত উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে, এই পঞ্চ শর্ত পাওয়া গেলে, প্রথম স্বামী তাহার সহিত নিকাহ করিতে পারিবে। কোর-আন এবং 'মশহুর' হাদিছ দ্বারা দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গম করার কথা সপ্রমাণ হইয়াছে। তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন—

যদি দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে তালাক দেয় এবং প্রথম স্বামী ও স্ত্রী ধারণা করে যে, প্রত্যেকে অন্যের হক প্রতিপালন করিতে পারিবে, তবে (এদ্দত গত হওয়ার পরে) তাহারা নিকাহ সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে, ইহাতে উভয়ের পক্ষে কোন দোষ হইবে না। এই সমস্ত আল্লাহতায়ালার বিধিব্যবস্থা, আল্লাহ বিদ্বান সম্প্রদায়ের জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন।

(মসলা) স্ত্রী এবং দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর পক্ষে হালাল করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেন নিকাহ না করে। কেননা হজরত

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রথম 'তহলিল' করার উদ্দেশ্যে নিকাহ করে এবং যাহার জন্য 'তহলিল' করা হয়, এতদুভয়ের প্রতি খোদাতায়ালা লা'নত (অভিসম্পাত) করেন।

এমাম মালেক, শাফেয়ি, আওজায়ি প্রভৃতি বিদ্বানগণের মতে এইরূপ নিকাহ করা না-জায়েজ। এমাম আবুহানিফা রহমতুল্লাহে আলায়হের মতে নিকাহ জায়েজ হইলেও মকরুহ তহরিমি হইবে।

**মছলা ঃ**-তিন তালাক দেওয়ার পরে 'তহলিল' করা হইলে যদি প্রথম স্বামী সেই স্ত্রীলোকটির সহিত নিকাহ করে, তবে এই স্বামী পুনরায় তিন তালাক দেওয়ার অধিকারী হইবে, ইহাতে চারি এমামের মতভেদ নাই, কিন্তু যদি কেহ স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দেওয়ার পরে ঐ অবস্থায় ত্যাগ করে এবং এদ্দত অন্তে উক্ত স্ত্রীর উপর তালাক বাএন হইয়া যায়, তৎপরে সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে, সেই স্বামী তাহাকে তালাক দেয়। এই তালাকের এদ্দত গত হওয়ার পরে প্রথম স্বামী তাহার সহিত নিকাহ করে, তবে এক্ষেত্রে প্রথম স্বামী কয় তালাক দেওয়ার অধিকারী হইবে? এমাম শাফেয়ি, মালেক ও আহমদ বলেন, যদি প্রথমে এক তালাক দিয়া থাকে, তবে দুই তালাকের অধিকারী হইবে, আর যদি দুই তালাক দিয়া থাকে, তবে এক তালাক দেওয়ার অধিকারী হইবে। পক্ষান্তরে এমাম আজম ও আবু ইউছফ (রঃ) বলেন, তিন তালাক দেওয়ার অধিকারী হইবে। এবঃ কঃ, ২।১০২-১০৭, আহঃ, ১২৭-১৩৪, রু, মাঃ, ১।৪৩৪, কঃ, ২।২৬৫-২৬৭।

২৩১। এমাম এবনো-জরির বলিয়াছেন, ছাবেত নামক এক জন আনছারী আপন স্ত্রীকে তালাক দিয়া এদ্দতের দুই তিন দিবস থাকিতে তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করিল, তৎপরে তাহাকে তালাক দিয়া এদ্দতের দুই তিন দিবস বাকি থাকিতে পুনঃ গ্রহণ করিল,

তাহাকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে এইরূপ নয় মাস কাল অতিবাহিত করিল, তাহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, স্ত্রীলোকটি খোলা লইতে বাধ্য হইবে, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়।

আয়তের অর্থ এই—

"যে সময় তোমরা স্ত্রীদিগকে তালাক দাও, তৎপরে তাহাদের এদ্দতের শেষ সময় উপস্থিত হইলে, হয় তোমরা তাহাদিগকে সুনিয়মে পুনঃ গ্রহণ কর, না হয় তাহাদিগকে সুনিয়মে ত্যাগ কর, তাহাদিগকে যন্ত্রণা দেওয়ার এবং 'খোলা' লইতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না।"

কেহ কেহ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন —

"যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে তালাক দাও, তৎপরে তাহাদের এদ্দত উত্তীর্ণ হইয়া যায়, সেই সময় হয় তোমরা শরিয়তের বিধি অনুসারে তাহাদের সহিত পুনঃ নিকাহ কর, না হয় তাহাদিগকে অন্যের সহিত নিকাহ করিতে বাধা না দিয়া মুক্ত করিয়া দাও এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার মানসে আবদ্ধ অবস্থায় রাখিও না, তাহা হইলে তোমরা অত্যাচারীদিগের অন্তর্গত হইয়া যাইবে।"

তৎপরে আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি ঐরূপ অহিত কার্য্য করে, সে যেন নিজের জীবনের উপর অত্যাচার করিল, যে হেতু সে শাস্তির উপযুক্ত হইল।

এবনো-জরির বলিয়াছেন, হজরত নবী (ছাঃ) এর জামানায় কেহ তালাক দিলে কিম্বা ক্রীতদাস মুক্ত করিয়া দিলে, যদি অন্য কেহ বলিত, তুমি কি করিয়াছ? যখন সে বলিত, আমি ক্রীড়া কৌতুক করিয়াছি। সেই সময় হজরত বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি বিদ্রূপ ভাবে তালাক দেয় কিম্বা ক্রীতদাসকে মুক্ত করিয়া দেয়, তাহার পক্ষে তাহাই হইয়া যাইবে।

এমতাবস্থায় এই আয়ত নাজিল হয়—

"তোমরা আল্লাহতায়ালার আয়তগুলিকে বিদ্রূপ করিও না, অর্থাৎ কোর-আনের আহকামকে দৃঢ়রূপে ধারণ কর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রতিপালন কর। এমাম রাজি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাছুলের আদেশ পালনকারী হওয়ার দাবিদার হইয়া তাহার আদেশ নিষেধগুলি যথাযথ প্রতিপালন না করে, সে ব্যক্তি উহার বিদ্রূপকারী বলিয়া গণ্য হইবে।

আবু দাউদ ও তেরমেজির একটি হাদিছে আছে, বিদ্রূপ করিয়া নিকাহ করিলে, তালাক দিলে ও ক্রীতদাসকে মুক্ত করিলে তৎসমস্ত প্রকৃত ব্যাপার বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন—

"আল্লাহতায়ালা আমাদের উপর যে অনুগ্রহ দান করিয়াছেন বিশেষতঃ তোমাদের উপর যে কোর-আন ও ছুন্নত (হাদিছ) এই উদ্দেশ্যে নাজিল করিয়াছেন যে তোমাদিগকে তদ্দ্বারা সদুপদেশ প্রদান করেন, তোমরা ইহার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এবং আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় আদেশ নিষেধ পালনে তাঁহাকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় অবগত আছেন—

কঃ, ২।২৬৮, রু, মাঃ, ১।৪৩৫।৪৩৬ ও এবঃ জঃ, ২।২৭৪।২৭৫

### ৩০ শ রুকু ও ৪ আয়ত।

(২৩২) وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا

تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا

بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ

مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكُمْ

اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ

لَا تَعْلَمُوْنَ ○ (২৩৩) وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ

اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ

الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوْفِ ط لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ج

لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى

الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ج فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط وَاِنْ

اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْآ اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا

سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ

وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ (২৩৪)

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا

يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ج فَاِذَا

بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ

اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

٥ (২৩৫) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ

خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ ط عَلِمَ اللّٰهُ

اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّا

اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ط وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ

حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ط وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ

مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ج وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ

حَلِيْمٌ ٥

২৩২। এবং যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে তালাক দাও, তৎপরে তাহারা নিজেদের নির্দিষ্টকাল (এদ্দত) পূর্ণ করে, তখন তাহাদিগকে স্ব স্ব স্বামীর সহিত নিকাহ করিতে যদি তাহারা সুনিয়মে পরস্পর সম্মত হয়, বাধাপ্রদান করিও না, উল্লিখিত বিষয় দ্বারা তোমাদের

মধ্যে উক্ত ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করা হইতেছে যে আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে, ইহা তোমাদের জন্য সমধিক ফলদায়ক ও অতিশয় পবিত্রকারী, এবং আল্লাহ অবগত আছেন ও তোমরা অবগত নও। ২৩৩। এবং মাতা সকল নিজেদের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসর দুগ্ধ পান করাইবে, (এই ব্যবস্থা) উক্ত ব্যক্তির জন্য যে দুগ্ধ পান পূর্ণ করিতে চাহে, এবং যাহার সন্তান তাহার উপর উক্ত স্ত্রীলোকদের নিয়মিত খোরাক এবং পোষাকের (ভার), কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পন করা হয় না, মাতাকে তাহার সন্তানের জন্য এবং পিতাকে তাহার সন্তানের জন্য কষ্ট দেওয়া যাইবে না, এবং উত্তরাধীকারীর উপর তদ্রূপ (ভার অর্পিত হইবে), অনন্তর যদি পিতা মাতা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ অনুযায়ী দুগ্ধপান ছাড়াইতে চাহে, তবে এতদুভয়ের কোন গোনাহ নাই। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে (অন্য ধাত্রিগণের) দুগ্ধপান করাইতে চাও, এক্ষেত্রে যদি তোমরা যাহা দিতে ইচ্ছা করিয়াছ তাহা নিয়মিত রূপে প্রদান কর, তবে তোমাদের কোন দোষ নাই এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ তাহা দেখিতেছেন।

২৩৪। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় এবং স্ত্রীদিগকে পরিত্যাগ করে, সেই স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগকে চারি মাস ও দশ দিবস প্রতীক্ষায় রাখিবে, পরে যখন তাহারা নিজেদের নির্দিষ্টকাল (এদ্দত) পূর্ণ করিবে, তখন তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে বিহিত উপায়ে যাহা করে, তাহাতে তোমাদের উপর কোন দোষ (আসিবে না) এবং তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ তাহা জ্ঞাত আছেন।

২৩৫। স্ত্রীলোকদের বিবাহ প্রস্তাব সম্বন্ধে তোমরা যাহা

ইঙ্গিত কর কিম্বা তোমাদের অন্তরে গোপন করিয়া রাখ, তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই, আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, নিশ্চয় তোমরা অচিরে তাহাদের সমালোচনা করিবে, কিন্তু তোমরা যথা বিধি কথা বলা ব্যতীত তাহাদের সহিত গোপনে (বিবাহের) অঙ্গীকার করিবে না এবং যতক্ষণ না নির্দিষ্ট সময় (এদ্দত) সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ তোমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প করিও না এবং তোমরা জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ যাহা তোমাদের অন্তরে আছে তাহা অবগত আছেন, এতএব তোমরা তাঁহাকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল সহিষ্ণু।

টীকা—

২৩২। মা'কেল বেনে ইছার নিজের ভগ্নিকে জমিল নামক একটি লোকের সহিত নিকাহ দিয়াছিল, তৎপরে জমিল তাহাকে তালাক দিলে এদ্দত গত হওয়ার পরে লজ্জিত হইয়া নিজেই নিকাহ করার অভিলাষ তাহার নিকট প্রকাশ করে, উক্ত স্ত্রীলোকটি ইহাতে সম্মত হয়। তৎশ্রবণে মা'কেল রাগান্বিত হইয়া বলিল, আমি তোমার সহিত বিবাহ দিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহাকে তালাক দিয়াছ, এখন খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তুমি তাহার সহিত নিকাহ করিতে পারিবে না। সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়। ইহাতে মা'কেল রাজি হইয়া নিজের ভগ্নিকে তাহার সহিত নিকাহ দিয়া দেয় এবং শপথ ভঙ্গ করার কাফ্‌ফারা আদায় করিয়া দিয়াছিল। এমাম বোখারি আবু দাউদ, তেরমেজি, নাছায়ি ও এবনো মাজা এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

এবনো-জরির ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, জাবের বেনে আবদুল্লাহ নিজের চাচাতো ভগ্নিকে বিবাহ দিয়াছিল, তাহার স্বামী তাহাকে তালাক দিয়াছিল, এদ্দত অতীত হওয়ার পরে উক্ত স্বামী সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীর সহিত নিকাহ করার আকাঙ্খা প্রকাশ করে,

ইহাতে জাবের ইহা অস্বীকার করে, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল। এই আয়তের অর্থ লইয়া টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, এমাম-রাজি ও মাদারেক প্রণেতা বলিয়াছেন, স্বামীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে তালাক দাও, তৎপরে উক্ত স্ত্রীলোকদের এদ্দত শেষ হইয়া যায়, তাহারা অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে এবং শরিয়তের নির্দ্ধারিত নিয়ম মতে অর্থাৎ ইজাব কবুল ও মোহর সহ ও সাক্ষীগণের সমক্ষে তাহারা সম্মতি প্রকাশ করে, তখন তোমরা তাহাদিগকে এই নিকাহ কার্য্যে বাধা প্রদান করিও না।

কাজী বয়জবি বলেন, ইহা স্বামী ও ওলি উভয় দলকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, আয়তের অর্থ এই,—যখন স্বামীরা স্ত্রীদিগকে তালাক দেয়, তৎপরে তাহাদের এদ্দত সমাপ্ত হয়, এবং তাহারা প্রথম স্বামীদিগের সহিত নিকাহ করিতে ইচ্ছা করে ও শরিয়তের বিধান মতে উভয় পক্ষ সম্মতি প্রদান করে, তখন স্ত্রীলোকদের ওলিগণ যেন উক্ত কার্য্যে বাধা প্রদান না করে। এই দল নিজেদের মতের সমর্থনে বলেন, এই আয়তের শানে-নজুল দ্বারাও এই মত সমর্থিত হয়, দ্বিতীয় ওলিরা স্ত্রীলোকের বিবাহ কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে পারে, কিন্তু প্রথম স্বামীরা বাধা প্রদান করিতে পারে না।

এমাম রাজি বলেন, ইতিপূর্ব্বে স্বামীদিগকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, কাজেই এস্থলে স্বামীদিগের লক্ষ্যস্থল হওয়া যুক্তিযুক্ত মত। দ্বিতীয় যদি আয়তের প্রথম ও শেষাংশের লক্ষ্যস্থল স্বামীরা হয় ও মধ্যাংশের লক্ষ্যস্থল ওলিগণ হয়, তবে ভাষার ভাব ও সৌন্দর্য্য একেবারে বিশৃঙ্খল ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে, কোর-আন শরিফ এইরূপ দোষ হইতে পবিত্র। শানে-নজুল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, কাজেই উহার উপর আস্থা স্থাপন করা

অপেক্ষা কোর-আন শরিফের ভাব ও ভাষায় নির্দ্দেশিতার প্রতি লক্ষ্য করা শ্রেয়ঃ ।

স্বামীদিগের বাধা প্রদানের অর্থ এই যে, তাহারা তালাক দেওয়ার ও এদ্দত গত হওয়ার পরে অন্য লোককে তাহাদের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিতে দেখিয়া সঙ্কোচ ও লজ্জা বোধ করে, কাজেই হয়ত তালাক অস্বীকার করে, কখন এদ্দতের মধ্যে-'রুজু' (পুনঃ গ্রহণ) করার দাবী করে, কখন প্রস্তাবকারীকে গোপনে ভীতি প্রদর্শন করে, কখন স্ত্রীলোকটির অযথা গ্লানী করিয়া লোক-দিগকে তাহার উপর বীতশ্রদ্ধাকরিয়া ফেলে । এমাম-রাজি এইরূপ প্রত্যেক আপত্তি খণ্ডন করিয়া প্রথম মতের সমর্থন করিয়াছেন।

এমাম শাফিয়ি (রঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা এস্থলে ওলিদিগকে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহাদের অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীলোকদের নিকাহ জায়েজ হইতে পারে না।

এমাম-রাজি বলেন, এই আয়তটি যদি নিশ্চিতরূপে ওলি-দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়া থাকে, তবে এমাম শাফিয়ির দাবী গ্রাহ্য হইতে পারে কিন্তু ইহাতে যে মতভেদ আছে, তাহা ইতি-পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, কাজেই এমামী শাফিয়ির দাবী নিশ্চিত-ভাবে সমর্থিত হইতে পারে না। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, এই আয়তটি ওলিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, শরিয়তে বিধবা স্ত্রীলোকদের বিবাহ তাহাদের অনুমতিতেই হইবে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিধবা স্ত্রী লোকেরা ওলিগণের মতানুযায়ী নিকাহ করিয়া থাকে এবং তাহাদের তত্বাবধানে এই বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, কাজেই তাহারা এই কার্য্যে বাধা দিতে পারে, এই হেতু তাহাদিগকে ইহাতে বাধা দিতে নিষেধ করা হইয়াছে, ইহাতে একথা বুঝা যায় না যে,

অলিগণের বিনা অনুমতি তাহাদের নিকাহ জায়েজ হইবে না।

এমাম আবুহানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, ওলিগণের বিনা-অনুমতি তাহাদের নিকাহ জায়েজ হইবে তজ্জন্য তিনি—

(১) ان ينكحن ازواجهن (২) حتى تنكح زوجا غيره (৩) فاذا بلغن اجلهن فلاجناح عليكم فيما فعلن في انفسهن با لمعروف (৪) وامراة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى

এই আয়তগুলি পেশ করিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকদের অনুমতিতেই তাহাদের নিকাহ জায়েজ হইবে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাকে উপরোক্ত প্রকার উপদেশ প্রদান করা হইতেছে, ইহাই তোমাদের পক্ষে সমধিক উপকারী ও গোনাহ হইতে মুক্তিদায়ক, তোমরা কল্যাণকর বিষয় অবগত না হইলেও আল্লাহ উহা জানেন।

২৩৩। একদল টীকাকার বলিয়াছেন, তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোক দিগের সন্তানগণের দুগ্ধপানের ব্যবস্থা কি হইবে তাহাই এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, এই স্ত্রীলোকেরা পূর্ণ দুই বৎসরকাল সন্তানদিগকে দুগ্ধপান করাইবে যে ব্যক্তি দুগ্ধপানের সময় পূর্ণ করিয়া লইতে চাহে, তাহার পক্ষে এই দুই বৎসরকাল নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

মাতার পক্ষে এই দুগ্ধপান করান কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়, যদি সন্তান তদ্ব্যতীত অন্য কাহারও দুগ্ধপান করিতে না চাহে, কিম্বা তদ্ব্যতীত অন্য কোন ধাত্রী পাওয়া না যায়, অথবা পিতা ধাত্রীর বেতন দিতে না পারে, তবে তাহার পক্ষে এই দুগ্ধপান করান ওয়াজেব, নচেৎ উহা মোস্তাহাব হইবে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, সন্তানের পিতার পক্ষে স্তন্যদান

কারিনী স্ত্রীলোকদিগের নিয়মিত খোরাক পোষাক দেওয়া ওয়াজেব, খোরাক পোষাক দেওয়াতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিবে। আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তাহার সধ্যাতীত হুকুম প্রদান করেন না।

সন্তানের মাতা নিজের সন্তানের জন্য তাহার পিতার উপর অত্যাচার করিবে না, অর্থাৎ তজ্জন্য তাহার সহিত কঠোরতা অবলম্বন করিবে না এবং নিয়মের অতিরিক্ত খোরাক পোষাক তলব করিবে না, সন্তানের সম্বন্ধে অবহেলা করিয়া এবং সন্তান তাহার দুগ্ধ-পানে অভ্যস্থ হওয়ার পরে পিতাকে অন্য ধাত্রী চেষ্টা করিতে বলিয়া তাহার অন্তঃকরণকে বিচলিত করিবে না।"

পিতা সন্তানের জন্য তাহার মাতার উপর অত্যাচার করিবে না, অর্থাৎ পিতা সন্তানের মাতার নিয়মিত খোরাক পোষাক দিতে ত্রুটি করিবে না, মাতা সন্তানকে দুগ্ধপান করাইতে ইচ্ছা করিলে, পিতা তাহার নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইয়া অন্য ধাত্রীর দ্বারা দুগ্ধপান করাইবে না, আর যদি মাতা সন্তানকে দুগ্ধপান করাইতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তবে দুগ্ধপান করানোর জন্য তাহার উপর বল প্রয়োগ করিবে না। যদি পিতা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তবে স্তন্যদান-কারিণী স্ত্রীলোকের নিয়মিত খোরাক পোষাক দেওয়া উত্তরাধি-কারীর (ওয়ারেছের) প্রতি ওয়াজেব।

বিদ্বানগণ উত্তরাধিকারী নির্ণয় ব্যাপারে মতভেদ করিয়াছেন, অধিকাংশ ছাহাবা ও তাবেয়ির মতে সন্তানের উত্তরাধিকারীর প্রতি উহা ওয়াজেব হইবে। একদল বলেন, দাদা, ভাই, চাচা, চাচাত ভাই এইরূপ পুরুষ উত্তরাধিকারী যাহারা 'আছাবা' নামে অভিহিত তাহারাই এই খোর-পোষের ভার বহণ করিবে। আর একদল বলেন, পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয় প্রকার ওয়ারেছ নিজ নিজ ফারায়েজি অংশের পরিমাণে উক্তভার বহন করিবে, ইহা এমাম আহমদ ও কাতাদার মত। একদল বলেন, 'মহরম' ওয়ারেছের

প্রতি এই ভার বহন করা ওয়াজেব হইবে, ইহা এমাম আবুহানিফা ও আবু হোজায়ফার মত। হজরত এবনো-মছউদ ছাহাবার 'কেরাতে' এই মত সমর্থিত হয়।

এমাম শাফেয়ি ও মালেক (রঃ) বলিয়াছেন, পিতার ওয়ারেছের প্রতি এই ভার বহন করা ওয়াজেব হইবে অর্থাৎ উক্ত পুত্রের প্রাপ্য অর্থের দ্বারা এই খোর-পোষ দেওয়া ওয়াজেব হইবে। আর যদি তাহার কোন অর্থ না থাকে, তবে মাতা বিনা খোর-পোষে এই দুগ্ধপান করাইতে বাধ্য হইবে।

অধিকাংশ বিদ্বান আয়তের অর্থে বলেন, যেরূপ সন্তানের দুগ্ধপান করান ও স্তন্যদায়িনী স্ত্রীলোকের খোরপোষের ভার ওয়ারেছের উপর ন্যস্ত হইবে, সেইরূপ সেই ওয়ারেছ উক্ত স্ত্রী-লোকের উপর অত্যাচার করিবে না এবং স্ত্রীলোকও তাহাকে ক্ষতি গ্রস্ত করিবে না।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদি পিতা মাতা সম্মত হইয়া পরামর্শ করিয়া দুই বৎসরের পূর্ব্বে দুগ্ধপান ছাড়াইতে ইচ্ছা করে, তবে উভয়ের পক্ষে কোন দোষ হইবে না। হঠাৎ দুগ্ধপান ছাড়াইলে, সন্তানের অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কাজেই উক্ত সময় উহা ছাড়ান সন্তানের পক্ষে কল্যাণকর কিনা, তাহা উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিবে, যদি উভয়ের মতে দুই বৎসরের পূর্ব্বে দুগ্ধপান ছাড়ান সন্তানের পক্ষে কল্যাণকর বিবেচিত হয় এবং উভয়ে ইহাতে সম্মত হয়, তবে ইহা জায়েজ হইবে, আর যদি কেবল একজন অন্যের সম্মতি ও পরামর্শ ব্যতীত দুগ্ধপান ছাড়াইতে ইচ্ছা করে, তবে ইহা না-জায়েজ হইবে। এমাম-এবনো-কছির এরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

এমাম-রাজি লিখিয়াছেন, মাতা কখন দুগ্ধপান করাইতে বিরক্ত হইয়া উহা ছাড়াইতে ইচ্ছা করে, এইরূপ পিতা দুগ্ধপানের বেতন

দিতে বিরক্ত হইয়া উহা ছাড়াইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু যদি উভয়ে সম্মত হইয়া উহা ছাড়াইতে ইচ্ছা করে, তবে এস্থলে স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া সন্তানের ক্ষতি করার ধারণা অতি কম হইয়া থাকে, আর উভয়ের স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ কার্য্য করা অসম্ভব নহে, কাজেই আল্লাহ্ বলিয়াছেন, তাহারা উভয়ে এ বিষয়ের তত্ত্বদর্শীগণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাদের সকলেই একবাক্যে ইহাতে মত দিলে, বুঝিতে হইবে যে, দুই বৎসরের পূর্ব্বে দুগ্ধপান ছাড়াইলে সন্তানের কিছুতেই ক্ষতি হইবে না। ইহাতে শিশু সন্তানের প্রতি খোদাতায়ালার অনুগ্রহের অবস্থা অনুধাবন করা উচিৎ।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রঃ) বলিয়াছেন, কোন কোন সন্তানকে দুই বৎসরের অধিক দুগ্ধপান করান আবশ্যক হয়, কাজেই আয়তের এইরূপ অর্থ হইবে, যদি পিতা মাতা দুই বৎসরের পূর্ব্বে কিম্বা পরে দুগ্ধপান ছাড়াইতে ইচ্ছা করে এবং পরামর্শ করনান্তে ইহাতে সম্মত হয়, তবে তাহাদের পক্ষে কোন দোষ হইবে না।

তৎপরে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, যদি তোমরা কোন বাধা বিঘ্ন হেতু সন্তানদিগের দুগ্ধপান করান উদ্দেশ্যে অন্য ধাত্রী নিযুক্ত কর, তবে তোমাদের পক্ষে কোন দোষ হইবে না।

স্ত্রীলোককে তালাক দিলে, সে অন্য স্বামী গ্রহণ করার ধারণায় সন্তানকে দুগ্ধপান করাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, কিম্বা তালাক দাতা স্বামীকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য উহা অস্বীকার করিয়া থাকে, অথবা অন্য স্বামীর সেবা করার জন্য দুগ্ধপান করাইতে অক্ষম হইয়া থাকে, বা পীড়িতা হওয়া বশতঃ অথবা স্তন্য নিঃশেষিত হওয়া হেতু উক্ত কার্য্যে অক্ষম হয়, এই কারণে পিতা অন্য ধাত্রী নিযুক্ত করিতে বাধ্য হয়, ইহাতে তাহার কোন দোষ হইবে না।

( মছলা ) অন্য ধাত্রী যে বেতনে দুগ্ধপান করাইতে ইচ্ছা করে, তালাকপ্রাপ্তা মাতা তদপেক্ষা অধিক বেতনে দুগ্ধপান করাইতে চাহিলে, পিতা অন্য ধাত্রী নিযুক্ত করিতে পারে, কিন্তু সমান বেতন চাহিলে, তদ্ব্যতীত অন্য ধাত্রী নিযুক্ত করিতে পারিবে না।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তোমরা অন্য ধাত্রীর নিয়মিত বেতন অগ্রে প্রদান করিয়া তাহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত কর, অগ্রে বেতন প্রদান করা মোস্তাহাব, কার্য্যের শেষে বেতন প্রদান করাও জায়েজ আছে, অগ্রে বেতন প্রদান করিলে, ধাত্রী সন্তুষ্ট চিত্তে সন্তানের দুগ্ধপান করাইতে মনোনিবেশ করিবে, এই হেতু উহা অগ্রে প্রদান করার কথা বলা হইয়াছে।

তৎপরে আল্লাহ বলেন, তোমরা উপরোক্ত বিধিব্যবস্থায় আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, তিনি তোমাদের কার্য্য কলাপ দর্শন করিতেছেন। পাঠক মনে রাখিবেন, এমাম মোজাহেদ এবনো-জোবাএর ও জয়েদ বেনে আছলাম বলিয়াছেন, এই আয়তে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের দুগ্ধপানের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বানের মতে মাতাগণ বলিয়া সাধারণ অর্থ গ্রহণ সমধিক যুক্তিযুক্ত, যে স্ত্রীলোকগণ তালাক প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের দুগ্ধপানের ব্যবস্থাও এই আয়তের দ্বারা সপ্রমাণ হইবে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে যে সমস্ত ব্যবস্থা লিখিত রহিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবস্থা হইবে।

এমাম-আবুহানিফা ( রঃ ) বলেন, স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রী নিজের সন্তানের দুগ্ধপান করানোর বেতন গ্রহণ করিলে, উহা না-জায়েজ হইবে। মাতার পক্ষে সন্তানের দুগ্ধপান করান ওয়াজেব নহে বরং মোস্তাহাব কিন্তু যদি মাতা দুগ্ধপান করায়, তবে যতক্ষণ না সে তালাক প্রাপ্ত হয় ও তাহার তালাকের এদ্দত গত হয়,

ততক্ষণ তাহার পক্ষে উহার বেতন গ্রহণ করা না-জায়েজ। অবশ্য এদ্দত গত হইলে, তাহার পক্ষে বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হইবে। এমাম শাফেয়ি (রঃ) বলেন, স্বামীর নিকট হইতে উহার বেতন লইতে পারে।

এমাম শাফেয়ি (রঃ) বলেন, এই আয়তে বুঝা যায় যে, দুই বৎসরের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক কোন সন্তানকে দুগ্ধপান করাইলে; দুগ্ধপানের হুকুম সাব্যস্ত হইবে এবং উভয় পক্ষের কয়েক 'রেস্তা' হারাম হইয়া যাইবে, সন্তান দুই বৎসরের অধিক বয়সে দুগ্ধপান করিলে, উপরোক্ত হুকুম সাব্যস্ত হইবে না।

এমাম-আবু হানিফা (রঃ) বলেন আড়াই বৎসরের মধ্যে দুগ্ধপান করিলে, দুগ্ধপানের হুকুম সাব্যস্ত হইবে এবং স্তন্যদান-কারিণী ও দুগ্ধপানকারী উভয়ের মধ্যে দুগ্ধপানের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং উভয়ের কয়েক 'রেস্তা' হারাম হইবে।

তিনি বলেন, সন্তানকে দুগ্ধপান করান সম্বন্ধে পিতা মাতার বিরোধ ভঞ্জন করা উদ্দেশ্যে এই আয়ত নাজিল হইয়াছে, অবশ্য উভয়ে সম্মত হইলে, উহার কম বা বেশী দুগ্ধপান করান যাইতে পারে ইহাতে একথা বুঝা যায় না যে, দুই বৎসরের অধিক দুগ্ধ-পান করান যাইবে না বা উহাতে দুগ্ধপানের হুকুম সাব্যস্ত হইবে না।

হজরত এমাম-আব্বাছের রেওয়াএত দুই বৎসরের পরে দুগ্ধ-ছাড়ানোর কথা আছে, ইহাতেও বুঝা যায় যে, দুই বৎসরের অধিক বয়সে দুগ্ধপানে ঐ প্রকার হুকুম সাব্যস্ত হইবে।

তিনি সুরা আহকাফের حملہ و فصالہ ثلثون شهرا এই আয়ত হইতে দুগ্ধপানের শেষ সময় ত্রিশ মাস স্থির করিয়াছেন। বয়স্থ লোককে দুগ্ধপান করাইলে, দুধের রেস্তা সাব্যস্ত হইতে

পারে না, ইহা প্রায় সমস্ত ছাহাবা, তাবেয়ি ও চারি এমামের মত, কেবল মজহাব অমান্যকারী কাজী শওকানি উহাতে দুধের রেস্তা সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তঃ এবঃ কঃ, ২।১১০—১১২, কঃ ২।২৭১—২৭৬, রুঃ মাঃ, ১।৪৩৭—৪৩৯, আহঃ, ১৩৮—৩৪৫ ও এবঃ জঃ, ২।২৭৯—২৯১।

২৩৪। স্বামী মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে, স্ত্রীলোক কত দিবস অন্য নিকাহ করিতে পারিবে না, তাহাই এই আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহাদের স্বামী মরিয়া যায়, তাহারা বালেগা হউক আর নাবালেগা হউক, ঋতুবতী হউক, আর নাই হউক, স্বামী সহবাস করিয়া থাকুক আর নাই থাকুক, চারি মাস দশ দিবস এদ্দত পালন করিবে, ইহার মধ্যে তাহার পক্ষে অন্য স্বামী গ্রহণ করা একেবারে হারাম। এই ছুরার ২৪০ আয়তে যে এক বৎসর 'এদ্দত' পালন করার কথা আছে, তাহা এই আয়ত দ্বারা 'মনছুখ' (রহিত) হইয়া গিয়াছে।

প্রায় সমস্ত বিদ্বানের মতে ক্রীতদাসীর পক্ষে দুই মাস পাঁচ দিবস এদ্দত পালন করা ওয়াজেব।

গর্ভিণী স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে, সন্তান প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত এদ্দত পালন করিবে, ইহা ছুরা তালাকের আয়তে বিবৃত হইয়াছে। ছহিহ, বোখারি ও মোছলেমের একটি হাদিছে এই মত সমর্থিত হইয়াছে, হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) অবশেষে এই মতের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ইহা সমস্ত এমামের মত।

একদল বিদ্বান বলেন, এই আয়তে বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামী মৃত্যুর এদ্দতে নিতান্ত আপত্তি ব্যতীত স্বামীর গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করা এবং রাত্রিকালে অন্য গৃহে অবস্থিতি করা জায়েজ নহে।

হজরত বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহার পক্ষে কেহ মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে, তিন দিবসের অধিক শোক প্রকাশ করা হালাল ( বৈধ ) নহে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে চারি মাস দশ দিবস শোক প্রকাশ করিবে।

স্ত্রীলোক এই এদ্দতের সময় সুগন্ধি দ্রব্য, ছোরমা ও তৈল ব্যবহার করিবে না, রঙ্গীন বস্ত্র পরিধান করিবে না, মেহদী লাগাইবে না, কেশ বিন্যাস করিবে না, গহনা ব্যবহার করিবে না ও আপনাকে সুসজ্জিতা করিবে না।

এইরূপ যে তালাকে স্বামী স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার এদ্দতে ঐরূপ শোক প্রকাশ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে ওয়াজেব, তাহার পক্ষে দিবসেও নিতান্ত আপত্তি ব্যতীত গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্রে গমন করা জায়েজ নহে।

তালাক-রজ্‌য়ির এদ্দতে স্ত্রীলোককে এইরূপ শোক প্রকাশ করা ওয়াজেব নহে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যখন তাহাদের এদ্দত পূর্ণ হইয়া যায়, তখন এদ্দতের মধ্যে যে বিবাহ ইত্যাদি তাহাদের পক্ষে হারাম করা হইয়াছিল, তাহা নিজেরা শরিয়তের বিধান মতে করিলে, শরিয়তের বিচারকগণের বা ওলিগণের পক্ষে কোন গোনাহ হইবেনা, ইহাতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকেরা ওলির বিনা অনুমতিতে নিকাহ করিলে, উহা জায়েজ হইবে এবং শরিয়তের বিচারকগণ কোন অপকর্ম দেখিয়া উহা নিবারণ করার চেষ্টা না করিলে গোনাহগার হইবে। আহঃ, ১৪৬—১৫৯, কঃ, ২।২৭৭—২৭৯, এবং কঃ, ২।১১৩—১১৫, এবং জঃ, ১।২৯২—২৯৫।

২৩৫। মৃত্যুর এদ্দতের মধ্যে বিবাহের প্রস্তাব করার সম্বন্ধে আল্লাহ বলিতেছেন, যদি তোমরা উক্ত এদ্দতের মধ্যে স্পষ্টভাবে নিকাহ করার কথা না বলিয়া তাহাদের সহিত ইঙ্গিতভাবে উহার

প্রস্তাব কর, তবে তোমাদের কোন গোনাহ্ হইবে না।

হজরত এবনো-আব্বাছ ( রাঃ ) বলিয়াছেন, যদি কেহ বলে যে, আমি ইচ্ছা করি যে, আল্লাহ্ আমাকে একটি স্ত্রীলোক প্রদান করেন, আমি একটি নেককার স্ত্রীলোক পাওয়ার আশা রাখি, কিম্বা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে, তুমি নিশ্চয় সুন্দরী, তুমি নিশ্চয় নেককার, তোমার এদ্দত শেষ হইয়া গেলে, আমাকে সংবাদ দিও, এইরূপ কথা বলিলে, স্পষ্টভাবে নিকাহ্ করার প্রস্তাব করা হইল না, কিন্তু উহার ইশারা করা হইল, ইহাতে দোষ নাই।

তৎপরে আল্লাহ্ বলেন, যদি তোমরা অন্তরে এইরূপ-মত পোষণ কর যে, এদ্দত সমাপ্ত হইয়া গেলে, তাহাদের সহিত নিকাহের প্রস্তাব করিবে, তবে ইহাতে দোষ নাই, অবশ্য আল্লাহ্ জানেন যে, নিশ্চয় তোমরা এদ্দতের পরে তাহাদের নিকট এই প্রস্তাব করিবে এবং ধৈর্য্যধারণ করিতে সক্ষম হইবে না।

তৎপরে আল্লাহ্ বলিতেছেন, ইশারাভাবে প্রস্তাব করা ব্যতীত তোমরা গোপনে তাহাদের সহিত নিকাহ্ করার কথা বলিও না, তাহাদের সহিত সঙ্গম করার বা ব্যাভিচার করার আকাঙ্খা প্রকাশ করিও না। একদল লোক উহার অর্থে বলেন, তুমি ইহা বলিও না যে, আমি তোমার প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছি, আমার সহিত অঙ্গীকার কর যে, অন্য কাহারও সহিত নিকাহ্ করিবে না। এইরূপ কথা বলা না-জায়েজ।

তৎপরে আল্লাহ্ বলেন, যতক্ষণ তাহাদের এদ্দত গত না হয়, ততক্ষণ তাহাদের সহিত নিকাহ্ করা ত দূরের কথা, নিকাহ্ করার দৃঢ় সঙ্কল্প করিও না। তোমরা জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তর নিহিত অবস্থা অবগত আছেন, কাজেই তাঁহাকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, তিনি ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু। ( মছলা ) যে তালাকে স্বামী স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইতে পারে না, এইরূপ তালাকের

এদ্দতে স্পষ্টভাবে নিকাহ করার প্রস্তাব করা পুরুষ লোকদের পক্ষে হারাম, কিন্তু উহার ইঙ্গিত করা জায়েজ হইবে। তালাক রজয়ির এদ্দতে স্বামী ব্যতীত অন্য লোকের পক্ষে তাহাদের সহিত উহার ইঙ্গিত করা হারাম, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। কিন্তু যে তালাক বাএনে স্বামী পুনরায় নিকাহ করিয়া লইতে পারে, এইরূপ তালাকের এদ্দতে স্বামী স্পষ্টভাবে কিম্বা ইঙ্গিতভাবে নিকাহ করার প্রস্তাব করিতে পারে, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য লোকে স্পষ্টভাবে উহার প্রস্তাব করিতে পারে না। ইঙ্গিতভাবে উহার প্রস্তাব করিতে পারে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইরাছে, সমধিক ছহিহ মতে উহা জায়েজ নহে। (মছলা) যদি একজন লোক কোন স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ করার প্রস্তাব করিয়া থাকে, তবে অন্য কেহ তাহার সহিত এই প্রস্তাব করিতে পারে কিনা, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

যদি এই প্রস্তাবের পরে স্ত্রীলোকটি স্পষ্ট সম্মতি প্রদান করিয়া থাকে, তবে অন্য কাহারও পক্ষে উহার প্রস্তাব করা জায়েজ নহে। আর যদি সে স্পষ্টভাবে উহা অস্বীকার করিয়া থাকে, তবে অন্যের পক্ষে উহার প্রস্তাব করা জায়েজ হইবে। আর যদি সে স্পষ্টভাবে কিছু প্রকাশ করিয়া না থাকে, তবে অন্যের প্রস্তাব করা জায়েজ ও না-জায়েজ সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে।

(মছলা) অন্যের স্ত্রীর সহিত নিকাহ করার প্রস্তাব ইঙ্গিত-ভাবে হইলেও একেবারে হারাম। —কঃ ২।২৭৯।২৮১, এবং কঃ, ২।১১৬।১১৭, রুঃ মাঃ, ১।৪৪০-৪৪২।

**৩১ শ রুকু ও ৭ আয়ত।**

(২৩৬) لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ

تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ج و متعوهن ج

على الموسع قدره و على المقتر قدره ج متاعا

بالمعروف ج حقا على المحسنين (২৩৭) و ان

طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن

فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي

بيده عقدة النكاح ط و ان تعفوا اقرب للتقوى ط

و لا تنسوا الفضل بينكم ط ان الله بما تعملون بصير ০

(২৩৮) حافظوا على الصلوت و الصلوة الوسطى ق

و قوموا لله قنتين ০ (২৩৯) فان خفتم فرجالا او

ركبانا ج فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم

تكونوا تعلمون ০ (২৪০) و الذين يتوفون منكم و

يذرون ازواجا ج وصية لازواجهم متاعا الى الحول

غير اخراج ۚ فان خرجن فلا جناح عليكم في ما

فعلن في انفسهن من معروف ۗ والله عزيز حكيم ○

(২৪১) وللمطلقت متاع بالمعروف ۗ حقا على

المتقين ○ (২৪২) كذلك يبين الله لكم ايته

لعلكم تعقلون ۚ

২৩৬। যদি তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে স্পর্শ না করিয়া অথবা তাহাদের জন্য মোহর ধার্য্য না করিয়া তালাক প্রদান কর তবে তোমাদের পক্ষে কোন অপরাধ নাই এবং তোমরা তাহাদিগকে 'মোৎয়া' প্রদান কর, ধনী ব্যক্তির উপর তাহার শক্তির অনুরূপ এবং দরিদ্রের উপর তাহার শক্তির অনুরূপ, নিয়মিত 'মোৎয়া' প্রদান করা, উহা ন্যায়পরায়ণ লোকদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য।

২৩৭। আর যদি তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্ব্বে তালাক দিয়া থাক এবং তাহাদের জন্য মোহর নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাক, তবে তোমরা যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ তাহার অর্দ্ধেক, কিন্তু যদি তাহারা মাফ করিয়া দেয়, কিম্বা যাহার হস্তে বিবাহ-বন্ধন থাকে সে মাফ করে, আর তোমাদের মাফ করিয়া দেওয়া পরহেজগারির সমধিক নিকটবর্ত্তী এবং তোমরা পরস্পরে উপকার ভুলিও না, তোমরা যাহা করিতেছ, নিশ্চয় আল্লাহ তাহার দর্শক।

২৩৮। তোমরা নামাজ সমূহের এবং মধ্যম নামাজের রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং বিনীতভাবে আল্লাহর জন্য দণ্ডায়মান হও।

২৩৯। অনন্তর যদি তোমরা ভীত হও, তবে পদাতিক কিম্বা আরোহী অবস্থায় ( নামাজ পাঠ কর ), তৎপরে যখন তোমরা নির্ভীক হও, তখন তোমরা যাহা জানিতে না তাহা তিনি তোমাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, সেইরূপ আল্লাহকে স্মরণ কর।

২৪০। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় এবং স্ত্রীদিগকে ত্যাগ করিয়া যায়, তাহারা যেন নিজেদের স্ত্রীগণের এক বৎসর পর্য্যন্ত ভরণ পোষণ দেওয়ার এবং বহিষ্কৃত করিয়া না দেওয়ার 'অছিয়ত' করিয়া যায়। তৎপরে যদি তাহারা বাহির হইয়া যায়, তবে তাহারা নিয়মিতভাবে যাহা নিজেদের জন্য করিবে, তাহাতে তোমাদের পক্ষে কোন দোষ নাই এবং আল্লাহতায়ালা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

২৪১। এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদিগের জন্য নিয়মিত ভরণ পোষণ উহা ধর্ম্মভীরুগণের পক্ষে কর্ত্তব্য।

২৪২। এইরূপ আল্লাহতায়ালা তোমাদের জন্য আয়ত সকল ব্যক্ত করেন, এই হেতু যে, তোমরা বুঝিতে পারিবে।

টীকা—

২৩৬। তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, প্রথম-যাহাদের সহিত স্বামীরা সঙ্গম করে নাই এবং তাহাদের কোন মোহর নির্দ্ধারিত করা হয় নাই। দ্বিতীয়-যাহাদের মোহর নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সহিত স্বামীরা সঙ্গম করে নাই। তৃতীয়-যাহাদের মোহর নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে এবং স্বামীরা তাহাদের সহিত সঙ্গম করিয়াছে। চতুর্থ-যাহাদের মোহর নির্দ্ধারিত করা হয় নাই, কিন্তু স্বামীরা তাহাদের সহিত সঙ্গম করিয়াছে। এই আয়তে আল্লাহতায়ালা প্রথম শ্রেণীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা যে স্ত্রীদিগকে নিকাহ করিয়া তাহাদের সহিত সঙ্গম কর নাই এবং তাহাদের মোহর নির্দ্ধারিত

কর নাই এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে তালাক প্রদান কর, তবে তোমাদের উপর মোহর ওয়াজেব হইবে না, কিন্তু তাহাদিগকে 'মোৎয়া' প্রদান করিতে হইবে। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, উচ্চ ধরণের 'মোৎয়া' একটি গোলাম, রৌপ্যের মুদ্রা মধ্যম ও বস্ত্র অতি নিম্ন।

আল্লাহ বলিতেছেন, অর্থশালী ব্যক্তি তাহার শক্তির অনুরূপ এবং দরিদ্র ব্যক্তি তাহার শক্তির অনুরূপ 'মোৎয়া' প্রদান করিবে। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাদিঃ) বলিয়াছেন, দরিদ্র ব্যক্তি তিন খানা বস্ত্র দিবে। এমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলিয়াছেন, 'মোৎয়া' তিন খণ্ড বস্ত্র, পিরাহান, মুইবন্দ ও চাদর, উহার মূল্য স্বামীর উন্নত ও অবনত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্থির করিতে হইবে, অর্থশালী তাহার শক্তির অনুরূপ মূল্যবান বস্ত্রত্রয় প্রদান করিবে এবং দরিদ্র তাহার শক্তির অনুরূপ অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের বস্ত্রত্রয় প্রদান করিবে, কিন্তু যেন উহার মূল্য পাঁচ দেরমের কম ও মোহরে-মেছলের অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিক না হয়।

তৎপরে, আল্লাহ বলিতেছেন, শরিয়তের নিয়মানুযায়ী 'মোৎয়া' প্রদান করিবে এবং সৎলোকদের পক্ষে এই 'মোৎয়া' প্রদান করা কর্ত্তব্য।

এই আয়ত অনুসারে এমাম আবু হানিফা, শাফেয়ি, ছোরাএহ, শা'বি, ও জুহরি বলিয়াছেন যে, এই 'মোৎয়া' প্রদান করা ওয়াজেব, পক্ষান্তরে এমাম মালেক ও মদিনাবাসী সপ্তজন ফকিহ, المحسنين শব্দ দ্বারা উহার মোস্তাহাব হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন।

অবশিষ্ট তিন প্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে 'মোৎয়া' প্রদান করা কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন যে, উহা মোস্তাহাব, ইহা এমাম শাফিয়ির প্রথম

রেওয়াএত। এমাম শাফিয়ির শেষ রেওয়াএতে উহা ওয়াজেব।

উপরোক্ত আয়তে ইহাও বুঝা যায় যে, বিনা মোহরে নিকাহ করিলে, নিকাহ্‌ জায়েজ হইবে, কিন্তু ইহাতে মোহরে মেছল কিম্বা 'মোৎয়া' ওয়াজেব হইবে ( রুঃ মাঃ, ) ২৩৭। এই আয়তে আল্লাহ দ্বিতীয় প্রকার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, যদি তোমরা স্ত্রীগণের মোহর নির্দ্ধারিত করিয়া থাক, কিন্তু তাহাদের সহিত সঙ্গম করার পূর্ব্বে তাহাদিগকে তালাক দিয়া থাক, তবে তোমাদের উপর নির্দ্ধারিত মোহরের অর্দ্ধেকাংশ প্রদান করা ওয়াজেব হইবে, কিন্তু যদি তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীগণ উক্ত অর্দ্ধেকাংশের দাবী ত্যাগ করে, কিম্বা স্বামী বিবাহকালে যে পূর্ণ মোহর প্রদান করিয়াছিল, যদি তাহার অর্দ্ধেকা শের দাবী ত্যাগ করে অর্থাৎ স্ত্রীকে অর্দ্ধেক মোহর স্থলে পূর্ণ মোহর প্রদান করে, তবে ইহাতে কোন দোষ নাই।

এই আয়তে যাহার হস্তে বিবাহ বন্ধন রহিয়াছে, ইহার অর্থ নির্দ্দেশে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে, একদল ছাহাবা উহার অর্থ স্বামী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, ইহা একটি হাদিছ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, ইহা বহু সংখ্যক তাবেয়ি, এমাম আবু হানিফা, ছুফইয়ান ও আওজায়ির মত এবং এমাম শাফিয়ির শেষ মত।

কতিপয় তাবেয়ি ও এমাম মালেক উহার অর্থ 'ওলি' স্থির করিয়া বলিয়াছেন যে, যেরূপ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকেরা নিজেদের অর্দ্ধেক মোহরের দাবী ত্যাগ করিতে পারে, সেইরূপ তাহাদের ওলিরা উক্ত মোহর মাফ করিয়া দিতে পারে।

এমাম এবনো-জরির প্রথম মতটি মনোনীত স্থির করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, যদি ওলিরা মোহর মাফ করিয়া দেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা মোহর মাফ না করে, তবে ওলিদের মাফ করা বৃথা হইবে এবং স্বামীদিগের উপর মোহর ওয়াজেব থাকিয়া যাইবে,

কাজেই এইরূপ ব্যাখ্যা ছহিহ্‌, নহে।

তৎপরে আল্লাহ স্ত্রীলোক ও পুরুষলোক উভয়দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তোমাদের ক্ষমা করিয়া দেওয়া পরহেজগারীর অতি নিকটবর্ত্তী এবং তোমরা একে অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করিতে ভুলিও না কিম্বা তোমরা পরস্পরে পূর্ব্ব উপকার বিস্মৃত হইও না নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্য্য দর্শন করেন এবং উহার বিনিময় দিতে ত্রুটি করিবেন না।

পাঠক, মনে রাখিবেন, যে স্ত্রীলোকদিগের মোহর নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল এবং স্বামীরা তাহাদের সহিত সঙ্গম করিয়া তাহাদিগকে তালাক দিয়াছিল, এই তৃতীয় প্রকারে স্বামীদিগের প্রতি তাহাদের পূর্ণ মোহর প্রদান করা ওয়াজেব। ইহা অন্যান্য আয়তে ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। আর যাহাদের মোহর নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল না, কিন্তু তাহাদিগকে সঙ্গম করণান্তে তালাক দেওয়া হইয়াছিল। এই চতুর্থ প্রকারে স্বামীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ মোহরে মেছেল দেওয়া ওয়াজেব। ইহাও অন্য একটি আয়তে সপ্রমাণ হইয়াছে। কঃ, ২।২৮২-২৮৭, রুঃ মাঃ, ১।৪৪২-৪৪৪, এবং কঃ, ২।১১৯।১২০ ও এবং জঃ, ২।৩১১-৩১৮।

২৩৮। এই আয়তে আল্লাহ পাঞ্জগানা নামাজের অবস্থা বর্ণনা উপলক্ষ্যে বলিতেছেন, তোমরা সমস্ত নামাজের বিশেষতঃ মধ্যম নামাজের রক্ষণাবেক্ষণ কর। একটি হাদিছে আছে, যে ব্যক্তি নামাজ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহার জন্য একটি জ্যোতিঃ প্রমাণ ও মুক্তি হইবে, আর যে ব্যক্তি উহার রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তাহার জন্য জ্যোতিঃ, প্রমাণ ও মুক্তি হইবে না এবং সে ব্যক্তি কারুন, হামান, ফেরাউন এবং ওবাই-বেনে খালাফের সহিত থাকিবে।

নামাজের রক্ষণাবেক্ষণের কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে,

প্রথম এই যে, উহা নষ্ট না করিয়া ঠিক সময়ে উহা পাঠ করা, দ্বিতীয়, সর্ব্বদা সমস্ত জীবনে উহা পাঠ করিতে থাকা, তৃতীয় উহার সমস্ত শর্ত্ত ও রোকনসহ উহা পাঠ করা, চতুর্থ নামাজ নষ্টকারী বিষয়গুলি হইতে উহাকে রক্ষা করা, পঞ্চম মনকে আল্লাহতায়ালার ধেয়ানে নিবিষ্ট রাখা। মধ্যম নামাজ কি, ইহা নির্ণয় করিতে গিয়া বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। একদল বলেন, ফজরের নামাজকে মধ্যম নামাজ বলা হইয়াছে, ইহা হজরত ওমার, আলী, এবনো-আব্বাছ, জাবের ও আবু-ওম্মার মত। দ্বিতীয় দল বলেন, জোহরকে মধ্যম নামাজ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, ইহা হজরত জায়েদ, আবুছইদ ও ওছমান প্রভৃতি ছাহাবাগণের মত। তৃতীয় দল মগরেবকে মধ্যম নামাজ বলিয়াছেন, ইহা আবুওবায়দা ও কবিছার মত। চতুর্থ দল এশাকে মধ্যম নামাজ স্থির করিয়াছেন। পঞ্চম দল আছরের নামাজকে মধ্যম নামাজ স্থির করিয়াছেন, ইহা হজরত আলী, এবনো-মছউদ, এবনো-আব্বাছ ও আবু-হোরায়রার মত। একটি হাদিছে এই মতটি সমর্থিত হইয়াছে।

এমাম তেরমজি ও বাগাবি বলিয়াছেন, ইহা অধিকাংশ মোজ-তাহেদ ছাহাবার মত। কাজী মাওয়ারদী বলিয়াছেন, ইহা প্রায় সমস্ত তাবেয়ির মত। এমাম এবনো আব্দুল-বার বলিয়াছেন, ইহা অধিকাংশ মোহাদ্দেছের মত। হাফেজ দিমইয়াতি বলিয়াছেন, ইহা এমাম আহমদ শাফিয়ি ও আবু হানিফার ছহিহ্‌ রেওয়াএত। ষষ্টদল বলেন, প্রত্যেক নামাজ মধ্যম নামাজ হইবে। সপ্তম দল বলেন, আল্লাহতায়ালা মধ্যম নামাজটি অব্যক্ত অবস্থায় রাখিয়াছেন উদ্দেশ্য এই যে, লোকে উক্ত নামাজটি সুন্দররূপে সমাপন করে। এইরূপ শবেকদরকে গোপন করা হইয়াছে যেন লোকে উহা পাওয়ার জন্য রমজানের প্রত্যেক রাত্রি এবাদত করিতে সাধ্য সাধনা করে এইরূপ জুমার দিবসে কবুলের সময়টি গোপন করা হইয়াছে যেন

লোকে উক্ত দিবসে প্রত্যেক সময় এবাদতে নিমগ্ন থাকে। আল্লাহ তায়ালার সমস্ত নামের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠতম নামটি গোপন করা হইয়াছে যেন লোকে উহা পাওয়ার বাসনায় প্রত্যেক নাম পাঠ করিতে থাকে। এইরূপ মৃত্যুর সময়টি অনির্দ্দিষ্ট রাখা হইয়াছে যেন লোকে প্রত্যেক সময় উহার ভয় করে এবং তওবা করিতে থাকে।

ইহার পরে যে قنوت "কনুত" শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, উহার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে, এই হেতু বিদ্বানগণ আয়তের এই অংশের কয়েক প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

১। তোমরা দোয়া ও জেকর করা অবস্থায় আল্লাহতায়ালার জন্য দণ্ডায়মান হও। ইহা হজরত এবনো-আব্বাছের মত। কোর আনে কনুতের এইরূপ অর্থ আছে।

২। তোমরা আদেশ নিষেধ পালনকারী হইয়া আল্লাহ-তায়ালার জন্য দণ্ডায়মান হও। ইহা হজরত এবনো আব্বাছ, হাছান, শা'বি, ছইদ, কাতাদা প্রভৃতির মত। কোর-আন ও হাদিছে এই মত সমর্থিত হয়।

৩। তোমরা নিস্তব্ধ নির্ব্বাক অবস্থায় আল্লাহতায়ালার জন্য দণ্ডায়মান হও। ইহা হজরত এবনো-মছউদের মত। জায়েদ বেনে-আরকাম বলিয়াছেন, আমরা নামাজের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলিতাম, একজন অন্যকে ছালাম করিত, সে ব্যক্তি উহার উত্তর দিত, একজন অন্য নামাজিদের নিকট জিজ্ঞাসা করিত যে, কত রাক্‌য়াত নামাজ পড়া হইয়াছে। সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়, তখন আমরা চুপ করিয়া থাকিতে আদিষ্ট হই এবং নামাজের মধ্যে কথা বলিতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হই।

৪। তোমরা বিনীতভাবে আল্লাহতায়ালার জন্য দণ্ডায়মান হও। মোজাহেদ বলেন, আল্লাহতায়ালার ভয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে স্থিরভাবে রাখিবে, অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিবে না, কঙ্কর নাড়াইবে না,

কোন অঙ্গ দ্বারা ক্রীড়াকৌতুক করিবে না এবং নামাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পার্থিব বিষয়ের চিন্তা অন্তরে স্থান দিবেনা। এমাম এবনো-জরির উহার ব্যপক অর্থ মনোনীত স্থির করিয়াছেন। মূল কথা—এই আয়তে বুঝা যায় যে, ফরজ নামাজে দাঁড়ান (কেয়াম করা) একটি ফরজ। —এবং জঃ ২। ৩২১-৩৫৪, এবং কঃ ২।১২১-১২৯, রু মাঃ, ১।৪৪৪-৪৪৬, কঃ ২।২৮৮-২৯২, খাঃ, ১।২০৬-২০৮, বঃ, ১।২৫০।

২৩৯। এই আয়তে আল্লাহ ভয়ের নামাজের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, যদি তোমরা শত্রুর বা অন্য বিষয়ের ভয়ে ভীত হও, তবে পদাতিক বা আরোহী যে কোন অবস্থায় থাক, নামাজ পড়িয়া লও। এবনো-জরির উহার অর্থে বলেন, যদি এইরূপ ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে না পার, তবে বসিয়া নামাজ পড়, যদি কেবলার দিকে মুখ করিতে না পার, তবে যে দিকে সুযোগ হয়, সেই দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়। যদি রুকু ও ছেজদা করিতে না পার, তবে তর্জনী ইশারা করিয়া নামাজ পড়, কিন্তু রুকুর ইশারা অপেক্ষা সেজদার ইশারায় সমধিক ঝুকিয়া পড়িবে। এমাম শাফেয়ি (রঃ) এই আয়তের প্রমাণে বলেন যে, সংগ্রাম করিতে করিতে কিম্বা চলিতে চলিতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে, পক্ষান্তরে এমাম আবুহানিফা (রঃ) বলেন, উক্ত অবস্থায় নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না, এইরূপ অবস্থায় নামাজ পড়িতে বিলম্ব করিবে, তৎপরে নির্ভর হইলে, উহার কাজা পড়িয়া লইবে। হজরত নবী (ছাঃ) খোন্দকের যুদ্ধের দিবস নামাজ পড়িতে বিলম্ব করিয়াছিলেন, যুদ্ধের অবশানে কয়েক ওয়াক্ত নামাজ এক সঙ্গে কাজা পড়িয়া লইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পদাতিক শব্দ গমনশীল হওয়ার অকাট্য প্রমাণ নহে।

এমাম আওজায়ি বলিয়াছেন, যুদ্ধকালে ইশারা করিয়া নামাজ

পড়িবে, ইহাতে অক্ষম হইলে, নামাজ বিলম্ব করিয়া পড়িবে। এমাম মকহুল বলিয়াছেন. হজরত আনাছ বলেন, আমরা (হজরত) আবুমুছার সহিত এক যুদ্ধে ফজরের নামাজ পড়িতে পারি নাই, সূর্য্য উদয় হওয়ার পরে আমরা উহার কাজা পড়িয়াছিলাম। এমাম বোখারি এই মতের সমর্থনে খোন্দক যুদ্ধের দিবস হজরত নবী (ছাঃ) এর আছরের নামাজ বিলম্ব করিয়া পড়ার এবং ছাহাবা-গণকে বনি কোরায়জায় উপস্থিত হইয়া আছরের নামাজ পড়িতে হজরত আদেশ প্রদান করার কথা পেশ করিয়াছেন।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যখন তোমাদের ভয় দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তোমরা শান্তিকালীন নামাজের ন্যায় নামাজ পাঠ কর, যাহা তোমরা অবগত ছিলেনা, কিন্তু আল্লাহ তাহা তোমা-দিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। রুঃ মাঃ, ১।৪৪৬-৪৪৭, অহিঃ ১৯৮-১৯৯ ও এবং জঃ, ২।৩৫৪-৩৫৮। এবং কঃ ২।১২৯-১৩১।

২৪০। আল্লাহ বলেন, যে মরণাপন্ন ব্যক্তিরা ধারণা করে যে তাহারা স্ত্রীদিগকে ত্যাগ করতঃ অচিরে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে, তাহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য এই, যে স্ত্রীগণের এক বৎসর ভরণ-পোষণ ও অবস্থিতি স্থানের অছিয়ত করিয়া যায়, কিন্তু যদি তাহারা নিজেদের ইচ্ছায় (চারি মাস দিবস কিম্বা সন্তান প্রসব করার পরে) স্বামীদিগের গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যায় এবং শোক প্রকাশ ত্যাগ করে, অন্য স্বামী গ্রহণ করে, তবে তাহাদের এই শরিয়তের ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্য্য করার জন্য ওলিগণের কিম্বা বিচারকগণের কোন দোষ হইবে না।

অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, পূর্ব্বে ইছলামে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীলোকের পক্ষে এক বৎসর কাল এদ্দত পালন করার এবং স্বামীর পরিত্যাগ দিবস হইতে উক্ত এক বৎসরের খোরপোষ ও বাসস্থান দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তৎপরে এই ছুরার ২৩৪ আয়ত দ্বারা

এক বৎসর স্থলে চারি মাস দশ দিবস এদ্দতের ব্যবস্থা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে. এই মনছুখকারী আয়তটি তেলাওয়াতের হিসাবে প্রথমে লিখিত থাকিলেও শেষে নাজিল হইয়াছিল। যে আয়তে স্ত্রীর ফারাএজী অংশ চতুর্থ বা অষ্টম ভাগ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তদ্দারা এক বৎসর খোরপোষ দেওয়ার হুকুম মনছুখ হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে তাহারা স্বামীর পক্ষ হইতে বাসস্থান পাইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। হজরত আলী, এবনো-আব্বাছ ও আএশা (রাঃ) বলেন, উহা পাইবে না, ইহা এমাম আবু হানিফার মত। হজরত ওমার, ওছমান, এবনো-মছউদ বলেন উহা পাইবে, ইহা মালেক ছওরি ও আহমদের মত। আবু মোছলেম ইছফেহানি বলেন, এই আয়ত মনছুখ হয় নাই, ইহার অর্থ এই যে, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর জন্য এক বৎসরের খোরপোষ ও বাসস্থানের 'অছিয়ত' করা কর্ত্তব্য, যদি স্ত্রী তাহার অছিয়ত অনুযায়ী খোরপোষ লইতে চাহে, তবে এক বৎসর কাল তাহার গৃহে থাকিয়া এদ্দত পালন করিবে, আর যদি তাহার অছিয়তের বিরুদ্ধে চারি মাস দশ দিবসের বা সন্তান প্রসব করার পরে স্বামীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তবে ওলিদিগের পক্ষে তাহার খোরপোষ না দেওয়াতে ও তাহাকে বাহির হইতে নিষেধ না করাতে কোন দোষ হইবে না। এই মতটি উৎকৃষ্ট যুক্তিযুক্ত।

মোজাহেদ বলেন, আল্লাহ প্রথমে চারি মাস দশ দিবস স্বামীর এদ্দত পালন করার আদেশ করিয়াছিলেন, তৎপরে বলিতেছেন, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর এক বৎসর খোরপোষ ও বাসস্থানের অছিয়ত করা উচিত, যদি স্ত্রী স্বামীর অছিয়ত অনুযায়ী এক বৎসর তথায় থাকিয়া এদ্দত পালন করে, তবে ভাল, আর যদি চারি মাস দশ দিবসের পর তথা হইতে বাহির হইয়া অন্য নিকাহ করে, তবে ওলিগণের পক্ষে অবশিষ্ট সাত মাস বিশ দিবসের খোরপোষ না

দেওয়াতে এবং এই কার্য্যে বাধা না দেওয়াতে কোন দোষ হইবে না।—এবঃ জঃ, ২।৩৩৮-৩৪২, এবঃ কঃ, ২।১৩১-.৩৩, কঃ, ২।৩৯৫-৩৯৬, রুঃ মাঃ, ১।৪৪৭-৪৪৮, আহঃ ১৫৯।১৬০।

১৪১। এই আয়তের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। প্রথম এই যে. তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকেরা নিয়মিত খোরপোষ প্রাপ্ত হইবে যত দিবস তাহার এদ্দত সমাপ্ত না হয়. তত দিবস স্বামীরা তাহাদিগকে খোরপোষ দিতে বাধ্য হইবে।

এমাম শাফেয়ি বলেন. তালাক বাএনে স্বামী স্ত্রীর খোরপোষ ও বাসস্থান দিতে বাধ্য হইবে না, কেননা ফাতেমা বেং কয়েছ বলিয়াছেন. আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়াছিল. কিন্তু হজরত নবী (ছাঃ) আমার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের ব্যবস্থা দেন নাই।

হজরত ওমার (রাঃ) তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলিল কিম্বা মিথ্যা বলিল, স্মরণ রাখিল অথবা ভুলিয়া গেল, তাহা আমরা জানিনা, তাহার কথায় কোর-আন ও হাদিছকে ত্যাগ করিতে পারিনা। হজরত আএশা (রাদিঃ) বলিয়াছেন, ফাতেমা বেন্তে কয়েছ কি আল্লাহতায়ালার ভয় করেনা যে. এইরূপ কথা প্রচার করিতেছে ? কোর-আন শরিফের اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم এই আয়ত দ্বারা তাহাদের বাসস্থান এবং এই ছুরার ২৪১ আয়ত দ্বারা তাহাদের খোরপোষের ব্যবস্থা সপ্রমাণ হয়। এইহেতু এমাম আজম (রহঃ) বলিয়াছেন, তালাক বাএন প্রাপ্তা স্ত্রীলোকেরা এদ্দত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বাসস্থান ও খোরপোষ পাইবে।

এবনো-জরির বলিয়াছেন. এবনো-জায়েদ বলিয়াছেন, সজ্জন লোকদের পক্ষে 'মোৎয়া' প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া ২৩৬ আয়ত নাজিল হইলে একজন লোক বলিল, যদি পরোপকার করার ইচ্ছা

করি, তবে উহা প্রদান করিব, নচেৎ উহা প্রদান করিতে নাও পারি, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়, এক্ষেত্রে ইহার এইরূপ অর্থ হইবে, যে স্ত্রীর মোহর নির্দ্ধারিত করা হয় নাই এবং সঙ্গম করার পূর্ব্বে তাহাকে তালাক দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে 'মোৎয়া' প্রদান করা ধার্মিকদিগের পক্ষে ওয়াজেব।

এমাম রাদিঃ প্রথম প্রকার অর্থটি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। রুঃ মাঃ, ১।৪৪৮, কঃ, ২।২৯৬।২৯৭, এবং জঃ ২।৩৪৩, আহঃ, ১৬১।

২৪২। আল্লাহ এইরূপ তোমাদের ইহকাল ও পরকালে যাহা যাহা আবশ্যক হয়, তৎসংক্রান্ত আয়ত সকল স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন, উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা তৎসমস্তের মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইবে।—রুঃ মাঃ, ১।৪৪৮।

৩২ শ রুকু ও ৬ আয়ত।

(২৪৩) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ص فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا (قف) ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٥ (২৪৪) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ (২৪৫) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ط

وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ص وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ٥ (২৪৬)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى

اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ ط قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا

تُقَاتِلُوْا ط قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ط فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ

الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ٥

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ (২৪৭)

مَلِكًا ط قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ

اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ط قَالَ

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط

وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٥

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ (২৪৮)

التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥﴾

২৪৩। তুমি কি উক্ত ব্যক্তিদের অবস্থা অবগত হও নাই—যাহারা বহু সহস্র মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল? তৎপরে আল্লাহ তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা মরিয়া যাও, পুনরায় তিনি তাহাদিগকে জীবিত করিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ লোকদের উপর অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

২৪৪। এবং তোমরা আল্লাহতায়ালার পথে জেহাদ কর ও জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ মহাশ্রোতা মহাজ্ঞানী।

২৪৫। এরূপ কোন ব্যক্তি আছে যে, আল্লাহকে উত্তম ঋণে ঋণ প্রদান করে? তৎপরে তিনি উহা তাহার জন্য বহুগুণে বর্দ্ধিত করিবেন এবং আল্লাহ সঙ্কীর্ণ করেন ও প্রশস্ত করেন এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে উপস্থাপিত করা হইবে।

২৪৬। তুমি কি ইস্রাইল বংশীয় উক্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা অবগত হও নাই—যাহারা মুছার পরে ছিল? যখন তাহারা নিজেদের নবীকে বলিয়াছিল, তুমি আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত কর—তাহা হইলে আমরা আল্লাহতায়ালার পথে সংগ্রাম করিতে পারি। তিনি বলিলেন, ইহা কি সম্ভব আছে যে, যদি তোমাদের উপর জেহাদের হুকুম করা যায়, তবে তোমরা জেহাদ করিবে না? তাহারা বলিল; যখন আমরা নিজেদের গৃহ সমূহ ও নিজেদের সন্তানগণ হইতে বিতাড়িত হইয়াছি, তখন

আমরা কেন আল্লাহতায়ালার পথে সংগ্রাম করিব না ? পরে যখন তাহাদের উপর যুদ্ধের হুকুম করা হইল, তখন তাহাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত পশ্চাৎপদ হইল এবং আল্লাহ অত্যাচারিদের অবস্থা বিশেষ জ্ঞাত আছেন।

২৪৭। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ স্থির করিয়াছেন, তাহারা বলিল, কিরূপে আমাদের উপর তাহার রাজত্ব হইতে পারে অথচ আমরা তাহা অপেক্ষা রাজত্বে সমধিক উপযুক্ত এবং তাহাকে অর্থের আধিক্য প্রদান করা হয় নাই। তিনি বলিলেন নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের পক্ষে তাহাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাকে বিদ্যা ও দেহ সম্বন্ধে আধিক্য প্রদান করিয়াছেন এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন, নিজের রাজ্য প্রদান করেন এবং আল্লাহ প্রশস্ততা প্রদান কারী মহাজ্ঞানী। ২৪৮। তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিলেন, নিশ্চয় তাহার ( তালুতের ) রাজত্বের চিহ্ন এই যে, তাহার নিকট একটি সিন্দুক উপস্থিত হইবে—যাহার মধ্যে তোমাদের প্রতি-পালকের পক্ষ হইতে শান্তি এবং কিছু অবশিষ্ট বস্তু—যাহা মুছার অনুসরণকারিগণ ও হারুনের অনুসরণকারিগণ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে —যাহা ফেরেস্তাগণ উত্তোলন করিয়া আনিবেন, যদি তোমরা বিশ্বাসস্থাপনকারী হও তবে নিশ্চয় উহার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে।

টীকা—

২৪৩। ছোদি বলিয়াছেন, এক গ্রামে মহামারীর প্রকোপ হওয়ায় তথাকার অধিকাংশ অধিবাসী তথা হইতে পলায়ন করিয়া অন্যত্রে গমন করে, অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং একদল পীড়িত ও বিপদগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। মহামারী দূরীভূত হইলে, পলাতকেরা নিরাপদ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করে।

তখন অবশিষ্ট পীড়িতেরা বলিতে লাগিল, যদি আমরা ইহাদের ন্যায় পলায়ন করিতাম, তবে পীড়া ও বিপদ হইতে মুক্ত থাকিতাম যদি দ্বিতীয়বার মহামারী উপস্থিত হয়, তবে আমরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইব, কিছুকাল পরে তথায় পুনরায় মহামারীর প্রকোপ হয়, সেই সময় ত্রিশ সহস্রের অধিক লোক তথা হইতে পলায়ন করে, যখন তাহারা উপত্যকা ভূমি অতিক্রম করিয়া গেল, তখন উহার উপরি দিক হইতে একজন ফেরেস্তা এবং নিম্ন দিক হইতে অন্য ফেরেস্তা ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া বলিলেন, তোমরা মরিয়া যাও ইহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের দেহগুলি বিগলিত হইয়া যায়, এমতাবস্থায় তথায় হেজ্‌কীল নবী (আঃ) গমন পূর্ব্বক তাহাদের অবস্থা অবলোকন করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়েন। তখন আল্লাহ তাঁহার নিকট অহি প্রেরণ করিয়া বলিলেন, তুমি কি ইচ্ছা কর যে, আমি তাহাদিগকে কিরূপে জীবিত করিব, তাহা তোমাকে দেখাইব? নবী বলিলেন হাঁ! তখন তাঁহাকে বলা হইল, তুমি উচ্চশব্দে বল, হে অস্থিসমূহ, আল্লাহ তোমাদিগকে একত্রিত হইতে আদেশ করিতেছেন তৎক্ষণাৎ অস্থিসমূহ উড্ডীয়মান অবস্থায় একত্রিত হইতে লাগিল। তৎপরে আল্লাহ অহি প্রেরণ করিয়া বলিলেন, তুমি উচ্চ শব্দে বল, হে অস্থিসমূহ আল্লাহ তোমাদিগকে রক্ত মাংসের সহিত সংযোজিত হইতে আদেশ করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ তৎসমুদয় সংযোজিত হইয়া গেল। তৎপরে তাঁহাকে বলা হইল, তুমি উচ্চশব্দে বল, আল্লাহ তোমাদিগকে দণ্ডায়মান হইতে আদেশ প্রদান করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ তাহারা জীবিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল এবং বলিতে লাগিল, হে আমাদের প্রতিপালক। তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করিতেছি ও তোমার প্রশংসা করিতেছি, তোমাব্যতীত উপাস্য কেহ নাই। তৎপরে তাহারা নিজেদের পল্লীরদিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, কিন্তু তাহাদের

মৃত্যুর চিহ্ন তাহাদের মুখমণ্ডলে প্রকাশিত ছিল।

উক্ত ঘটনা এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। এমাম আহাম্মদ বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত ওমার (রাদিঃ) শাম দেশাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে সেনাপতি হজরত আবু ওবায়দা ও তাঁহার সহচরগণের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহারা শাম দেশে মহামারীর প্রকোপের সংবাদ ব্যক্ত করেন। হজরত আবদুর রহমান বলিলেন, আমি এতৎসম্বন্ধে হজরতের নিকট এই হাদিছটি শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার প্রাচীন উম্মতকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে মহামারী প্রেরণ করিতেন, যদি তোমাদের পল্লীতে মহামারী উপস্থিত হয়, তবে পলায়ন করার ধারণায় তথা হইতে বাহির হইয়া যাইও না, যদি অন্যত্রে উহার প্রকোপের সংবাদ পাও, তবে তথায় গমন করিও না। হজরত (রাদিঃ) ইহা শ্রবণ করিয়া ফিরিয়া গেলেন

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তিনি লোকদের উপর অনুগ্রহ-কারী, উক্ত কয়েক সহস্র লোক গোনাহ করিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া-ছিল, তৎপরে আল্লাহ তাহাদিগকে জীবিত করিয়া তওবা করার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি তাহাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।

আরবের পরকাল অমান্যকারী দল য়িহুদীদের কথা অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিত, য়িহুদীদিগের এই ঘটনা উল্লেখ করাতে তাহাদের অনেকে পরকালে জীবিত হওয়ার মত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, কাজেই আল্লাহ এই ঘটনা উল্লেখ করতঃ পরকাল অমান্যকারিদের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন।

এই ঘটনায় সপ্রমাণ হয় যে, মৃত্যু হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করা বৃথা, ইহাতে লোকের সৎকার্য্য করার উৎসাহ উদ্যম বলবৎ

হইতে পারে, কাজেই খোদা এই ঘটনা প্রকাশ করিয়া লোকদের উপর মহা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

তৎপরে খোদা অধিকাংশ লোকের অকৃতজ্ঞ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।—কঃ, ২।২৯৭-২৯৯, এবং কঃ ২।১৩৪।১৩৫।

২৪৪। আল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহতায়ালার পথে সংগ্রাম কর, অদৃষ্টে যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সাবধানতা অবলম্বনে তাহা খণ্ডন হইতে পারে না, এইরূপ জেহাদ হইতে বিরত থাকাতে কিম্বা পলায়ন করাতে মৃত্যুর অগ্রপশ্চাৎ হইতে পারে না. নির্দ্ধারিত আয়ু কম বেশী হইতে পারে না। হজরত খালেদ (রাঃ) মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইয়া বলিয়াছিলেন, আমি অমুক অমুক যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলাম, আমার এমন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই যাহা তীর বিদ্ধ হয় নাই বা বর্শার কিম্বা তরবারির আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই, হায় পরিতাপ এখন আমি শয্যাশায়ী হইয়া মরিতেছি, যেরূপ গর্দ্দভ মরিয়া থাকে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, জেহাদে পশ্চাৎপদ ব্যক্তিরা অন্যকে উহা হইতে নিরুৎসাহ করিতে যাহা বলিয়া থাকে এবং সমর ক্ষেত্রে অগ্রগামীদলেরা লোককে উহার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতে যাহা বলিয়া থাকেন, আল্লাহ্ তাহা শ্রবণ করেন এবং তিনি উভয় দলের স্বার্থ ও উত্তেজনার অবস্থা অবগত আছেন, কাজেই প্রত্যেক দলকে তাহাদের সঙ্কল্প অনুযায়ী প্রতিফল দিবেন।—তঃ এবং কঃ, ২।১৩৫ রুঃ মাঃ ১।৪৫০।

২৪৫। আল্লাহ জেহাদের কথা উল্লেখ করিয়া এস্থলে দান করার কথা উল্লেখ করিতেছেন, একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, এস্থলে জেহাদে দান করার কথা বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি জেহাদে সক্ষম, সে নিজের জন্য ব্যয় করিবে, আর যে অর্থশালী ব্যক্তি জেহাদ করিতে অক্ষম, সে ব্যক্তি সক্ষম দরিদ্রকে তজ্জন্য দান করিবে।

আর একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহা ওয়াজেব, নফল সমস্ত প্রকার দানের জন্য কথিত হইয়াছে।

আল্লাহ বলিতেছেন, কোন ব্যক্তি খোদার পথে দান করিতে চাহে ? ইহা কর্জ্জ দেওয়া স্বরূপ হইবে, কেহ কর্জ্জ দিলে, যেরূপ গৃহীতার পক্ষে উহা পরিশোধ করা ওয়াজেব এবং ক্ষতিসাধন করা না-জায়েজ, সেইরূপ আল্লাহতায়ালার নিকট দাতার দানের ফল বিনষ্ট হয় না, উহার বিনিময় (ছওয়াব) নিশ্চয় সে প্রাপ্ত হইবে।

বয়হকি একটি হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন, আছমানে একটি দ্বারে একজন ফেরেশতা বলিতে থাকেন, যে ব্যক্তি অদ্য আল্লাহকে কর্জ্জ দিবে, সে ব্যক্তি কল্য (বিচার দিবসে) উহার বিনিময় পাইবে। অন্য দ্বারে দ্বিতীয় ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ তুমি দাতার দানের বিনিময় প্রদান কর এবং কৃপনের ক্ষতি সাধন কর। অন্য দ্বারে তৃতীয় ফেরেশতা বলেন, যে প্রচুর ধনসম্পত্তি আল্লাহকে ভুলাইয়া দেয়, তদপেক্ষা জীবিকা নির্ব্বাহের পরিমাণ অল্প অর্থ উৎকৃষ্ট। অন্য দ্বারে চতুর্থ ফেরেশতা বলেন, হে আদম সন্তান, জন্মলাভ করিলে, পরিণামে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, গৃহ অট্টালিকা প্রস্তুত করিলে, পরিণামে উহার ধ্বংস অনিবার্য্য। আরও বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান তুমি আমার নিকট তোমার ধন-ভাণ্ডার গচ্ছিত রাখ, উহা দগ্ধীভূত হইবে না, সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে না এবং অপহৃত হইবে না, যে সময় উহার বর্ণনাতীত আবশ্যক হইবে সেই সময় আমি উহা সম্পূর্ণরূপে তোমাকে পরিশোধ করিয়া দিব।

এবনো-জরির বর্ণনা করিয়াছেন, যে সময় এই আয়ত নাজিল হয়, সেই সময় আবুদ্দাহ্‌দাহ্‌ আনছারি বলিয়াছেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ্‌! আল্লাহ আমাদের নিকট কর্জ্জ চাহিতেছেন ? হজরত বলিলেন, হাঁ, তখন উক্ত আনছারি বলিলেন, আমার দুইটি

উদ্যান আছে এতদুভয়ের মধ্যে উৎকৃষ্টটি আল্লাহ্কে কর্জ্জ দিলাম, উহাতে ছয়শত খোর্ম্মাবৃক্ষ এবং তাঁহার স্ত্রী ও পরিজন ছিল, তিনি উহার নিকট উপস্থিত হইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, আমি এই উদ্যানটি খোদাকে কর্জ্জ দিয়াছি তুমি এই উদ্যান ত্যাগ করিয়া আইস। হজরত বলিয়াছিলেন, আবুদ্দাহ্দাহের জন্য বেহেশতে কত ফলপূর্ণ খোর্ম্মাবৃক্ষ নতশীরে রহিয়াছে।

হজরত এবনো ওমার বলিয়াছেন, আল্লাহ্ একটি আয়তে নাজিল করেন যে, খোদার পথে একটি টাকা দান করিলে, সাত-শত টাকার ফল হইবে। ইহাতে হজরত বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক আমার উম্মতকে ইহা অপেক্ষা অধিক ফল প্রদান কর। তখন এই আয়ত নাজিল হয়, যে কোন ব্যক্তি আল্লাহকে উৎকৃষ্ট কর্জ্জ প্রদান করিবে, আমি তাহাকে তদপেক্ষা বহুগুণ ফল প্রদান করিব। হজরত আবুহোরায়রা (রাঃ) ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আল্লাহ একটি টাকায় বিশ লক্ষ টাকার নেকী প্রদান করিবেন।

এই আয়ত নাজিল হইলে হজরত বলিয়াছেন, হে আল্লাহ আমার উম্মতকে ইহা অপেক্ষা অধিকতর নেকি প্রদান কর তখন এই আয়ত নাজিল হয়, انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب "সহিষ্ণুদিগকে অসংখ্য ফল প্রদান করা হইবে।" কর্জ্জে হাছানার অর্থ উৎকৃষ্ট লোকের নিকট সম্মান লাভ ইচ্ছা না করিয়া, গৃহীতাকে রূঢ় কথা না বলিয়া ও প্রতিশোধ লাভের ধারণা না করিয়া বিশুদ্ধ হালাল অর্থদ্বারা যে দান করা হইয়া থাকে, উহাকে এস্থলে উৎকৃষ্ট কর্জ্জ অথবা দান বলা হইয়াছে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তিনি লোককে দরিদ্র বা ধনাঢ্য করেন, যে ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, দরিদ্রতা ও স্বচ্ছলতা আল্লাহ-তায়ালার অভিপ্রায়ের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, অর্থের উপর তাহার দৃষ্টি থাকিবে না আল্লাহতায়ালার উপর তাহার পূর্ণ আস্থা স্থাপিত

হয়, তাহার পক্ষে খোদার পথে দান করা অতি সহজ হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, দরিদ্রতা ও অর্থশালী হওয়া খোদার অদৃষ্টলিপির ( তকদীরের ) উপর নির্ভর করে, সে ব্যক্তি ধারণা করিবে যে, খোদার পথে দান করি আর নাই করি ভাগ্যলিপি অনুসারে অবস্থা প্রাপ্ত হইব, কাজেই দান করাই শ্রেয়ঃ।

অর্থশালী ব্যক্তি যখন শ্রবণ করে যে, অর্থের উন্নতি ও অবনতি আল্লাহতায়ালার আয়ত্বাধীনে আছে, তখন কি জানি আল্লাহ, তাহাকে দরিদ্র করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় পূর্ণ উদ্যমে দান করিতে পারে।

তৎপরে আল্লাহ বলেন, তোমাদের এক সময়ে আল্লাহতায়ালার দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে। সেই সময় তোমাদের কার্য্যের অনুপাতে তিনি তোমাদিগকে প্রতিফল দিবেন। কঃ, ১।২৯৯-৩০১ এবং জঃ, ২।৩৫০, এবং কাঃ, ২।১৩৬ (দ) ১।৩১১-৩১৩।

২৪৬। ইস্রাইল সন্তানগণ হজরত মুছা (আঃ) এর পরে কিছু কাল সত্যপথে ছিল, তৎপরে তাহারা কুপথগামী হইয়া গেল, এমন কি তাহাদের কতক পৌত্তলিক হইয়া যায়, তাহাদের মধ্যে নবীগণ আগমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সৎকার্য্য করিতে আদেশ ও অসৎকার্য্য করিতে নিষেধ করিতেন ও তওরাত অনুযায়ী পরিচালিত করিতেন, এমন কি তাহারা নানাবিধ গোনাহ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলে, আল্লাহতায়ালা তাহাদের শত্রুদলকে তাহাদের উপর পরাক্রান্ত করিয়া দিলেন, তাহারা ইস্রাইল বংশীয়দিগের বহু-লোককে বন্দী করিয়া লইয়া গেল এবং তাহাদের বহু দেশকে অধিকারভুক্ত করিয়া লইল। ইতিপূর্ব্বে ইস্রাইল সন্তানগণের নিকট নিয়ম-সিন্দুক ছিল, তাহারা যে কোন যুদ্ধে উহা সঙ্গে লইয়া যাইত, শত্রুগণ পরাস্ত হইয়া যাইত, কিন্তু উক্ত যুদ্ধে শত্রুগণ কর্ত্তৃক উক্ত নিয়ম সিন্দুক ও তওরাত অপহৃত হইল। তওরাতের হাফেজ

(কণ্ঠস্থকারী) অতি অল্পই ছিল, নবী বংশের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না। গর্ভবতী অবস্থায় তাহার স্বামী নিহত হইয়াছিল, তাহার গর্ভে শমুয়েল নামক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি পয়গম্বরী লাভ করিয়া তাহাদিগকে খোদার একত্ব ও সত্য পথের দিকে আহ্বান করেন। তখন তাহারা উক্ত নবীকে বলিল, আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করিয়া দিন, আমরা তাহার সহযোগে শত্রুদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব। ইহাতে তিনি বলিলেন, যদি তোমাদের উপর যুদ্ধের হুকুম বিধিবদ্ধ হয়, তবে তোমরা উহা হইতে পশ্চাৎপদ হইবে না ত? ইস্রাইল সন্তানগণ বলিল, যখন শত্রুরা আমাদের শহরগুলিকে অধিকার করিয়া লইয়াছে, তখন আমরা কিজন্য তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব না? যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ করার আদেশ অবতীর্ণ হইল, তখন তাহাদের অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিল। আল্লাহ বলেন যাহারা অঙ্গীকার করিয়া উহা পূর্ণ না করে তাহারা অত্যাচারী, আল্লাহ তাহাদের অবস্থা অবগত আছেন, - এবঃ কঃ ২।১৩৭,১৩৮।

২৪৭। তাহাদের নবী (হজরত) সমূয়েল (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ স্থির করিয়াছেন, তখন ইস্রাইল সন্তানগণ বলিল, আমরা লাবি বা য়িহুদার বংশধর, এই দুই বংশেই নবী কিম্বা বাদশাহ হইয়া আসিতেছে, কাজেই আমরা বাদশাহ হওয়ার উপযুক্ত পাত্র, আর তালুত বেনইয়ামিন বংশধর ঐ বংশে কেহ নবী কিম্বা বাদশাহ হয় নাই, কাজেই সে ব্যক্তি কিরূপে আমাদের বাদশাহ হইবে? দ্বিতীয় সে ব্যক্তি একজন দরিদ্র লোক, বাদশাহ হইতে গেলে অতুল ঐশ্বর্য্য ও ধন সম্পত্তির অধিকারী হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন তালুত চর্ম্মকারের কার্য্য করিত, অন্য একদল তাহাকে

কর-আদায়কারী অপর দল তাহাকে পানি সরবরাহকারী ( পানির মশকবাহক ) বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, এইরূপ লোককে তাহারা পাদশাহ হওয়ার অনুপযুক্ত ধারণা করিলে, সেই পয়গম্বর বলিলেন, আমি তাহাকে বাদশাহ স্থির করি নাই, বরং সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা খোদাতায়ালা তোমাদের জন্য বাদশাহ স্থির করিয়াছেন, এবং তাহাকে তোমাদের চেয়ে সমধিক বিদ্বান ও শক্তিশালী করিয়াছেন, রাজ্য রক্ষা করার ও শত্রুদের আক্রমণ ব্যর্থ করার যে দুইটি প্রধান উপকরণ তাহা তাহার মধ্যে আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি কেহ সদ্বংশোদ্ভব ও অর্থশালী হয়, কিন্তু তাহার রাজ্য পরিচালনের জ্ঞান ও শত্রু দমনের শক্তি না থাকে, তবে সে ব্যক্তি কিছুতেই বাদশাহ হওয়ার উপযুক্ত নহে।

বাদশাহ হওয়ার জন্য উচ্চবংশোদ্ভব হওয়া জরুরী নহে রাজ্য আল্লাহতায়ালার, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, রাজ্য দান করেন, ইহাতে কাহারও কিছু বাদানুবাদ করার অধিকার নাই। আর তোমরা যে তালুতের দরিদ্রতার আপত্তি করিয়াছ, যদি বাদশাহ হওয়ার জন্য বিপুল ধন ঐশ্বর্য্যে অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে আল্লাহ দরিদ্রকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া থাকেন, তাহাকে যথা-বিহিত ধন ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত করিবেন। রাজ্য পরিচালনা করিতে যে পরিমাণ উপকরণের দরকার হইবে, তাহা তিনি অবগত আছেন, যদি তালুতের দ্বারা তৎসমুদয় সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব হয় তবে তিনি কি জন্য তাহাকে বাদশাহ বলিয়া মনোনীত করিবেন ?—কঃ ২।৩০৩-৩০৪ ও এবং কঃ ২।১৩৮।

এবনো-জরির লিখিয়াছেন, হজরত সমূয়েল (আঃ) ইস্রাইল বংশধরগণের প্রার্থনামতে আল্লাহতায়ালার নিকট একজন বাদশাহ স্থির করার জন্য দোয়া করিলেন, তদুত্তরে আল্লাহ বলিলেন, তোমার গৃহে শিঙ্গার মধ্যে যে তৈল আছে, তুমি ঐ তৈলের দিকে

লক্ষ্য রাখিও। যে ব্যক্তি তোমার গৃহে প্রবেশ করিলে, উক্ত তৈল শব্দ করিবে, সেই ব্যক্তিই ইস্রাইলীয়গণের বাদশাহ হইবে। তুমি সেই পবিত্র তেল তাহার মস্তকে মর্দ্দন করিয়া দিবে, তাহাকে ঐ ইস্রাইলীয়গণের বাদশাহ স্থির করিবে এবং তাহাকে এই সংবাদ অবগত করাইবে; তৎশ্রবণে তিনি সেই ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করার অপেক্ষা করিতে লাগিল। তালুত নামক একজন লোক চর্ম পরিস্কার (দাবাগত) করার কার্য্য করিত, বিনইয়ামিন বংশের লোক ছিল, এই বংশে কেহ নবী বা বাদশাহ হয় নাই। তালুতের একটি চতুস্পদ হারাইয়া গিয়াছিল, যে নিজের গোলামের সঙ্গে উহার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিল। হজরত সমুয়েল নবীর বাটীর নিকট উপস্থিত হইলে, গোলামটি বলিল যদি আপনি এই নবীর নিকট উপস্থিত হইতেন, তবে তিনি উক্ত চতুস্পদ প্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে দোয়া করিতেন ও বিহিত উপায় স্থির করিয়া দিতেন। তাল্‌ত ইহাতে রাজি হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া চতুস্পদ প্রাপ্তির জন্য দোয়া করিতে অনুরোধ করেন, এমতাবস্থায় সেই তৈল শব্দ করিল। তখন নবী (আঃ) দণ্ডায়মান হইয়া তাহার মস্তকে তৈল ঢালিয়া দিলেন এবং বলিলেন তুমি ইস্রাইলীয়গণের বাদশাহ, আল্লাহ ইহা আদেশ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, তালুত ইব্রীয় শব্দ, একদল বলেন, উহা আরবী শব্দ, طول 'তুল' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে দীর্ঘাকৃতি ছিল বলিয়া এই নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহার ইব্রীয় নাম শৌল।—কঃ, বঃ মাঃ।

২৩৮। 'তাবুত' تابوت শব্দের অর্থ সিন্দুক, আল্লাহতায়ালা হজরত আদম (আঃ) এর উপর একটি শামশাদ কাষ্ঠের সিন্দুক নাজিল করিয়াছেন, উহার মধ্যে সমস্ত নবীর প্রতি মূর্ত্তি ছিল, উহা হজরত আদম (আঃ) হইতে হজরত ইয়াকুব নবীর বংশধরগণ

পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। তাহারা অবাধ্যতায় লিপ্ত হইলে, তাহাদের উপর আল্লাহ্ আমালেকাগণকে পরাক্রান্ত করেন, ইহারা ইস্রাইলীয়-গণের নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইয়া মলমূত্র স্থলে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছিল। যখন আল্লাহ্ তালুতকে বাদশাহ করার ইচ্ছা করিলেন, তখন উক্ত দলের উপর বিপদ প্রদান করিলেন, যে কেহ তাবুতের নিকট মলমূত্র ত্যাগ করিত, সে অর্শ রোগাক্রান্ত হইত এবং তাহাদের পাঁচটি শহরের লোক মহামারিতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল. ইহাতে তাহারা বিশ্বাস করিল যে, তাবুতের প্রতি অবজ্ঞা করায় তাহাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তখন তাহারা দুইটি গাভীর পৃষ্ঠে উক্ত তাবুত স্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে বাহির করিয়া দিল, আল্লাহ-তায়ালা চারিজন ফেরেশতাকে ইহার জন্য নিযুক্ত করিলেন, তাঁহারা গাভীদ্বয়কে তালুতের গৃহ পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন।

হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে সিন্দুকে তওরাত কেতাব রাখা হইত, তাহাকেই তাবুত বলা হইয়াছে। ইস্রাইলীয়-গণ অবাধ্যতায় লিপ্ত হইলে, আল্লাহ্ তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উহা আছমানে উঠাইয়া লইয়াছিলেন, যখন ইস্রাইলীয়গণ হজরত সমুয়েল ( আঃ ) এর নিকট নিদর্শন দেখিতে চাহিয়াছিল, তখন ফেরেশতাগণ তাহাদের সমক্ষে উহা আছমান হইতে নামাইয়া তালুতের গৃহে রাখিয়া দিলেন।

হজরত আবুজ্জাফর ( রাঃ ) বলেন যে, সিন্দুকে হজরত মুছা (আঃ) কে স্থাপন করিয়া তাঁহার মাতা সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া-ছিলেন, উহাকে 'তাবুত' বলা হইয়াছে, ইস্রাইলীয়গণ উক্ত সিন্দুককে বরকত লাভের জন্য সযত্নে রাখিয়াছিল, তৎপরে তাহারা বিপথগামী হইলে উহা অবজ্ঞা করিতে লাগিল, সেই সময় আল্লাহ্ উহা উঠাইয়া লইয়াছিলেন।

আল্লামা আবুছি বলিয়াছেন, সমধিক ছহিহ্ মতে তাবুতের

অর্থ তওরাত রাখিবার সিন্দুক, আমালেকেরা ইহা কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিল। আয়তের অর্থ এই যে, যখন ইস্রাইলীয়গণ তালুতের বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন দেখিতে চাহিল তখন নবী বলিলেন, তোমাদের নিকট ফেরেশ্‌তাগণের তত্ত্বাবধানে সিন্দুক উপস্থিত হইবে, উহাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে 'ছকিনা' থাকিবে, হজরত মুছা, হজরত হারুনের অনুসরণকারিগণের পরিত্যক্ত অবশিষ্ট কিছু কিছু থাকিবে। ছকিনা শব্দের নানাবিধ অর্থ টীকাকারগণ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইলেও উহার অর্থ শান্তি হওয়া সমধিক যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ উহা দেখিলে তোমাদের মনে তালুতের বাদশাহ হওয়া সম্বন্ধে শান্তি হইবে এবং সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

হজরত মুছা ও হারুনের অনুসরণকারিগণের পরিত্যক্ত বিষয় কি কি ছিল টীকাকারেরা বলেন, উহার মধ্যে উক্ত নবীদ্বয়ের যষ্টীদ্বয় হজরত মুছার বস্ত্রগুলি, হজরত হারুনের পাগড়ি, জুতা, তওরাতের ফলকের ভগ্নাংশ ও স্বর্ণ তস্তরি—তদ্দ্বারা নবীগণের হৃৎপিণ্ড ধৌত করা হইত ও কিছু 'মান্ন'।

উক্ত নবীদ্বয়ের অনুসরণকারিগণ পুরুষ পরম্পরায় উক্ত বস্তুগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন, এইজন্য তাহাদের পরিত্যক্ত অবশিষ্ট বস্তু বলা হইয়াছে।

তৎপরে আল্লাহ্‌ বলিতেছেন, এই তাবুত ইমানদারগণের পক্ষে যথেষ্ট নিদর্শন।—কঃ, ২।৩০৪-৩০৬, রুঃ মাঃ, ১।৪৫৪।৪৫৫, এবং জঃ ২।৩৬০-৩৬৮।

### ৩৩ শ রুকু ও ৪ আয়ত।

(৪২৯) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ

اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ج فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ج

وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ ج

فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ط فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ لا قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ

وَجُنُوْدِهٖ ط قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ لا كَمْ

مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ

مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ (২৫০) وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ

وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا

وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ط (২৫১) فَهَزَمُوْهُمْ

بِاِذْنِ اللّٰهِ (قف) لا وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ

الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ط وَلَوْلَا دَفْعُ

اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ

ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○ ( ২৫২ ) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ

نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

২৪৯। অনন্তর যখন তালুত সৈন্যগণসহ বহির্গত হইয়া গেল, তখন সে বলিল, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ একটি নদী দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন, ইহার পর যে ব্যক্তি নিজ হস্তের দ্বারা গণ্ডূষ পরিমাণ পানি লইবে তদ্ব্যতীত যে কেহ উহা হইতে পান করিবে সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নহে, আর যে ব্যক্তি উহার আস্বাদন না করিবে, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত, পরে তাহাদের অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত তাহারা (সমস্তই) উক্ত নদী হইতে পান করিল। অতঃপর যখন সে এবং তাহার সঙ্গীয় বিশ্বাসীগণ উহা অতিক্রম করিয়া গেল তখন তাহারা বলিল, জালুত এবং তাহার সেনাগণের সহিত (সংগ্রাম করার) শক্তি অদ্য আমাদের নাই, যাহারা ধারণা (বিশ্বাস) করিত যে, নিশ্চয় তাহারা আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করিবে তাহারা বলিল, অনেক ক্ষুদ্র দল আল্লাহতায়ালার হুকুমে বৃহদ্দলের উপর পরাক্রান্ত হইয়াছে এবং আল্লাহ ধৈর্য্যশালীদিগের সঙ্গী।

২৫০। এবং যখন তাহারা জাল্‌ত ও তাহার সেনাগণের সহিত ( সংগ্রাম করিতে ) বহির্গত হইল, তখন তাহারা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের উপর ধৈর্য্য বর্ষণ কর এবং আমাদের পদগুলি স্থির রাখ এবং ধর্মদ্রোহিদের উপর আমাদিগকে জয়যুক্ত কর।

২৫১। অনন্তর তাহারা খোদাতায়ালার ইচ্ছায় উক্ত ধর্ম্ম-দ্রোহিদিগকে পরাজিত করিয়াছিল এবং দাউদ জাল্‌তকে হত্যা করিয়াছিল এবং আল্লাহ তাঁহাকে রাজত্ব ও হেকমত (নবুয়ত) দান করিলেন এবং তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা করিলেন শিক্ষা দিলেন এবং যদি

আল্লাহ একদলকে অপর দলের দ্বারা দমন না করিতেন তবে নিশ্চয় পৃথিবী অশান্তিপূর্ণ হইয়া যাইত, কিন্তু আল্লাহ জগদ্বাসিদের উপর অনুগ্রহকারী।

২৫২। এই সমস্ত আল্লাহতায়ালার আয়ত আমি সত্যসহ তৎসমুদয় তোমার উপর পাঠ করিতেছি এবং নিশ্চয়ই তুমি রছুল-গণের অন্তর্গত।

টীকা—

২৪৯। যখন ইস্রাইলীয়গণের নিকট তাবুত আনয়ন করা হইল, তখন তাহারা সমুয়েলকে নবী বলিয়া বিশ্বাস করিল এবং তালুতকে বাদশাহ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার পতাকা তলে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে রাজী হইল, তালুত নিজের স্বজাতিদিগকে বলিয়াছিল, যে কেহ অট্টালিকা বা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া উহা সমাপ্ত করে নাই, যে ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে সংলিপ্ত রহিয়াছে এবং যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়া এখনও স্ত্রীসহবাস করে নাই, এইরূপ লোকেরা যেন আমার সঙ্গে গমন না করে, আমি কেবল নির্লিপ্ত স্বেচ্ছাসেবক যুবকদলকে এই যুদ্ধে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছি। ইহাতে ৮০ সহস্র লোক তাহার পতাকাতলে সমবেত হইল। যখন তালুত সেনাদল সহ নিজের নগর ত্যাগ করিয়া বাহিরে গেল, তখন সমুয়েল নবী কর্ত্তৃক অবগত হইয়া বলিল যে, আল্লাহ তোমাদিগকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণ অথবা মুখ ডুবাইয়া উহার পানি পান করিবে, সে ব্যক্তি আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না। আর যে ব্যক্তি অঞ্জলী করিয়া পানি তুলিয়া লইবে, সেই ব্যক্তি আমার সঙ্গে থাকিতে পারিবে।

কেহ কেহ বলেন, উহা পালেষ্টাইনের নদী, একদল বলেন, উহা জর্ডন ও পালেষ্টাইনের মধ্যস্থিত নদী, যখন তাহারা উক্ত নদীর নিকট উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের অধিক সংখ্যক লোক উক্ত

নদীতে নামিয়া অতিরিক্ত পানি পান করিয়া ফেলিল, ইহাতে তাহাদের ওষ্ঠগুলি কাল হইয়া গেল এবং তাহাদের পিপসা নিবৃত্তি না হইয়া আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহাদের উদর ফুলিয়া গেল তাহারা নদীর তীরে পড়িয়া রহিল এবং যুদ্ধে যোগদান করিতে পশ্চাৎপদ হইল, অবশেষে নিজেদের শহরে প্রত্যাবর্তন করিল।

আর যাহারা অঞ্জলী করিয়া পানি লইয়াছিল, তাহাদের পিপাসা নিবৃত্তি হইয়া গেল, কেহ কেহ তাহাদের সংখ্যা চারি সহস্র নির্ণয় করিলেও প্রসিদ্ধমতে তাহারা ৩১৩ জন লোক ছিল। এই অল্প সংখ্যক লোকেরা তালুতের সঙ্গে নদী অতিক্রম করিতে সাহসী হইয়াছিল।

টীকাকারেরা বলেন, যে সমস্ত লোক যুদ্ধকালে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে, তাহাদিগকে পথিমধ্যে পরীক্ষা করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া অতি যুক্তিযুক্ত কার্য্য হইয়াছে, নচেৎ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে ইস্রাইলীয়গণ একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইত।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যখন তালূত ও তাহার সঙ্গীয় বিশ্বাসকারীগণ নদী অতিক্রম করিয়া পালেষ্টাইনে আমালেকাপতি জালুত ও তাহার সেনাগণের নিকট উপস্থিত হইল, তখন তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল, যাহারা মৃত্যুকে না পছন্দ করিত এবং ভীরু ছিল তাহারা শত্রু সৈন্যগণের আধিক্য দেখিয়া বলিতে লাগিল অদ্য আমরা জালুত এবং তাহার সেনাগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে সক্ষম হইব না, নিশ্চয় আমরা শহিদ হইয়া বেহেশত লাভ করিব। আর যাহারা আলেম কিম্বা বীর সাহসী ছিল এবং নির্ভয়ে খোদার পথে প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করিত না, তাহারা প্রথম দলকে সাহস দেওয়ার মানসে বলিতে লাগিল, আল্লাহতায়ালার ওয়াদা সত্য, যুদ্ধে জয়লাভ করা সৈন্যসামন্তের আধিক্য হেতু হয় না বরং আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে জয়লাভ হইয়া থাকে, অনেক ক্ষুদ্র দল খোদার

সাহায্য ও অনুগ্রহে বৃহদ্দলকে পরাস্ত করিয়াছে এবং আল্লাহ্ ধৈর্য্য-ধারীদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন।— ২।৩০৬।৩১০, রুঃ মাঃ, ১।৪৫৫।৪৫৭।

২৫০। যখন ইস্রাইলীয়গণ আমালেকারাজ জালুত ও তাহার সেনাদলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন নিজেদের ক্ষুদ্র শক্তি ও অল্প সেনা ও বিপক্ষদের বিপুল আয়োজন অপূর্ব্ব শক্তি ও অসংখ্য সৈন্যসামন্ত দেখিয়া আল্লাহ-তায়ালার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিল, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের মনে বল ও বীরত্ব প্রদান কর ও নানা ভীতিতে ত্রাসিত না হইয়া ধৈর্য্যশীল থাকিতে আমাদিগকে ক্ষমতা প্রদান কর, সমরক্ষেত্রে অচল অটলভাবে আমাদিগকে শত্রুদের গতিরোধ করিতে ক্ষমতা প্রদান কর এবং ধর্ম্মদ্রোহীদিগের উপর আমাদিগকে জয়যুক্ত কর।

অন্যান্য পয়গম্বরের উম্মতগণ এইরূপ ক্ষেত্রে দোয়া করিয়াছিলেন এবং হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) বদরের যুদ্ধে এইরূপ দোয়া করিয়াছিলেন।
—কঃ, ২।৩১০ ও রুঃ মাঃ, ১।৪৫৭।

২৫১। যে সময় জালুত, তালুতের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া সংবাদ পাঠাইল যে, তোমাদের মধ্যে কে আমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে উপস্থিত হইবে? যদি সে আমাকে হত্যা করিতে পারে তবে আমার রাজ্য তোমাদের হইবে, আর যদি আমি তাহাকে হত্যা করিতে পারি, তবে তোমাদের রাজ্য আমাদের হইবে। তৎশ্রবণে তালুত রাগান্বিত হইয়া নিজের সেনাগণকে উচ্চ শব্দে বলিল, যে ব্যক্তি জালুতকে হত্যা করিতে পারিবে, আমি আমার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিব এবং নিজের রাজ্যের অর্দ্ধেকাংশ তাহাকে দান করিব, তাহারা জালুতের ভয়ে এই

কার্য্যের ভার লইতে সাহস করিল না। তখন তালুত হজরত সমুয়েলকে ডাকিয়া আল্লাহতায়ালার নিকট এই সম্বন্ধে দোয়া করিতে বলিলেন, আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করিলে, তিনি পবিত্র তৈলপূর্ণ একটি শৃঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহাকে বলা হইল, যে ব্যক্তির মস্তকে উক্ত শৃঙ্গের তৈল ঢালিয়া দিলে উহা গড়াইয়া মুখমণ্ডলে পড়িবে না বরং টুপির ন্যায় মস্তকের উপর থাকিয়া যাইবে, সেই ব্যক্তি জালুতের হত্যাকারী হইবে। তালুত ইস্রাইলীয়গণকে ডাকিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু কেহ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। আল্লাহতায়ালা উক্ত নবীকে 'অহি' দ্বারা অবগত করাইয়া দিলেন যে, ঈশার সন্তানগণের মধ্যে একজন জালুতের হত্যাকারী হইবে। তখন তালুত তাহার দীর্ঘাকৃতি সন্তান দিগকে ডাকিয়া পরীক্ষা করিল, কিন্তু কেহই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। তালুত বলিল, হে ঈশা, তোমার অন্য কোন পুত্র আছে কি ? সে বলিল, না। নবী বলিলেন আল্লাহ আমাকে অবগত করাইয়াছেন যে, সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, তাহার আর একটি পুত্র আছে। ঈশা বলিল, খোদা সত্য কথা বলিয়াছেন, আমার একটি ছোট পুত্র আছে তাহার নাম দাউদ, সে অতি বেঁটে তাহাকে লোক সমক্ষে পেশ করিতে আমার অতিশয় লজ্জাবোধ হয়, সে এখন অমুক ঘাঁটিতে ছাগল চরাইতেছে। তালুত তাহার মস্তকে তৈল ঢালিয়া দিলে তৈল মস্তকে থাকিয়া গেল। তখন সে বলিল তুমি কি জালুতকে হত্যা করিতে পারিবে ? আমি ইহার পরিবর্ত্তে আমার কন্যাকে তোমার সহিত বিবাহ দিব এবং আমার রাজ্যে তোমার নামীয় সীলমোহর প্রচলন করিব। দাউদ বলিলেন হাঁ। তখন তালুত তাহাকে সৈন্যদিগের নিকট উপস্থিত করিল, দাউদ পথে চলিতে চলিতে তিন খণ্ড প্রস্তর পাইয়াছিলেন। এক খণ্ড প্রস্তর উচ্চস্বরে বলিয়াছিল, হে দাউদ তুমি আমাকে উঠাইয়া

লও, আমি হারুনের প্রস্তর। দ্বিতীয় খণ্ড বলিয়াছিল তুমি আমাকে কুড়াইয়া লও আমি মুছার প্রস্তর, তৃতীয় খণ্ড বলিয়াছিল তুমি আমাকে তুলিয়া লও কেননা তুমি আমার দ্বারা জালুতের নিপাত সাধন করিতে পারিবে। তিনি উক্ত তিন খণ্ড প্রস্তর ঝুলিতে রাখিয়া দিলেন। তালুত, দাউদ সহ সেনাদলের নিকট উপস্থিত হইল এবং যুদ্ধের জন্য ব্যূহ রচনা করিতে লাগিল। জালুত যুদ্ধের জন্য অগ্রগামী হইয়া প্রতিপক্ষ দলের সংগ্রামকারীকে আহ্বান করিতে লাগিল। দাউদ (আঃ) প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হইলেন, ইহাতে তালুত তাঁহাকে নিজের যৌতুক ও অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিল, তিনি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অশ্বের উপর আরোহনপূর্ব্বক শত্রুর নিকটবর্ত্তী হইয়া তালুতের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তালুত বলিল এই বালক শত্রুর পরাক্রম দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়াছে। হজরত দাউদ বলিলেন, যদি আমার প্রতি-পালক আমাকে সাহায্য না করেন তবে এই অস্ত্রশস্ত্র আমাকে সাহায্য করিতে পারিবে না, আর যদি তিনি আমাকে সাহায্য করেন তবে আমার এই সমস্তের আবশ্যক নাই। এখন তুমি যেরূপ ইচ্ছা হয় আমাকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি প্রদান কর। তালুত তাহাতে রাজী হইল। হজরত দাউদ ঝুলিটি নিজের গলায় বন্ধন করিয়া ও ফিঙ্গাটি হস্তে ধারণ করিয়া জালুতের নিকট উপস্থিত হইল, জালুত এতবড় শক্তিশালী পুরুষ ছিল যে, সে একাই সেনাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিত, কিন্তু যখন সে দাউদকে তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার উদ্যোগী দেখিল, তখন তাহার অন্তরে ভীতি সঞ্চার হইল। জালুত বলিল তুমি কি আমার সহিত সংগ্রাম করিতে অগ্রগামী হইতেছ? দাউদ বলিলেন, হাঁ। সে বলিল, তুমি ফিঙ্গা ও প্রস্তর লইয়া যেরূপ কুকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া থাক সেইরূপ কি আমার নিকট উপস্থিত হইতেছ? দাউদ বলিলেন, হাঁ তুমি কুকুর

অপেক্ষা অধম।

সে বলিল আমি তোমার মাংস হিংস্র জন্তুর ও পক্ষীদলের মধ্যে বন্টন করিয়া দিব। হজরত দাউদ বলিলেন, আল্লাহ তোমার মাংস বন্টন করিয়া দিবেন। তৎপরে তিনি বিছ্‌মে-ইলাহে-ইবরাহিম বলিয়া একখণ্ড প্রস্তর, বিছ্‌মে-ইলাহে ইছহাক বলিয়া দ্বিতীয় প্রস্তর ও বিছ্‌মে-ইলাহে-ইয়াকুব বলিয়া তৃতীয় প্রস্তর বাহির করিয়া ফিঙ্গাতে রাখিলেন, তিন খণ্ড প্রস্তর একখণ্ড প্রস্তরে পরিণত হইল, তিনি ফিঙ্গা ঘুরাইয়া জালুতকে মারিলেন, প্রস্তরখানি তাহার মস্তকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মস্তিকের সহিত মিলিত হইয়া ঘাড়ের দিক্ দিয়া বাহির হইয়া গেল, সে নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। তদব্যতীত আর ত্রিশ জনকে নিহত করিল, তিনি তাহাকে টানিয়া লইয়া তালুতের নিকট উপস্থিত করিলেন। আমালেকা-সৈন্য পরাস্ত হইল, ইস্রাইলীগণ তাহাদের শিবির লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দাউদ তালুতকে অঙ্গীকারপূর্ণ করিতে বলিলে সে বলিল, তুমি আমার কন্যার মোহর সংগ্রহ কর, দাউদ বলিলেন, আমি এক জন দরিদ্র কি মোহর দিতে পারিব? সে বলিল যদি তুমি অছিন্নত্বক শত্রুদের দুইশত লোককে হত্যা করিয়া তাহাদের লিঙ্গের চর্ম্ম আনয়ন করিতে পার, তবে আমার কন্যার সহিত বিবাহ দিব। হজরতদাউদ তাহাই করিয়া তাহার কন্যার সহিত বিবাহিত হইলেন, তালুত দাউদের নামের সীলমোহর নিজের রাজ্যে প্রচলন করিল, জনসাধারণ হজরত দাউদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল, তাঁহার সুখ্যাতি প্রচার করিতে লাগিল, ইহাতে তালুত ঈর্ষান্বিত হইয়া দাউদকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিল, ইহার স্ত্রী এই ষড়যন্ত্র অবগত হইয়া স্বামীকে সাবধান করিয়া দেয়, তখন দাউদ নিজের শয্যায় একটি মদের মশক স্থাপন করিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অর্দ্ধ রাত্রিতে তালুত উপস্থিত হইয়া দাউদ ধারণায়

তরবারি দ্বারা মশকটি দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল, অবশেষে প্রভাতে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিল। তালুত বলিল দাউদ ইহার প্রতিশোধ লইতে পারে, এই হেতু আত্মরক্ষার্থে রক্ষকদল নিয়োজিত করিল ও দ্বাররুদ্ধ করিল। হজরত দাউদ এক রাত্রি উপস্থিত হইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তালুতের মস্তকের নিকট একটি তীর, পদদ্বয়ের নিকট দ্বিতীয় তীর, ডাহিন দিকে তৃতীয় তীর ও বাম দিকে চতুর্থ তীর রাখিয়া চলিয়া গেলেন। তালুত চৈতন্য লাভ করিয়া তীরগুলি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়া বলিল, আল্লাহ, দাউদের উপর অনুগ্রহ করুন, আমি তাহাকে পাইয়া হত্যা করার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু দাউদ আমাকে পাইয়া হত্যা করিল না, যদি ইচ্ছা করিত, তবে আমার গলদেশে তীর বিদ্ধ করিতে পারিত। দ্বিতীয় রাত্রি দাউদ আগমন করিলেন, আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহে দ্বাররক্ষকেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইল না, তিনি তালুতের ওজুর পাত্র ও পানির ছোরাহি লইলেন এবং তাহার দাড়ির কয়েকটি কেশ ও বস্ত্রের একাংশ কাটিয়া লইয়া বাহিরে গিয়া লুক্কায়িত হইয়া গেলেন। তালুত প্রভাতে জাগরিত হইয়া এই সমস্ত অবগত হইয়া তাহার অনুসন্ধানে গুপ্তচর সকল প্রেরণ করিল, তাহারা বহু অনুসন্ধানে দাউদের কোন সংবাদ আবিষ্কার করিতে পারিলনা।

তালুত একদিবস অশ্বারোহণ করিয়া যাইতে তাহাকে এক ময়দানে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। তিনি দ্রুতগমন করতঃ একটি গর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আল্লাহতায়ালা মাকড়শাকে গর্ত্তের উপর জাল বয়ন করিতে অহি করিলেন। মাকড়শা তৎক্ষণাৎ তাহাই করিয়া ফেলিল, তালুত তথায় উপস্থিত হইয়া উহার জাল দেখিয়া বলিতে লাগিল, যদি দাউদ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবে, তবে এই জাল ছিন্ন হইয়া যাইত

তৎপরে সে তথা হইতে চলিয়া গেল। পরে দাউদ তথা হইতে বাহির হইয়া পর্ব্বতে দরবেশদলের সঙ্গী হইয়া খোদার এবাদতে নিমগ্ন হইলেন। বিদ্বানগণ ও দরবেশগণ (তাপসগণ) এই ব্যাপারে তালুতের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন, যে কেহ দাউদকে হত্যা করিতে নিষেধ করিত, তালুত তাহাকে হত্যা করিত।

তালুত অবশেষে তওবা করিতে মনস্থ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, প্রত্যেক রাত্রি গোরস্থানে গিয়া রোদন করিয়া বলিত, যে ব্যক্তি জানে যে, আমার তওবা কিরূপে কবুল হইবে, তাহাকে খোদার শপথ দিয়া বলিতেছি যে, সে যেন আমাকে ইহার সন্ধান বলিয়া দেয়।

একজন নানবায়ি (রুটী বিক্রেতা) তাল্‌ত্তকে একটি স্ত্রী লোকের নিকট লইয়া গেল, সে আল্লাহতায়ালার শ্রেষ্ঠতম নাম জানিত। সে তাল্‌ত্তকে সময়েল নবীর গোরের নিকট লইয়া আল্লাহতায়ালার উক্ত নাম পাঠ করিলে, তিনি জীবিত হইয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটি বলিল, তাল্‌ত আপনার নিকট আসিয়া তওবার উপায় জানিতে চাহিতেছে। নবী বলিলেন, তুমি আমার মৃত্যুর পরে কি করিয়াছ, সে বলিল, সমস্ত প্রকার গোনাহ করিয়াছি।

নবী বলিলেন, তুমি তোমার দশ পুত্রসহ জেহাদে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে, তোমার গোনাহ মাফ হইবে, তাল্‌ত তাহাই করিল, তাল্‌ত ৪০ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করিয়া নিহত হয়।

তৎপরে ইস্রাইলীয়গণ হজরত দাউদ (আঃ) এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে রাজা ও তাল্‌তের ধন—ঐশ্বর্য্যের অধিকারী নির্দ্ধারিত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে একবংশে নবী ও অন্য বংশে বাদশাহ হইত, কিন্তু আল্লাহ দাউদকে নবী ও বাদশাহ উভয় করিয়াছিলেন।

এক্ষণে আয়তের অর্থ শুনুন —

ইস্রাইলীয়গণ আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে আমালেকাদিগকে পরাস্ত করিল, দাউদ জালুতকে হত্যা করিলেন এবং আল্লাহ দাউদকে বাদশাহী ও নবুয়ত প্রদান করিলেন। আল্লাহ তাঁহাকে জেরা (বর্ম্ম) প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি তদ্দারাজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। পক্ষীদের ভাষা ও জবুর শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহাকে এরূপ সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করিয়াছিলেন যে, জবুর পাঠ কালে বন্য পশুরা তাঁহার নিকট সমবেত হইত, পক্ষীরা তাঁহার মস্তকের উপর ছায়া প্রদান করিত, প্রবাহিত পানি স্থির হইয়া যাইত ও বায়ু গতিহীন হইয়া যাইত। তিনি তাঁহাকে রাজ্য পরিচালনার জ্ঞান ও নিয়ম কানুন শিক্ষা দিয়াছিলেন।

তৎপরে আল্লাহ বলেন, আল্লাহ জালুত ও তাহার সেনাগণের অত্যাচার ও অপকর্ম তালুত ও দাউদের দ্বারা নিবারণ করিয়াছিলেন, যদি তাহা না করিতেন, তবে পৃথিবী অশান্তিপূর্ণ হইয়া যাইত। কেহ কেহ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, আল্[illegible] তায়ালা নবীগণের দ্বারা লোকদিগকে কাফেরিমূলক কার্য্য হ[illegible] বিরত রাখেন, নচেৎ দুনিয়া কাফেরি কার্য্যে পূর্ণ হইয়া যা[illegible] এইরূপ শরিয়তের বিচার ব্যবস্থা দ্বারা লোককে গোনাহ ও অ[illegible] কার্য্য হইতে মুক্ত করেন।

একদল এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, আল্লাহ নেকব[illegible] ও ঈমানদারগণের বরকতে কাফের ও দুষ্টদিগকে রক্ষা করেন। একটি হাদিছে আছে, নামাজীদিগের বরকতে বেনামাজীদিগকে, রোজাদারদের বরকতে বে-রোজাদারগণকে, এইরূপ জাকাতদাতা, হাজী ও জেহাদকারী দলের বরকতে তাহাদের বিপরীত দলকে রক্ষা করা হয়, যদি তাহারা সকলেই ঐ সমস্ত সৎকার্য্য ত্যাগ করিত, তবে আল্লাহ তাহাদিগকে এক নিমিষ অবকাশ দিতেন না, দুনইয়া

বিপদের নিকেতন হইয়া দাঁড়াইত।

আল্লাহ্‌ জগদ্বাসীদের উপর অনুগ্রহ করিয়া এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। —খাঃ, ১।২১৯—২২৩, কঃ, ২।৩১২।৩১৩।

২৫২। উল্লিখিত ঘটনাগুলি আল্লাহতায়ালার নিদর্শন, আমি সত্য ভাবে তোমার উপর পাঠ করিতেছি, হে মোহাম্মদ, তুমি না কোন কেতাব পাঠ করিয়াছ এবং না ইতিহাস অবগত আছ, ইহা সত্বেও তুমি প্রাচীন লোকদের যথাযথ ঘটনাবলী প্রকাশ করিতেছ, ইহাতে তোমার রাছুল হওয়া সপ্রমাণ হইতেছে। খাঃ, ১।২২৩

টিপ্পনী—

(১) গোল্ডসেক সাহেব এই ছুরার ২৪৮ আয়তে উল্লিখিত 'তাবুত' ও 'ছকিনা' উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত শব্দদ্বয় ইব্রানী, কিন্তু ছুরা ইউছুফে আছে যে, কোর-আন আরবী ভাষায় নাজিল হইয়াছে, ইহা যদি ঠিক হয়, তবে উহাতে ইব্রানী ভাষা ব্যবহৃত হইল কেন? ইহাতে সন্দেহ হয় যে, মোহাম্মদ ছাহেব উহুদিগের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিয়া কোর-আনে সন্নিবেশ করিয়াছেন।

আমাদের উত্তর—

কোর-আন শরীফ আল্লাহতায়ালার প্রেরিত কেতাব, কাজেই হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) উহাতে অমুক অমুক শব্দ সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা একেবারে বাতীল কথা।

দ্বিতীয়—'তাবুত' ও 'ছকিনা' যেরূপ—ইব্রানীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ—আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কাজেই উক্ত শব্দদ্বয়ের ন্যায় কোন শব্দ কোর-আনে ব্যবহৃত হইলে, সম্পূর্ণ কোর-আনের আরবী ভাষায় নাজিল হওয়া সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইতে পারেনা।

(২) গোল্ডসেক সাহেব আরও লিখিয়াছেন, কোর-আনের শৌল (তালুত) সংক্রান্ত কাহিনীর, পুরাতন নিয়মের শমুয়েল পুস্তকের বর্ণিত উক্ত কাহিনীর সহিত মিল নাই, 'তাবুত' সংক্রান্ত ব্যাপারটি ইতিপূর্ব্বের ঘটনা, হজরত মোহাম্মদ এইরূপ অনেক ঐতিহাসিক ভুল করিয়াছেন।

## আমাদের উত্তর—

শমুয়েল পুস্তকের রচক কে, অদ্যাবধি খ্রীষ্টান বিদ্বানগণ তাহা স্থির করিতে পারেন নাই, দ্বিতীয়, উক্ত পুস্তকে বিপরীত বিপরীত মর্ম্মবাচক বহু ঘটনার উল্লেখ আছে, কাজেই এইরূপ পুস্তকের প্রত্যেক কথা যে সত্য নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই, যে উক্ত পুস্তকে যে প্রত্যেক বিষয়ের সমস্ত ঘটনা লিখিত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? এইরূপ সন্দেহপূর্ণ পুস্তককে খোদার প্রেরিত অকাট্য বাণী কোর-আনের প্রতিযোগিতায় পেশ করা বাতুলতা নহে কি?

বর্ত্তমান নূতন ও পুরাতন নিয়মের যে যে স্থল কোর আনের বিপরীত, তৎসমস্ত উভয় পুস্তকের বিকৃত অংশ বুঝিতে হইবে।

গোল্ডসেক সাহেবের অন্যান্য প্রশ্নগুলির প্রতিবাদ এই ছুরার শেষ অংশে পাইবেন।

সমাপ্ত।